

গোপনীয়



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বার্ষিক
প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৩

শুধুমাত্র সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য

অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল
স্পেশাল ব্রাঞ্চ
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা



মুখ্যবন্ধ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কযুক্ত ক্ষেত্রসমূহের অগ্রিম তথ্য সংগ্রহকারী অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা হচ্ছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সংহতি এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শৃঙ্খলাকে বিন্নিত ও প্রভাবিত করে এমন ঘড়িযন্ত্র ও সকল ধরণের নাশকতামূলক কার্যকলাপের বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহপূর্বক সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ উপস্থাপনই হলো এ সংস্থার প্রধান কাজ। ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের তথ্যভাণ্ডার হিসেবে স্পেশাল ব্রাঞ্চ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যেকোন তথ্য সরবরাহে অতদ্দুর প্রহরীর ভূমিকায় অঙ্গীকৃত কাজ করে চলেছে।

অ্যাডিশনাল আইজি, এসবি'র অধিক্ষেত্রভুক্ত থেকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রতিনিধি হিসেবে সারাদেশে ডিএমপি ব্যতীত সাতটি মহানগর পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি), জেলা পুলিশ সুপার, ডিএসবি এবং ৬৪ জেলায় একজন করে পুলিশ পরিদর্শক (ডিআইও-১) গোয়েন্দা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এছাড়া ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় একজন ডিআইজি'র নেতৃত্বে শক্তিশালী একটি উইং গোয়েন্দা কার্যক্রমে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ দেশের অভ্যন্তরে জঙ্গিতৎপরতা ও নাশকতাকারীদের সনাক্ত করাসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বিষয়সমূহ নিরীক্ষণ, সামাজিক ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ, ধর্মীয় উগ্রবাদ বিনাশকরণের মাধ্যমে ধর্মীয় সংহতির সুরক্ষা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের উপর সম্ভাব্য হৃষকি, বাণিজ্য ও অর্থনীতির উপযোগী পরিবেশের স্থিতাবস্থা বজায় রাখাসহ বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং ও নাগরিকদের সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্ত তথ্য প্রণয়ন, বর্ডার ব্যবস্থাপনা, বিদেশী নাগরিক সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ, পাসপোর্ট ও চাকুরী প্রার্থীদের ভেরিফিকেশন, চাকুরীতে পদোন্নতি সংক্রান্তে ভেটিং, বিদেশী নাগরিকদের পাসপোর্ট প্রদান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রাক তথ্য যাচাই-বাছাই করণ, বিদেশে বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ভিআইপি ও ভিভিআইপি'দের নিরাপত্তায় হৃষকি সংক্রান্তে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও নিরাপত্তা প্রদান, কেপিআই সংক্রান্তে তথ্য সংগ্রহ, জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন, রাজনৈতিক তৎপরতা, ছাত্র, শ্রমিক, মিডিয়ার অপতৎপরতাসহ শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে হৃষকি এবং রাষ্ট্রের বিবরণে ঘড়িযন্ত্র কিংবা অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত এমন প্রয়োজনীয় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে সরকারকে সরবরাহ করে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর যাবতীয় কৃতিত্বগাঁথা স্পেশাল ব্রাঞ্চে সংরক্ষিত রয়েছে। নিয়মিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে গোয়েন্দা প্রতিবেদন আকারে সংগৃহীত এবং এসবি তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের আলোকে “The Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman” শীর্ষক গ্রন্থের ১২টি ভলিয়ুম ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও স্পেশাল ব্রাঞ্চের তথ্যভাণ্ডার বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচারকার্যে দালিলিক সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অধিক্ষেত্রভুক্ত ইউনিটসমূহের কাজের সামগ্রিক বিবরণ উপস্থাপনের মানসেই মূলত স্পেশাল ব্রাঞ্চের ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। নানাবিধি সীমাবদ্ধতার কারণে বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে বিধায় আপনাদের যেকোন প্রস্তাব ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

মোঃ মনিরুল ইসলাম বিপিএম (বার), পিপিএম (বার)

অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল (গ্রেড-১)

স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের
বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন

সূচিপত্র

অধ্যায়-১ : প্রারম্ভিক

অনুচ্ছেদ -১	স্পেশাল ব্রাঞ্চের সৃষ্টির ইতিহাস	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ -২	স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাবেক প্রধানগণের নাম	০১
অনুচ্ছেদ -৩	স্পেশাল ব্রাঞ্চের উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম	০২-০৮
অনুচ্ছেদ -৪	স্পেশাল ব্রাঞ্চের কাজের প্রকৃতি	০৮-০৬
		০৭

অধ্যায়-২ : অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিন্যান্স উইং

অনুচ্ছেদ -৫	প্রশাসন শাখা	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ -৬	অর্থ শাখা	০৮-১২
অনুচ্ছেদ -৭	এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ই অ্যান্ড ডি) শাখা	১২-১৪
অনুচ্ছেদ -৮	ট্রান্সপোর্ট শাখা	১৪-১৬
অনুচ্ছেদ -৯	আইসিটি শাখা	১৭-১৯
		২০-২২

অধ্যায়-৩ : ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ উইং

অনুচ্ছেদ-১০	প্ল্যানিং অ্যান্ড রিসার্চ শাখা	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ-১১	স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স	২৩-২৪
		২৪-২৭

অধ্যায়-৪ : রাজনৈতিক উইং

অনুচ্ছেদ -১২	রাজনৈতিক শাখা	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ -১৩	টিএফআই অ্যান্ড আর্কাইভস শাখা	২৮-৩৫
অনুচ্ছেদ -১৪	ছাত্র শ্রম শাখা	৩৬-৩৭
		৩৮-৩৯

অধ্যায়-৫ : ইমিগ্রেশন উইং

অনুচ্ছেদ -১৫	ইমিগ্রেশন শাখা	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ -১৬	ইমিগ্রেশন ল্যান্ড অ্যান্ড সী-পোর্ট ইস্ট শাখা	৪০-৪১
অনুচ্ছেদ -১৭	ইমিগ্রেশন ল্যান্ড অ্যান্ড সী-পোর্ট ওয়েস্ট শাখা	৪২-৪৪
অনুচ্ছেদ -১৮	এসসিও সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স শাখা	৪৫-৪৭
অনুচ্ছেদ -১৯	এসসিও ভিসা শাখা	৪৮-৫০
অনুচ্ছেদ -২০	এসসিও ডিপ্লোমেটিক অ্যান্ড প্রটোকল শাখা	৫১-৫২
অনুচ্ছেদ -২১	পাসপোর্ট শাখা	৫৩-৫৪
		৫৫-৫৮

অধ্যায়-৬: প্রটেকশন অ্যান্ড প্রটোকল উইং

অনুচ্ছেদ -২২	ভিআইপি প্রটেকশন শাখা	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ -২৩	ক্লোজ প্রটেকশন অ্যান্ড স্পেশাল ইভেন্টস শাখা	৫৯-৬০
অনুচ্ছেদ -২৪	টেকনিক্যাল শাখা	৬১-৬২
অনুচ্ছেদ -২৫	কেপিআই শাখা	৬৩-৬৪
		৬৫-৬৬

অধ্যায়-৭ : কাউন্টার টেরেরিজম ইন্টেলিজেন্স উইং		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ -২৬	ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স শাখা	৬৭-৬৯
অনুচ্ছেদ -২৭	স্ট্র্যাক্টেড মাইগ্রেন্টস শাখা	৭০-৭১
অনুচ্ছেদ -২৮	কাউন্টার টেরেরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স শাখা	৭২-৭৩
অনুচ্ছেদ -২৯	সাইবার ইন্টেলিজেন্স শাখা	৭৪-৭৫
অধ্যায়-৮ : স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স উইং		
অনুচ্ছেদ -৩০	ভেরিফিকেশন শাখা	৭৬-৭৮
অনুচ্ছেদ -৩১	ফিল্যাসিয়াল ইন্টেলিজেন্স শাখা	৭৯-৮০
অনুচ্ছেদ -৩২	মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শাখা	৮১-৮২
অনুচ্ছেদ -৩৩	অর্গানাইজেশনাল অ্যাফেয়ার্স শাখা	৮৩-৮৪
অনুচ্ছেদ -৩৪	স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স শাখা	৮৫
অধ্যায়-৯ : সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা		
অনুচ্ছেদ -৩৫	কর্মপরিধি	৮৬-৯১
অধ্যায়-১০ : বিবিধ		
অনুচ্ছেদ -৩৬	ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স শাখা	৯২-৯৩
অনুচ্ছেদ -৩৭	কনফিডেন্শিয়াল অ্যান্ড এলআইসি শাখা	৯৪
অনুচ্ছেদ -৩৮	ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস শাখা	৯৫-৯৭

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

স্পেশাল ব্রাঞ্চের পূর্ণাঙ্গ বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের ধারাবাহিক প্রকাশনার এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। স্পেশাল ব্রাঞ্চের অধিক্ষেত্রভুক্ত ইউনিটসমূহের কর্মপরিধি ও বার্ষিক অর্জনের অগ্রগতি তুলে ধরার প্রয়াসে এই প্রকাশনা। এ প্রশাসনিক প্রতিবেদন স্পেশাল ব্রাঞ্চের বার্ষিক কার্যক্রম ২০২৩ এর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদানে সক্ষম হবে।

অনুচ্ছেদ-১

স্পেশাল ব্রাঞ্চ সৃষ্টির ইতিহাস



স্পেশাল ব্রাঞ্চ বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা। প্রাচীনতম এই সংস্থার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে ‘সেন্ট্রাল স্পেশাল ব্রাঞ্চ’ নামে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে এই সংস্থাটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাত এবং সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে উদ্ভূত নানামূলী সমস্যা নিরসনে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ সংস্থা সরকারকে সহায়তা করছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশ যখন বহুমাত্রিক সাইবার ক্রাইম, মানিলভারিং, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের ঘড়্যন্ত্রের সম্মুখীন হচ্ছে তখন স্পেশাল ব্রাঞ্চ তার সুদৃশ্য ও কৌশলগত গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাষ্ট্রের নির্ভরযোগ্য সহচর হিসেবে বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিপ্লব দমনের পর ব্রিটিশ রাজত্ব এদেশে সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি একটি শক্তিশালী ও সুবিন্যস্ত পুলিশ বাহিনী গঠনে মনোযোগী হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত পুলিশ আইনের অধীনে গঠন করা হয় পুলিশ বাহিনী। পরবর্তীতে ভারতীয় উপমহাদেশে স্বদেশী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে বিশেষ করে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পর এটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোধা হয়ে উঠে। সেই সময় গতানুগতিক অপরাধী ও স্বদেশী আন্দোলনকারীরা একই ধরনের অপরাধ করলেও তাদের লক্ষ্য এক না হওয়ায় আন্দোলনের কারণ নির্ধারণ ও প্রতিকারের নিমিত্তে একটি গোয়েন্দা শাখা গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তারই প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ খোলার জন্য ১৫ নভেম্বর ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে একটি পত্র লেখেন (পত্র নাম্বার-১৭০/১৮৮৭)। এটিকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ গঠনের মূল ভিত্তি বলা যেতে পারে। পরবর্তীতে ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৩১ নম্বর আদেশ বলে ‘সেন্ট্রাল স্পেশাল ব্রাঞ্চ’ গঠিত হয়। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে গঠিত ফ্রেজার কমিশনের সুপারিশে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে একীভূত করে ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) প্রতিষ্ঠিত হয় যার একটি বিভাগ ছিলো ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (আইবি)। ব্রিটিশ সরকার রাজনীতি ও রাষ্ট্রদ্বেষী কার্যকলাপ সংক্রান্তে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো নামকরণ করে যার সদর দপ্তর ছিলো ১৩ নম্বর লর্ড সিংহ রোড, কোলকাতায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর এর সদর দপ্তর ওয়াইজঘাট ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর সংক্ষিপ্তরূপ একই অর্থাৎ আইবি হওয়ায় বিভ্রান্তি নিরসনে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের নাম ‘স্পেশাল ব্রাঞ্চ’ (এসবি) করা হয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে স্পেশাল ব্রাঞ্চের সদর দপ্তর বর্তমান ঠিকানা রাজারবাগ, ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করে কার্যক্রম শুরু হয়।

অনুচ্ছেদ-২

স্পেশাল ব্রাফের প্রাক্তন প্রধানগণের নাম



Sl. No.	Name & Designation	Duration
1.	Mr. A K M Hafij Uddin (Special Superintendent of Police) DIG, IB (In-Charge)	08/10/1947 - 31/01/1949
2.	Mr. F R Khundkar Deputy Inspector General	01/02/1949 - 06/11/1949, 17/12/1952 - 12/09/1953 & 22/05/1955 - 31/07/1955
3.	Mr. A K M Hafij Uddin Deputy Inspector General	07/11/1949 - 17/12/1952
4.	Mr. K A Haque Deputy Inspector General	12/09/1953 - 22/03/1955 & 17/11/1955 - 24/10/1956
5.	Mr. S A H M Ismail Deputy Inspector General	31/07/1955 - 17/11/1955
6.	Mr. A S M Ahmed Deputy Inspector General	24/10/1956 - 01/01/1959, 09/04/1964 - 11/05/1964 & 04/09/1964 - 12/04/1966
7.	Mr. A M A Kabir Deputy Inspector General	01/01/1959 - 20/10/1961
8.	Mr. A R Talukder Deputy Inspector General	20/10/1961 - 08/11/1961
9.	Mr. M Ahmed Deputy Inspector General	08/11/1961 - 17/09/1962
10.	Mr. M A Haque Deputy Inspector General	17/09/1962 to 09/04/1964 & 11/05/1964 - 03/09/1964
11.	Mr. A S Misbah Uddin Deputy Inspector General	25/04/1966 - 21/07/1971
12.	Dr. S M Hassan Deputy Inspector General	21/07/1971 - 01/12/1971
13.	Mr. Ahammad Ibrahim Additional Inspector General SB & Director General NSI	01/12/1971 - 23/10/1972
14.	Mr. Abdur Rahim Additional Inspector General SB & Director General NSI	23/10/1972 - 26/01/1973
15.	Mr. E A Chowdhury Deputy Inspector General	26/01/1973 - 22/01/1976
16.	Mr. A K M Mosleh Uddin Additional Inspector General	22/01/1976 - 18/04/1980 03/02/1982 - 19/04/1982
17.	Mr. A K M Serajul Haque Additional Inspector General	18/04/1980 - 03/02/1982
18.	Mr. Taibuddin Ahmed Deputy Inspector General	19/04/1982 - 02/05/1983

স্পেশাল ব্রাকের প্রাতন প্রধানগণের নাম



Sl. No.	Name & Designation	Duration
19.	Mr. Golam Morshed Deputy Inspector General	02/05/1983 - 08/04/1985
20.	Mr. M Azizul Huq Additional Inspector General	08/04/1985 - 15/08/1988, 03/01/1991 - 05/01/1992 & 27/08/1992 - 22/04/1996
21.	Mr. A H M B Zaman Additional Inspector General	18/08/1988 - 08/04/1990
22.	Mr. A M M Nasrullah Khan Additional Inspector General	09/04/1990 - 03/01/1991
23.	Mr. Ismail Husain Additional Inspector General	05/01/1992 - 03/03/1992
24.	Mr. Moazzem Hossain Khan Additional Inspector General	03/03/1992 - 27/08/1992
25.	Mr. M A Khaleque Additional Inspector General	22/04/1996 - 11/09/1996
26.	Mr. A Y B I Siddiqi Additional Inspector General	11/09/1996 - 23/03/1998
27.	Mr. Md. Abdur Rahim Khan, PPM Additional Inspector General	23/03/1998 - 08/10/1998
28.	Mr. Md. Nurul Alam Additional Inspector General	08/10/1998 - 16/01/2000
29.	Mr. A K M Shamsuddin Additional Inspector General	16/01/2000 - 25/07/2001
30.	Mr. A T Ahmedul Huq Choudhury, PPM Additional Inspector General	28/07/2001 - 14/08/2001
31.	Mr. Md. Masudul Huq Additional Inspector General	14/08/2001 - 17/03/2002
32.	Mr. Mohammed Anwarul Iqbal, BPM (Bar), PPM Additional Inspector General	17/03/2002 - 22/02/2004
33.	Mr. Md. Abdul Quayyum Additional Inspector General	03/04/2004 - 07/05/2005
34.	Mr. Farruk Ahmad Chowdhury Additional Inspector General	08/05/2005 - 16/07/2006
35.	Mr. A B M Bazlur Rahman Additional Inspector General	16/07/2006 - 03/11/2006
36.	Mr. Naim Ahmed, BPM Additional Inspector General	03/11/2006 - 30/01/2007
37.	Mr. Hassan Mahmood Khandker, BPM, PPM, NDC Additional Inspector General	01/02/2007 - 19/02/2007
38.	Mr. Baharul Alam Additional Inspector General	19/02/2007 - 16/03/2009
39.	Dr. Mohammad Javed Patwary, BPM (Bar) Additional Inspector General	16/03/2009 - 17/07/2013 18/07/2013 - 31/01/2018 (Grade-1)
40.	Mr. Mir Shahidul Islam, BPM (Bar), PPM Additional Inspector General (Grade-1)	31/01/2018 - 14/03/2021

স্পেশাল ব্রাঞ্চের উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম



ক. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চও আরও গঠনমূলক ও গতিশীলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। ইত্যবসরে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের নানাবিধি অধিল ও বৈষম্য দানা বাঁধতে থাকে। বিশেষ করে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে স্পষ্টভাবে বিভক্তির পথে নিয়ে যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরব পদচারণা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তরঙ্গ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে তৎকালীন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চও সার্বক্ষণিক নিরীক্ষণের আওতায় নিয়ে আসে এবং তাঁদের প্রতি মুহূর্তের গতিবিধি সম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কর্তৃক সংগৃহীত হয়। চূড়ান্তভাবে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ মা-বোনের সন্মুখের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রাম ও লালিত স্বপ্নের ফলাফল আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তখনকার ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চও কর্তৃক ১৯৪৭-৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে বঙ্গবন্ধুর নামে সাতচলিশ (৪৭) টি পিএফ (Personal File) খোলা হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর সহচর ও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরাগভাজন নেতাদের নামে গোয়েন্দা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ১৩ (তের) হাজার এবং ফাইল সংখ্যা ৬৮৪১ (ছয় হাজার আটশত একচলিশ) টি। বঙ্গবন্ধুর নামে খোলা পিএফ-এর পাতায় পাতায় বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও এদেশের মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার প্রমাণ্য সত্য খুঁজে পাওয়া যায় যার ধারক ও বাহক ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চও তথা স্পেশাল ব্রাঞ্চ।

খ. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদিচ্ছায় স্পেশাল ব্রাঞ্চে রক্ষিত বঙ্গবন্ধুর পিএফগুলোর ডিজিটাল সংরক্ষণ এবং বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন-সংগ্রাম, জেল-জুলুম, দেশপ্রেম, নেতৃত্বের গুণাবলী ও এদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত বইগুলোতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের প্রতি শোষণ, বৈষম্য এবং মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলী, ত্যাগ, সংগ্রাম, দেশপ্রেম, বাঙালি জাতির প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি বিষয়াবলী দিলিপ প্রমাণসহ উঠে এসেছে যা নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে সক্ষম হবে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে বর্তমান প্রজন্ম দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করতে সচেষ্ট হবে।

গ. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি রাজাকার-আলবদর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে যোগসাজশে স্বাধীনতাকামী নিরীহ মানুষের উপর নির্যাতন, ঘর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুটপাট প্রভৃতি মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। সদ্য স্বাধীন দেশকে পুনর্গঠিত করার প্রাকালেই স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলাম বিএনপি'র সাথে জোটবদ্ধভাবে পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেয়েছে যার বস্তনিষ্ঠ তথ্য-উপাত্ত স্পেশাল ব্রাঞ্চের তথ্যভান্দার তথা আর্কাইভে সংরক্ষিত রয়েছে।

ঘ. বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পর স্পেশাল ব্রাঞ্চের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং বঙ্গবন্ধু যেভাবে বাংলাদেশ পুরিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে ভালবাসতেন তেমনিভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমগ্র পুরিশ বাহিনীর পাশাপাশি স্পেশাল ব্রাঞ্চকে-এর ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করতে উৎসাহিত করে চলেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় এসবি'র নবনির্মিত ১৪ তলাবিশিষ্ট ভবনের ১৩ তলায় ১৫ হাজার বর্গফুট আয়তনের একটি রেকর্ডস্ ও আরকাইভস শাখা স্থাপন করা হয়েছে যা স্পেশাল ব্রাঞ্চের জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

ঙ. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরক্ষুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আওয়ামী লীগ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সরকার গঠন করে। দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হয়েছে। “ভিশন ২০২১”, “টেকসই উন্নয়ন ২০৩০”, “রূপকল্প ২০৪১” এবং “ডেল্টা প্ল্যান ২১০০” বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে চলমান রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে

‘উন্নয়নের রোল মডেল’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সম্প্রতি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ নিরক্ষণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে ফলে দেশে উন্নয়নের দুর্বার গতি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্যের সহযোগী হিসেবে স্পেশাল ব্রাঞ্চ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

চ. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ যুদ্ধাপরাধীদের সনাত্তকরণ ও তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং যুদ্ধাপরাধীরা বিচার এড়িয়ে কোনভাবে যেন আত্মগোপন করতে না পারে সেজন্য তাদেরকে নিরীক্ষণের আওতায় আনার ব্যবস্থা করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠনকালে ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারকসহ প্রসিকিউটর ও সংশ্লিষ্টদের সততা, মতাদর্শ, পেশাদারিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ভেটিংপূর্বক সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলাকালে এসবিতে রাঙ্কিত মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত ও নথি চাহিদামত উপস্থাপনের মাধ্যমে স্পেশাল ব্রাঞ্চ বিজ্ঞ আদালতকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের যে সকল মামলার ক্ষেত্রে সাক্ষীদের নিরাপত্তার ভূমকি ছিল, সে সকল সাক্ষীদেরকে নিরাপত্তা নজরদারিতে রাখাসহ সংশ্লিষ্ট পুলিশ ইউনিট কর্তৃক তাদের যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। এসবি’র সাদা পোশাকে পর্যবেক্ষণ দল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। যুদ্ধাপরাধী এবং জাতির পিতার খুনিদের বিচার ও দণ্ডিতদের ফাঁসি কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি আজ কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। এ ঐতিহাসিক কর্ম্যাঙ্গে স্পেশাল ব্রাঞ্চের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

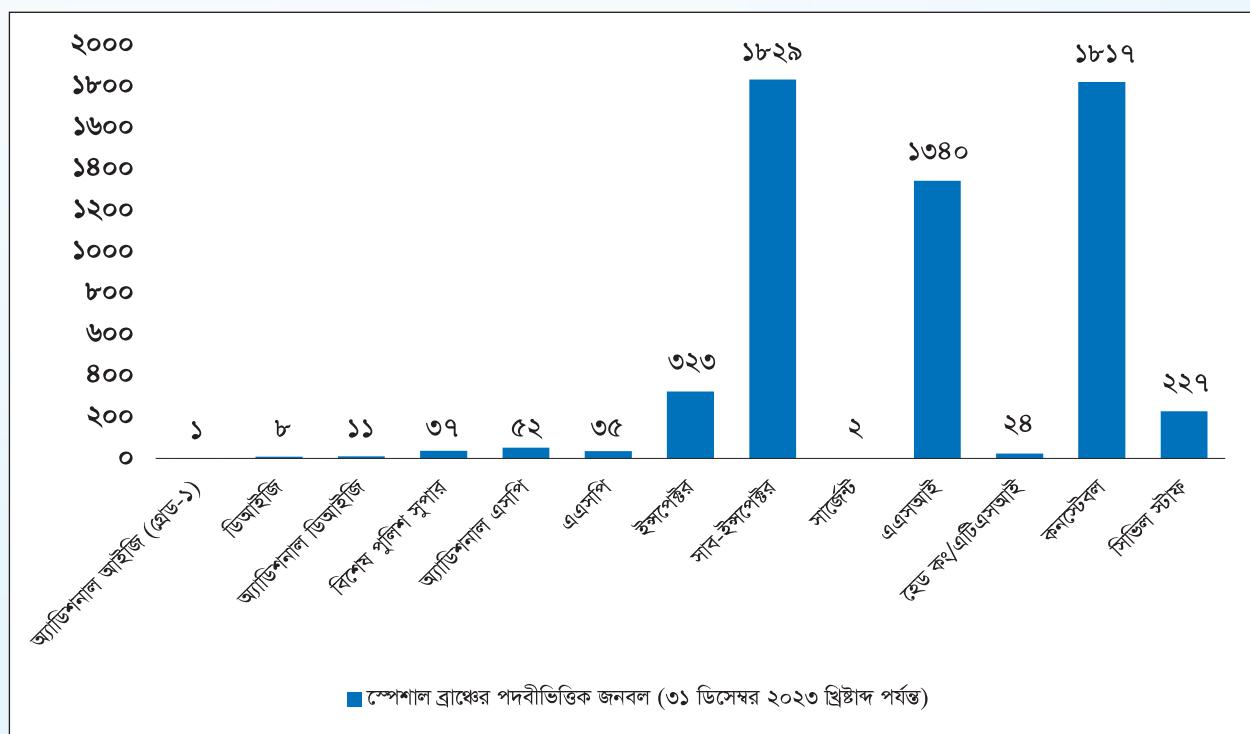
জাতির পিতার নির্ম হত্যাকান্ত এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রতিভূ এএসআই সিদ্দিকুর রহমানের বীরত্বপূর্ণ আত্মানের ইতিহাস

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কয়েকজন অকুতোভয় সৈনিকের মধ্যে স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ সদস্য এএসআই সিদ্দিকুর রহমান ছিলেন একজন সাহসী বীর। তাঁর বাবার নাম হামিদ আলী, বাড়ি কুমিল্লার বুড়িচং থানাধীন ময়নামতির ঝুমুর গ্রামে। তিনি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন। অন্যান্যদের মতো নিজ দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে এএসআই সিদ্দিকুর রহমান ১৫ আগস্টের কালো রাতে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তায় ব্রতী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার জন্য লড়াই করেছেন এএসআই সিদ্দিকুর রহমান ও সিপাহি শামসুল হক। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির গেটের সামনে মুহিতুল, নুরুল ইসলাম, আব্দুল মতিন, পুলিশের বিশেষ শাখার এএসআই সিদ্দিকুর রহমানসহ অন্যদের হত্যার উদ্দেশ্যে লাইন ধরে দাঁড় করানো হয় এবং খুনিদের ব্রাশফায়ারে অন্যান্যদের সাথে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর এই আত্ম্যাগ তাকে বীরের মর্যাদা দান করেছে।

দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ও শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্রতে প্রত্যয়ী এ স্পেশাল ব্রাঞ্চ রাষ্ট্রীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্থা হিসেবে তার গোয়েন্দা কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকিত স্পেশাল ব্রাঞ্চের শাখাসমূহ আধুনিকতার অগ্রবর্তী স্তরে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে নীরব কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

স্পেশাল ব্রাফের জনবল (৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা
অ্যাডিশনাল আইজি (গ্রেড-১)	০১	০১
ডিআইজি	০৭	০৮
অ্যাডিশনাল ডিআইজি	১২	১১
বিশেষ পুলিশ সুপার	৩৮	৩৭
অ্যাডিশনাল এসপি	৪৭	৫২
এএসপি	৩৩	৩৫
ইস্পেন্টের	৩০৭	৩২৩
সাব-ইস্পেন্টের	১৭৫২	১৮২৯
সার্জেন্ট	০২	০২
এএসআই	১২৯১	১৩৪০
হেড কং/এটিএসআই	২৫	২৮
কনস্টেবল	১৬৮০	১৮১৭
সিভিল স্টাফ	৩২৭	২২৭
সর্বমোট	৫৫২২	৫৭০৬



স্পেশাল ব্রাঞ্চের কাজের প্রকৃতি



স্পেশাল ব্রাঞ্চ একটি বিশেষায়িত গোয়েন্দা সংস্থা। এ সংস্থার কাজের প্রকৃতি গোপনীয় এবং অতি গোপনীয়। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে সার্বিক বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ এবং গোয়েন্দা তথ্য সম্বয়ের মাধ্যমে সংস্থাটি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করে থাকে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের সমগ্র কার্যক্রমকে সাধারণত তিনটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়। যথাঃ গোয়েন্দা কার্যক্রম, ইমিগ্রেশন সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং প্ররক্ষা কার্যক্রম। এসব কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে স্পেশাল ব্রাঞ্চ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে গুরুত্ব দিয়ে থাকে:

১. গোয়েন্দা তথ্য ব্যবস্থাপনা

গোয়েন্দা তথ্য ব্যবস্থাপনা বলতে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়া বুঝায়। গোয়েন্দা তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় এসবি'র রয়েছে আধুনিক এবং উচ্চ ধারণ ক্ষমতাসম্পর্ক ডিজিটাল সার্ভার। এছাড়া প্রত্যেকটি শাখা তার নিজ নিজ কর্মভিত্তিক অধিক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রচুর তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করে। এ সংস্থা ট্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নীরের সাক্ষী। বাংলাদেশ পুলিশের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা হিসাবে এসবির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ডিএসবিসহ বিভিন্ন ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও রিপোর্ট গ্রহণ এবং সেগুলো যথাযথভাবে বিন্যাস ও সংরক্ষণ করা। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য ব্যবস্থাপনায় এসবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ এসবি তার নিজস্ব ডাটাবেজ ব্যবহার করে কৌশলগত বিশ্লেষণ এবং প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার উপযোগী গোয়েন্দা তথ্য তৈরি করে। এভাবে প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য পরবর্তীতে গোপনীয়তার লেভেল অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়।

২. তথ্য বিনিময়

একবিংশ শতাব্দীতে তথ্যের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে তার সফল বিনিময়ের উপর। এসবি সে কাজটিও অত্যন্ত যত্ন ও পেশাদারিতের সাথে করে থাকে। যদিও এসবির অধিকাংশ তথ্য ক্লাসিফাইড এবং অতি গোপনীয় তথাপি বিশেষ প্রয়োজনে বিভিন্ন গোয়েন্দা তথ্য অন্যান্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে আদান প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ধরনের তথ্য শেয়ার করার ক্ষেত্রে সিআইডি এবং পুলিশ সদর দপ্তর, মেট্রোপলিটন পুলিশ, এন্টি টেরোরিজম ইউনিট, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, বাংলাদেশ পুলিশের গোয়েন্দা শাখাসহ অন্যান্য ইউনিট, দুর্নীতি দমন কমিশন, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল এবং শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত প্রিভেট এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে তথ্য বিনিময় এই সংস্থাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সাক্ষ্য বহন করে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সন্ত্রাসবাদ এবং এসব কার্যক্রমে অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক এসবি গোয়েন্দা প্রতিবেদন তৈরি করে। এ প্রক্রিয়ায় বিনিময়কৃত তথ্য অধিকাংশ সময়েই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। এসবি'র তথ্য বিনিময়কারী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো পলিটিক্যাল, প্রটেকশন, ইমিগ্রেশন, পাসপোর্ট, সিটি এসবি, এসসিও, ভিআর, স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স, কনফিডেন্শিয়াল অ্যান্ড এলআইসি, ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মার্কেট ইন্টেলিজেন্স। এসবি'র বিনিময় করা তথ্যসমূহ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

৩. পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান

এসবি'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো অধীনস্থ শাখা এবং ইউনিটসমূহের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তগুলো সঠিকভাবে ও দ্রুতম সময়ে মাঠপর্যায়ে পৌছানো এবং সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নই এর মূল উদ্দেশ্য। এসব শাখার মধ্যে রয়েছে সিটিএসবি, রাজনৈতিক, পাসপোর্ট, ইমিগ্রেশন, ভিআর, প্রটেকশন, টিএফআই অ্যান্ড আরকাইভস, ছাত্র-শ্রম, এসসিও প্রভৃতি। সময়ের প্রয়োজনে স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মপরিধি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। আধুনিক সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে আরও যুগোপযোগী করার জন্য তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস এবং আধুনিকায়েন নতুন শাখা হিসেবে অর্গানাইজেশনাল অ্যাফেয়ার্স, ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স, মার্কেট ইন্টেলিজেন্স, ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স, সাইবার ইন্টেলিজেন্স, কাউন্টার টেরোরিজম ইন্টেলিজেন্স ও ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস নামে নতুন নতুন শাখা গঠন করা হয়েছে এবং নির্ধারিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলো কাজ করে যাচ্ছে। এসবি'র রাজনৈতিক শাখা রাজনৈতিক বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিপরীতে বুঁকি নিরূপণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করে থাকে। এছাড়াও এসবি সদর দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহে সময়ে সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অফিস আদেশ ও নির্দেশাবলি প্রেরণ করা হয় এবং সেগুলো যথাযথভাবে পালন করা হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে এসবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মনিটরিং-এর আওতায় আনা হয়।

অধ্যায় ২

অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিল্যান্স উইং

অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিল্যান্স উইং এর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন একজন ডিআইজি। দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে ডিআইজি অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিল্যান্স-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে একজন অ্যাডিশনাল ডিআইজিসহ মোট ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তাঁর অধীনে পাঁচটি শাখা রয়েছে যার প্রত্যেকটি একজন এসএস এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। নিম্নে শাখা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত কাজের বিবরণ দেওয়া হলো:

অনুচ্ছেদ-৫

প্রশাসন শাখা



শাখা পরিচিতি

প্রশাসন শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। প্রশাসন শাখার মূল কাজ হচ্ছে স্পেশাল ব্রাঞ্চের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন, এসবিতে কর্মরত সকল পুলিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কার্যাদি, শৃঙ্খলা, কল্যাণ, পেনশন, লজিস্টিক, ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করা। এছাড়া প্রশাসন শাখা কর্তৃক দাপ্তরিক কর্মচারী নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি এবং ডিএসবি, সিএসবি ও আরএসবি'র দাপ্তরিক কর্মচারী নিয়োগসহ ডিআইও-১ পদায়ন ও বদলির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

শাখার কার্যক্রম

- এসবি'র সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার ও প্রস্তুতকরণ। বর্তমানে এসবি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে সর্বমোট ৫৫২২ জনবল মঞ্চুরী আছে যাদের মধ্যে পুলিশ সদস্য ৫১৯৫ জন এবং নন-পুলিশ সদস্য রয়েছে ৩২৭ জন;
- বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে বিভিন্ন শাখার চাহিদা মোতাবেক জনবল পদায়ন এবং চাহিদার ভিত্তিতে জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রণয়ন ও অর্গানিশান প্রস্তুত করে কর্তৃপক্ষের নিকট স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- কর্মকর্তা, কর্মচারীদের রেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বাংসরিক কর্মপরিকল্পনা (এপিএ) প্রণয়ন, জাতীয় শুন্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং স্ট্র্যাটেজিক প্লান বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- মাসিক কল্যাণ সভার মাধ্যমে পুলিশ ও নন-পুলিশ অফিসার এবং অন্যান্য সদস্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- পুলিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিপিএম, পিপিএম ও আইজি ব্যাজ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে বাড়ি/অফিস ও ব্যারাক ভাড়া নেয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন;
- কনস্টবল হতে এএসআই পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের এবং উচ্চমান সহকারি ও তদনিয়ন্ত্রিত সিভিল স্টাফদের পদায়ন, আন্তঃশাখা বদলি, পদোন্নতি ও ছুটি সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন;
- এএসপি হতে তদুর্ধৰ কর্মকর্তা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রধান সহকারি, স্টেনোগ্রাফার, রিপোর্টারদের পদায়ন ও আন্তঃশাখা বদলি এবং ছুটি সংক্রান্তে নথি উত্থাপন;
- এসবি'র রিজার্ভ অফিসের সকল কার্যাদি সম্পাদন;
- এসবি, ডিএসবি, সিএসবি ও আরএসবি'র দাপ্তরিক কর্মচারী নিয়োগ ও বদলি প্রক্রিয়ায় ডিআইজি অ্যাডমিন এন্ড ফাইল্যান্সকে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;
- অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- এসবি'র বিভিন্ন শাখা এবং নির্ধারিত ডিএসবি, সিএসবি ও আরএসবিসহ বার্ষিক পরিদর্শন কর্মসূচি প্রস্তুত করণ;
- ফোর্সের আবাসন ব্যবস্থা ও ব্যারাকসং নিয়মিত ও আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে ফোর্স ও অফিসারদের আবাসিক কল্যাণ নিশ্চিত করা;

১৫. পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সসহ মন্ত্রণালয় ও দণ্ডের আন্তঃবিভাগীয় দাঙুরিক পত্রালাপ করণ;
১৬. স্পেশাল ব্রাথের ত্তীয় ও তদনিম্ন কর্মচারীদের পেনশন মঙ্গুর ও ২য় শ্রেণী এবং তদূর্ধ শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পেনশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
১৭. অফিসার ও ফোর্সের শৃঙ্খলামূলক কার্যাদি সম্পাদন;
১৮. এসবিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এসিআর, সার্ভিস রেকর্ড ও ডেমিসিআর সংরক্ষণ;
১৯. এসবি'র বিভিন্ন ধরণের অফিসিয়াল, কল্যাণধর্মী, সাংকৃতিক, ধর্মীয় ও অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন;
২০. এসবি'র প্রাইভেট ফান্ড-এর (শপিং স্টোর, ক্যান্টিন, সেলুন ও লন্ড্রি হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
২১. সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে নিজ শাখার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এবং
২২. উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের অন্যান্য নির্দেশনা বাস্তবায়ন।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্পাদিত অন্যান্য কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বিষয়	নিষ্পত্তি/উপকারভোগীর সংখ্যা
০১.	পদোন্নতি	অ্যাডিশনাল ডিআইজি হতে ডিআইজি পদে ১ জন, বিশেষ পুলিশ সুপার হতে অ্যাডিশনাল ডিআইজি (সুপারনিউমারারি) পদে ১৫ জন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হতে বিশেষ পুলিশ সুপার পদে ২ জন এবং বিশেষ পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি) পদে ৯ জন, সহকারি পুলিশ সুপার হতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে ২ জন পুলিশ পরিদর্শক (নিরন্ত্র) হতে এএসপি পদে ১৬ জন, এসআই (নিরন্ত্র) হতে পুলিশ পরিদর্শক (নিরন্ত্র) পদে ২৬ জন, এসআই (নিরন্ত্র) হতে এসআই (নিরন্ত্র) পদে ১৭ জন, কনস্টেবল হতে এএসআই (নিরন্ত্র) পদে ২১ জন, কনস্টেবল হতে এটিএসআই পদে ২ জন, উচ্চমান সহকারী হতে প্রধান সহকারী পদে ৯ জন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক হতে উচ্চমান সহকারী পদে ৯ জন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক হতে হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার পদে ১ জন পদোন্নতি লাভ করেছেন।
০২.	বাসা বরাদ্দকরণ	কনস্টেবল হতে এসআই পদমর্যাদার ২৫৪ জন অফিসার ও ফোর্স
০৩.	ব্যারাকের সিট বরাদ্দ	শাহজালাল টাওয়ারস্ট ব্যারাকে ৭০ জন পুরুষ কনস্টেবল ও এসবি, ঢাকার মেস বিল্ডিং মহিলা ব্যারাকে ৬ জন।
০৪.	মাসিক কল্যাণ সভার আয়োজন	০৯ টি
০৫.	কৃতি সন্তানদের সম্মাননা প্রদান	২১৪ জন
০৬.	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	১ম, ২য়, ৩য় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ সহ মোট-১০০ টি পুরস্কার প্রদান
০৭.	পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে খেজুর বিতরণ	জন প্রতি ২ কেজি
০৮.	অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংবর্ধনা প্রদান	৪৭ জন
০৯.	করোনা মহামারি উপলক্ষ্যে আর্থিক অনুদান প্রদান	৯৪,০০০/- টাকা

ক্রমিক নং	বিষয়	নিষ্পত্তি/উপকারভোগীর সংখ্যা
১০.	পারিবারিক পেনশন প্রদান	৯ জন
১১.	পিআরএলএ গমন	২২ জন
১২.	স্পেশাল ভাষ্টও ওয়েলফেয়ার ফাউন্ড হতে আর্থিক সাহায্য প্রদান	৮২ জন পুলিশ ও নন-পুলিশ সদস্যকে ৩,৩৮,০০০/- টাকা
১৩.	এসবি কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান	৩০ জন পুলিশ ও নন-পুলিশ সদস্য এবং ৬ জন মৃত পুলিশ ও নন-পুলিশ সদস্যের পরিবারকে ৮,৫০,৯৭০/- টাকা

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে পিআরএল এ গমনকারী (পুলিশ/নন-পুলিশ) সদস্যের সংখ্যা:

ক্রমিক নং	পদবী	সংখ্যা	মন্তব্য
১.	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	৩ জন	
২.	সহকারী পুলিশ সুপার	১ জন	
৩.	পুলিশ পরিদর্শক	৬ জন	
৪.	এসআই	৮ জন	
৫.	এএসআই	২ জন	
৬.	এটিএসআই	২ জন	
৭.	কনস্টেবল	৪ জন	
৮.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩ জন	
৯.	প্রধান কর্মকর্তা	৬ জন	
১০.	উচ্চমান সহকারী	১ জন	
১১.	অফিস সহকারী	১ জন	
মোট		৩৭ জন	

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত যে সকল পুলিশ/নন-পুলিশ সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	পদবী, নাম ও বিপি নম্বর	মৃত্যুর তারিখ	মন্তব্য
১.	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ শফিকুর রহমান (মুকুল) বিপি-৬৭৯০০৮২০৩৮	৩১/০১/২০২৩	
২.	নারী কং/৩০২৫ আনার কলি বিপি-৮০১১১৩৫২৪৭	১১/০৩/২০২৩	
৩.	এসআই/মোঃ ফায়েজ বিপি-৮৮১৭২০১৮৯৮	২২/০৪/২০২৩	
৪.	কং/৭৪৮ মোঃ আবুল বাসার বিপি-৭৫৯৫০২১৪৮২	২৪/০৫/২০২৩	
৫.	এএসআই/মোঃ জাহান পারভেজ বিপি-৮০০১০২৪১৯৩	২১/০৭/২০২৩	
৬.	কং/২৫৭৩ মোঃ মাহরুব আলম আকন্দ বিপি-৭৯৯৯০৭২৭৮৬	০৩/০৮/২০২৩	
৭.	এসআই/ মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ মিয়া বিপি-৭৪৯২১১৫৫৮৭	১৬/০৯/২০২৩	
৮.	কং/১৮৬৭ মোঃ শরিফুল ইসলাম বিপি-৯০১০১২৬৬৪২	২৯/০৯/২০২৩	
৯.	ওএসআই/ মোঃ রমজান আলী বিপি-৬৪৮২০০৬৫৯৩	১০/০৯/২০২৩	
১০.	এএসআই/ মোঃ সরোয়ার হোসেন মন্ডল বিপি-৬৪৮৪০৫০৪৩৮	১৪/১০/২০২৩	

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ/নন-পুলিশ সদস্যদের পেনশন সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্র. নং	পদবী	অবসর গ্রহণকারীর সংখ্যা	ল্যাম্পস্ট্র্যান্ট বিল মঞ্জুরীর সংখ্যা	পেনশন বিল মঞ্জুরীর সংখ্যা	মন্তব্য
১.	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	০৭	০৭	০৭	
২.	সহকারী পুলিশ সুপার	০২	০২	০২	
৩.	পুলিশ পরিদর্শক	০৯	০৯	০৯	
৪.	এসআই	০৯	০৯	০৯	
৫.	এএসআই/এটিএসআই	০৫	০৫	০৪	
৬.	কনস্টেবল	০৫	০৫	০৪	
৭.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২	০২	০২	
৮.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	০১	
৯.	প্রধান সহকারী	০১	০১	০১	
১০.	হিসাবরক্ষক	০১	০১	০১	
১১.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	০১	০১	০১	
সর্বমোট		৪৩	৪৩	৪১	

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববর্তী বছরের মূলতবী বিভাগীয় মামলার তথ্য:

পূর্ববর্তী বছরের মূলতবী বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০১/০১/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত	পূর্ববর্তী বছরের মূলতবী বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিভাগীয় মামলার ফলাফল			মূলতবী
		গুরুদণ্ড	লঘুদণ্ড	চলমান	
৪৫	৩৭	৩৭টি	নাই	০৫ টি	মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন এবং ফৌজদারী মামলার কারণে মহামান্য হাইকোর্টে রীটের কারণে ০২টি এবং ফৌজদারী মামলার কারণে ০১টি = মোট ০৩টি

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে রঞ্জুকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলা এবং দণ্ড সংক্রান্ত তথ্য:

রঞ্জুকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	বিভাগীয় মামলার ফলাফল			বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে লঘুদণ্ড প্রদান
		গুরুদণ্ড	লঘুদণ্ড	তদন্তাধীন	
৬০	২৪	২৩ টি	০১ টি	পূর্ববর্তী বছরের ৮ টিসহ মোট ৪৪টি	১৬৭ টি

অনুচ্ছেদ-৬

অর্থ শাখা



শাখা পরিচিতি

স্পেশাল ব্রাফের আওতাধীন অর্থ শাখা এসবি, ঢাকার বিভিন্ন শাখার চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন সরকারি ক্রয়, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও রেশন প্রদানসহ অন্যান্য আর্থিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশি-বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা, দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের জনসভা এবং আন্তর্জাতিক খেলায় নিরাপত্তা প্রদানের কাজে ব্যবহৃত যাবতীয় নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিভিন্ন শাখার চাহিদার ভিত্তিতে স্টেশনারী মালামাল, কম্পিউটার মালামাল ও যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, রেশন সামগ্রীসহ বিভিন্ন প্রকার মালামাল ক্রয় করে থাকে অর্থ শাখা। এ শাখায় ১ জন এসএস-এর অধীনে ৮১ (একাশি) জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

শাখার কার্যক্রম

- স্পেশাল ব্রাফের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;
- স্পেশাল ব্রাফের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট প্রস্তাবনা পেশ করা;
- স্পেশাল ব্রাফের সরকারি ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন;
- বিভিন্ন শাখার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, স্টেশনারীজ, পুস্তক ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির চাহিদাপত্র তৈরী;
- বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং অডিট সংক্রান্তে বিভিন্ন আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- হিসাব শাখার যাবতীয় কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও সম্পাদন;
- রেশন, আসবাবপত্র, স্টেশনারীজ ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয়, সংরক্ষণ, বিতরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- যাবতীয় সরকারি ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সিপিটিই-এর সাথে সমন্বয় সাধন;
- শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারি ক্রয় ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্তে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

উল্লেখযোগ্য অর্জন

- iBAS++ এর মাধ্যমে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সংস্থার ২২,২০৯ জন কর্মকর্তা এবং ৪০,৮৬৯ জন কর্মচারীর বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা হয়েছে।
- এসবি, ডিএসবি, সিএসবি এবং আরএসবিতে কর্মরত ৮৩৩৩ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে ৩টি করে মোট ২৪৯৯৯টি শার্ট ও ৩টি করে মোট ২৪৯৯৯টি প্যান্ট এবং ইমিগ্রেশনে কর্মরত ৫৮৯ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে ৪টি করে মোট ২৩৫৬টি ইউনিফর্ম শার্ট ও ৩টি করে মোট ১৭৬৭টি ইউনিফর্ম প্যান্ট এবং ৫৮৯ জনকে ০১টি করে ৫৮৯টি জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।
- কর্মক্ষেত্রে উন্নতমানের কর্মসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, ইন্টেরিয়রসহ অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ইমিগ্রেশন ডেক্স ১টি, ইমিগ্রেশন ডেক্স চেয়ার ১৯০টি, সেন্ট্রোরিয়েট টেবিল ২০টি, কম্পিউটার টেবিল ৬৪টি, সেন্টার টেবিল ২৪টি, ওয়েটিং চেয়ার ১৩টি, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ টেবিল ২টি, এক্সিকিউটিভ টেবিল ১৫ টি, রিভলভিং চেয়ার ২০টি, বুক সেক্স ১৫টি, কনফারেন্স চেয়ার ১২০টি, ট্রেনিং ডেক্স চেয়ার ৯৫ টি, অফিসার ডেক্স ১০ টি, চেয়ার ফর ইন্সপেক্টর/এসআই ৫০ টি, কনফারেন্স টেবিল ৩ টি, স্টীলের ফাইল কেবিনেট ১০ টি, ছোট টেবিল ১০ টি, ট্রেনিং ডেক্স ৯৫ টি, হটেল্ট (৩ তাক বিশিষ্ট) ১০টি, ইমিগ্রেশন ডেক্স ১০০টি, সোফা সেট সেন্টার টেবিলসহ ৩১ সেট এবং কম্পিউটার চেয়ার ৫ টি তৈরি করে সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর মাধ্যমে ফোর্সের জন্য ৩০০ টি খাট এবং ১০৬ টি ডাইনিং চেয়ার পাওয়া গেছে।
- এসবি কম্পাউন্ড এবং অফিসের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহারের জন্য Entry and Exit Control Systems, Face Recognition, Archway Gate and Baggage Scanner ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে।
- IMS (Inventory Management Software) চালু করা হয়েছে।
- এসবি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য Smart রেশন কার্ডসহ ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অবসর প্রাপ্ত ও অন্যান্য ইউনিটের মোট ৫১,৬০৮ জন সদস্যের রেশন সরবরাহ করা হয়েছে।
- ইমিগ্রেশন, 3rd Eye, ForTrack, IMS, PEP, Ration, FAMS (Fire Arms Management System), Access Control Management System For VIP Protection Software সহ এসবিতে ব্যবহৃত সকল সফটওয়্যারের আধুনিকায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- এসবি প্রধান কার্যালয়, সিটিএসবি, স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স এবং ইমিগ্রেশন ও চেকপোস্টসমূহ তদারকির লক্ষ্যে এর সকল কার্যক্রম সিসিটিভি'র আওতায় আনা হয়েছে।
- ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, গতিশীলতা, জবাবদিহিতা আনয়ন এবং আর্থিক সাশ্রয় ও যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনার জন্য National e-Government Procurement (e-GP) -এর মাধ্যমে ১৭ টি দরপত্র আহ্বান ও ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

তাছাড়া মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ দেশি-বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে Handheld X-Ray, Backscatter Imaging System, Portable Archway Metal Detector, Portable Baggage Scanner, Explosive VA pour Detector (EVD) ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।

ইমিগ্রেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Desktop Computer, UPS, High Configuration Desktop Computer, All in one Corei7 Computer, Database Storage Solution, Mid-level Server সহ বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে রেশন কার্ডের প্রতিবেদন

গেজেটেড	নন গেজেটেড (সিভিলসহ)	আজীবন	মোট
৭,০০৮ জন	৫৩,৮৯৬ জন	১,১৩৮ জন	৬২,০৩৮ জন

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে রেশন সামগ্রী বিতরণ প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	বিতরণ
১.	চাল	১৯,৪১,৩০৭.২৬৭ কেজি
২.	আটা/গম	১৬,৯৭,১৮৯.০৫৬ কেজি
৩.	মশুর ডাল	৮৫,৫৭,৫৫.০৭৫ কেজি
৪.	সয়াবিন তৈল	৪,৩৩,২৩৬.৯৫৫ লিটার
৫.	চিনি	২৭,৫৪৭.৮৩০ কেজি
৬.	পোলাও চাল	২১,৩০০ কেজি

উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনা

বর্তমানে e-GP পদ্ধতিতে (1) Maintenance of Application Software System in all Immigration Check posts throughout the country. (2) Maintenance of Database systems in all immigration check posts throughout the country. (3) Maintenance of network systems of Special Branch throughout the country. (4) Maintenance of SB to HSIA Underground 4 Core Optical fiber on Monthly basis. (5) SAN Maintenance (Malibag, SIA, Hajj Camp-G4wU Storage+2wU DD Ges 2wU, RPA) AMC with principle Via Local Entity on Monthly Basis. (6) Access Control management system (ACMS) for VVIP protection (Software). (7) Political exposed persons (PEP) Software/Election Software. (8) License for Hankom Solutions. (9) E-Passport Reader. (10) License for Forensic Lab Equipment. (11) Baggage Scanner (Portable). (12) Web Camera. (13) Big data analytical Device (Type-2, Mid Level Server). (14) Big data analytical Device (Type-1, High Level Server). (15) Biometric 4 Finger Scanner Device (16) Modular Base Online UPS 30 KVA. (17) Precision AC. (18) AVR 160 KVA (19) Fire Detection and Suppression System (20) 24 Port Layer Three Switch (21) Artificial Intelligence (AI) Big Data Analysis Robot (Second Phase) (22) Equipment for Predictive Intelligence and Solution. (23) Hype Analyzer (Second Phase) (24) Device for Social Media Analysis (25) Handheld X-Ray Back Scatter Imaging System এর ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান আছে।

উপসংহার

অর্থ শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্ছের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। স্পেশাল ব্রাঞ্ছ, ঢাকা এর ক্রয় সংক্রান্তে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুতসহ রেশন, ক্লোনিং স্টেচার, স্টেশনারী ও কম্পিউটার মালামাল, আসবাবপত্র এবং যানবাহন সংক্রান্তে সকল প্রকার বিল পরিশোধ, অর্থ শাখার অফিসার, ফোর্স ও কর্মচারীদের ছুটি, টিএ বিলসহ সকল দাতুরিক কাজ, ইমিট্রেশনের সফটওয়ার ও নেটওয়ার্ক মেইনটেনেন্সসহ যাবতীয় বিষয়াদি এ শাখাকে গতিশীল এবং যুগেযুগী করতে উচ্চ শিক্ষিত ও প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পদ্ধ জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে এর কার্যক্রম আরও বেগবান করা হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ-৭

এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ই অ্যান্ড ডি) শাখা



শাখা পরিচিতি

এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ই অ্যান্ড ডি) শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্ছের সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত এবং সংরক্ষণের জন্য দরপত্র আহবান ও মূল্যায়নসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করে থাকে। এছাড়া এই শাখা হতে স্পেশাল ব্রাঞ্ছের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই শাখায় একজন এসএস, একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট ৪১ (একচাল্লিশ) জন সদস্য দায়িত্বরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

- এসবি'র বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো, ভবন, স্থাপনা ও জমিজমার ফাইল রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- নতুন জমিজমা ক্রয় ও অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা প্রেরণ করা;
- এসবি'র বিভিন্ন ভবন নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ তদারকিকরণ;
- অফিস ও ব্যারাকের জন্য প্রয়োজনে ভবন ভাড়া করণ;
- প্রত্যেক অর্থবছরে এসবি'র আওতাধীন বিভিন্ন অফিস ও আবাসিক ভবনের মেরামত ও পৃত্ত কাজের প্রাকলন চেকলিস্ট প্রস্তুতকরণ;
- বিভিন্ন নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কাজের প্রকল্প প্রাকলন প্রস্তুতপূর্বক পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণ, দরপত্র আহ্বান, কাজ সম্পন্নকরণ সম্পর্কিত রিপোর্ট তৈরীকরণ এবং বিলসমূহ যাচাই বাছাই করত: পরিশোধের নিমিত্তে অর্থ শাখায় প্রেরণ;
- পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর ল্যান্ড সফ্টওয়্যার আপডেট করণ;
- অফিসার ও স্থাপনার প্রয়োজন অনুযায়ী এসি স্থাপন, সংরক্ষণ, মেরামত ও সার্ভিসিং নিশ্চিতকরণ;

৯. নিয়মিতভাবে অগ্নিমহড়া সম্পন্নকরণ;
১০. এসবির চাহিদা অনুযায়ী নতুন অফিস, ব্যারাক ও আবাসন চাহিদা মেটানোর জন্য নতুনভাবে জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রাজউক, পূর্ত মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট ডিসি অফিসের সাথে সমন্বয় সাধন;
১১. লিফট, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও গ্যাস লাইন মেরামত, সার্ভিসিং এবং বৈদ্যুতিক সার্ভিসিং স্থাপন ও নতুন প্রকল্প গ্রহণ।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

ক) এসবি পুলিশ লাইস নির্মাণ: স্পেশাল ব্রাথও বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যা নিরসনকলে ব্যারাক, আবাসিক ভবন, অফিস ভবন এবং প্যারেড গ্রাউন্ডসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষে ০৮-০২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দে কামরাঙ্গীরচর থানাধীন কালুনগর মৌজায় ৪.০০ একর জমি বুরো নেয়া হয়। অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে নিরাপত্তার স্বার্থে কাঁটাতারসহ বাটুড়ারি ওয়াল নির্মাণ, বিদ্যমান স্থাপনায় মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা, প্রশাসনিক ভবন তথা অফিস ভবন ব্যবহার উপযোগী করা, খালের উপর নতুন ব্রীজ নির্মাণ, ৪টি একতলা ভবন সংস্কার ও মেরামত, ফোর্সদের জন্য আধুনিক কিচেনসহ মনোরম ডাইনিং, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক ক্যান্টিন নির্মাণ, অবজারভেশন টাওয়ার নির্মাণ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদের সংস্কার, মাটি ভরাট ও পয়ঃনিষ্কাশন লাইন নির্মাণ, পানির লাইন নির্মাণ, ওভারহেড পানির ট্যাংক নির্মাণ, প্রশাসনিক ভবন ও মসজিদে পৃথক ২টি সেপটিক ট্যাংক এবং সোক ওয়েল নির্মাণ, গ্যাস সংযোগ স্থাপন, বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন, বিভিন্ন ধরণের ফলজ ও বনজ গাছ রোপন করে বাগান তৈরীর মাধ্যমে সবুজায়ন এবং ফোর্সদের ব্যবহার উপযোগী আধুনিক ব্যারাক নির্মাণ করে ভাড়াকৃত শাহজালাল টাওয়ারের ৫টি ফ্লোরের ভাড়া বাতিল করে নির্মাণকৃত ব্যারাকে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

খ) এসবি হেডকোয়ার্টার্স কম্পাউন্ড: এসবি হেডকোয়ার্টার্স ভবনের ছাদে একটি আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া এবং জিমনেসিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ছাদে দৃষ্টিনন্দন ছাদ বাগান করা হয়েছে। এসবি-সিআইডিতে কর্মরত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শহীদ এসআই সিদ্ধিকুর রহমান ভবনের ঢয় তলায় একটি আধুনিক ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ডিআইজি ও অতিরিক্ত ডিআইজিগণের অফিস আধুনিকায়নসহ সকল অ্যাডিশনাল এসপি, এসপি এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইন্সপেক্টরদের রুমে এসি স্থাপন করা হয়েছে। এসবি কম্পাউন্ডে আধুনিক কার পার্কিং ও দৃষ্টিনন্দন বাগান নির্মাণ এবং সীমানা প্রাচীরের সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে। অধিক উচ্চতা সম্পন্ন গাড়ি (ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি, ক্রেন ইত্যাদি) বিদ্যমান এসবি প্রবেশ গেট দিয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা নিরসনে আধুনিক গেট নির্মাণ করা হয়েছে। এসবি সদস্যদের মানসম্মত রুচিশীল খাবার পরিবেশনের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি আধুনিক ক্যান্টিন তৈরী করা হয়েছে।

গ) সিটিএসবি হেডকোয়ার্টার্স, বেইলী রোড: এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শাখার তত্ত্বাবধানে ও তদারকিতে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক বেইলী রোডস্থ সিটিএসবি'র ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট (তিনটি বেইজমেন্টসহ) ভবনের নির্মাণ কাজ শেষের পথে। সেখানে একটি কার লিফট ও দুটি প্যাসেঞ্জার লিফট স্থাপন করা হয়েছে। ৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন স্থাপনসহ বৈদ্যুতিক সংযোগ, গ্যাস ও পানির সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। শীত্বই কাকরাইলস্থ ভাড়াকৃত ভবন হতে নবনির্মিত ভবনে সিটিএসবি অফিস স্থানান্তর করা হবে।

ঘ) স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স ভবন উত্তরা: এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শাখার তত্ত্বাবধান ও তদারকিতে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স এর ৬ষ্ঠ তলা হতে ১৩শ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সম্প্রসারিত ফ্লোরসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঙ) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা: স্পেশাল ব্রাথের আওতাধীন বিভিন্ন ভবনে (এসবি হেডকোয়ার্টার্স, স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স, সিটিএসবি, হ্যারত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বসিলাস্থ এসআই সিদ্ধিকুর রহমান ব্যারাক, মালিবাগস্থ শাহজালাল টাওয়ার ব্যারাক) ৩৬০টি ফায়ার এক্সটিংগুইশার এবং এসবি হেডকোয়ার্টার্স ভবন ও স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স ভবনে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম নিশ্চিত করা হয়েছে। অগ্নি নির্বাপন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও ফায়ার এক্সটিংগুইশারের যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে এসবি সদস্যদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও চূড়ান্ত অগ্নিমহড়ার আয়োজন করা হয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ০৩/০৫/২০২৩ খ্রি. পাঁচশতাধিক এসবি সদস্যের প্রশিক্ষণ ও চূড়ান্ত অগ্নিমহড়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় ৩৬০ টি ফায়ার এক্সটিংগুইশার প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

চ) মেরামত ও সংস্কার কাজ: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ই অ্যান্ড ডি) শাখা কর্তৃক এসবি হেডকোয়ার্টার্স ভবন, সিদ্ধিকুর রহমান ভবন, ডরমিটরী ভবন, শাহজালাল টাওয়ার, স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স, উত্তরা হাউজিং কমপ্লেক্স এবং এসবি পুলিশ লাইন কামরাঙ্গীরচরে ৩৯ টি মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬২টি মেরামত ও সংস্কার প্রকল্পের প্রস্তাব পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে ৩০টি অনুমোদিত প্রকল্পের টেক্সার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩২টি প্রকল্প প্রশাসনিক অনুমোদনের অপেক্ষায়।

ছ) নির্মাণ কাজ: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ই অ্যান্ড ডি) শাখা কর্তৃক এসবি হেডকোয়ার্টার্স ভবন এবং এসবি পুলিশ লাইন কামরাঙ্গীরচরে ১১টি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যে সকল ভবন ও স্থাপনা বর্তমানে স্পেশাল ব্রাঞ্ছের সরকারি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য ৯টি নির্মাণ প্রকল্পের প্রস্তাব প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণ করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনা

ক) এসবি'র কর্মরত পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যা নিরসনের নিমিত্তে অফিস, ব্যারাক ও আবাসিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কামরাঙ্গীরচর থানাধীন কাল্যানগর মৌজায় অধিগ্রহণকৃত ৪.০০ (চার) একর জমিতে চূড়ান্ত নকশা ও লে-আউট প্ল্যান তৈরী করা হবে। চূড়ান্ত নকশা লে-আউট প্ল্যান সম্পন্ন হলে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে খুব শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু করা;

খ) স্পেশাল ব্রাঞ্ছের অ্যাডিশনাল আইজি মহোদয়ের নির্দেশনায় গঠিত জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরাদার করা;

গ) বেইলী রোডস্থ সিটিএসবি'র ১০ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট (তিনটি বেইজমেন্টসহ) ভবনের ৮ম তলা হতে ১০ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;

ঙ) স্পেশাল ব্রাঞ্ছের আফিস ও আবাসন সংকট নিরসনকল্পে রাজউক "পূর্বাচল নিউ টাউন" (পরিকল্পিত মেগাসিটি) প্রকল্পে এসবি'র অনুকূলে ৩ বিঘা জমি বরাদ্দের বিষয়ে গত ৩০/০৬/২০২২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত রাজউক বোর্ড মিটিং-এ আলোচনা হয় এবং এসবি'র অনুকূলে ৩ বিঘা জমি বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে খুব দ্রুত অফিস কাম ব্যারাক/ডরমিটরী, আবাসিক কোয়ার্টার্স নির্মাণ কাজ শুরু করা;

চ) স্পেশাল ব্রাঞ্ছের বিদ্যমান অফিস ও আবাসন সংকট নিরসনকল্পে রাজউক "পূর্বাচল নিউ টাউন" (পরিকল্পিত মেগাসিটি) প্রকল্পে এসবি'র অনুকূলে ৩ বিঘা জমি বরাদ্দের বিষয়ে গত ৩০/০৬/২০২২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত রাজউক বোর্ড মিটিং-এ আলোচনা হয় এবং এসবি'র অনুকূলে ৩ বিঘা জমি বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে খুব দ্রুত অফিস কাম ব্যারাক/ডরমিটরী, আবাসিক কোয়ার্টার্স নির্মাণ কাজ শুরু করা;

ছ) ইমিগ্রেশন পুলিশের ডরমিটরী, অবৈধ বিদেশীদের সাময়িক অবস্থানের জন্য সেইফহোম, এসসিও (ডিপ্লোমেটিক, সিকিউরিটি, ভিসা) শাখা অফিস, ইমিগ্রেশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস, সিটিএসবি উত্তর ডিভিশন এসএস অফিস ও পূর্বাচল জোনের অফিসে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের আবাসন ও অফিসের জন্য পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ২০ তলা আবাসিক ভবনে (প্রতি ফ্লোরে ১০০০ বর্গফুটের ৮টি ফ্ল্যাট) ১২ টি ফ্লোর বরাদ্দের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে পত্র প্রেরণের প্রেক্ষিতে ১০০০ বর্গফুটের ৮টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ভবনে ৫টি ফ্লোর এবং ৬৫০ বর্গফুটের ১০টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ভবনে ৩ টি ফ্লোর বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত ফ্লোরসমূহকে উল্লিখিত অফিস ও আবাসন উপযোগী করা।

উপসংহার

এসবি'র বিদ্যমান সকল ভবন (অফিস, ব্যারাক, আবাসিক ভবন) ও অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ এসবি'র ক্রমবর্ধমান কর্মপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামো যেমন অফিস, ব্যারাক ও আবাসিক ভবনের পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর এবং ঢাকা'র অদ্বৰ্বতী এলাকায় জমি অধিগ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ইঅ্যান্ডডি শাখার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।



শাখা পরিচিতি

ট্রান্সপোর্ট শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্চের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও প্রশাসনিক কার্যক্রমকে কার্যকর ও গতিশীল রাখার নিমিত্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। ঢাকা মহানগরে ভিভাইপি এবং ভিআইপিগণের যাতায়াত ও ভেন্যুসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে এবং তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ইমিগ্রেশন অফিসার ও ফোর্স মোতায়েনের জন্য যানবাহন সরবরাহ করে থাকে। স্পেশাল ব্রাঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের কাজে যানবাহন সরবরাহের মাধ্যমে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছে এ শাখা। এ শাখায় একজন এসএস ও একজন এএসপিসহ সর্বমোট ৩৩৫ (তিনিশত পঁয়ত্রিশ) জন সদস্য দায়িত্বরত আছেন।

ট্রান্সপোর্ট শাখায় বিদ্যমান যানবাহনের সংখ্যা :

ক্রমিক নং	যানবাহনের ধরণ	বিদ্যমান যানবাহনের সংখ্যা
১.	এসইউভি	৬৬
২.	এক্সপান্ডার	১৫
৩.	সেডান	৩২
৪.	ডাবল কেবিন পিকআপ	৫৪
৫.	সিঙ্গেল কেবিন পিকআপ	০৮
৬.	মাইক্রোবাস	২৯
৭.	ট্রাক	০৭
৮.	বাস	০৯
৯.	মিনিবাস	০৭
১০.	অ্যাম্বুলেন্স	০১
১১.	ব্যাগেজ স্ক্যানার	০১
১২.	মোটরসাইকেল	৪২৬
সর্বমোট		৬৫১

শাখার কার্যক্রম

ক) সাধারণ কার্যাবলী

- স্পেশাল ব্রাঞ্চে কর্মরত সহকারী পুলিশ সুপার হতে তদৃঢ় কর্মকর্তাগণের গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, ভিভাইপি/ভিআইপি ডিউটিসমূহ তদারকি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহন ও ড্রাইভার বরাদ্দ করা;
- সিটিএসবি, ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং ভিআইপিগণের নিরাপত্তা ডিউটি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মরত অফিসারগণের যানবাহন ও ড্রাইভার সরবরাহ করা;
- স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকার এসিও ডিপ্লোমেটিক অ্যান্ড প্রটোকল, এসিও ভিসা, এসিও সিকিউরিটি, কেপিআই শাখা ও সিটিএসবি'র বিভিন্ন অপারেশনাল কাজে ড্রাইভারসহ যানবাহন সরবরাহ করা;
- বিভিন্ন ভিআইপি ভেন্যুর ডিউটিতে অফিসার ও ফোর্স মোতায়েনে প্রয়োজনীয় যানবাহন সরবরাহ করা;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ও বঙ্গভবন-এ নিয়মিত পালাক্রমিক গার্ড বদলির নিমিত্ত অফিসার-ফোর্স পরিবহনসহ বিভিন্ন আবাসিক এলাকা হতে অফিস স্টাফদের আনা-নেওয়া করা;

৬. স্পেশাল আঞ্চ, মালিবাগ হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ও বঙ্গভবন এবং ঢাকাসহ দেশের জেলাসমূহে ভিভিআইপি/ভিআইপিগণের গমনাগমনের তেন্ত্যতে নিরাপত্তার নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল ইকুইপমেন্ট পরিবহন করা;
৭. হ্যারত শাহজালাল বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ইমিগ্রেশনে অফিসার ও ফোর্সের গমনাগমন কাজে যানবাহন নিশ্চিত করা;
৮. বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ক্যাম্প, কর্বাজার এবং নোয়াখালীর ভাসানচরে পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহন সরবরাহ করা।

খ) বিভিন্ন ধরণের যানবাহন মেরামত সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	গাড়ির ধরণ	ইঞ্জিন ওতারভলিং	সাসপেনশন মেরামত	ডেন্টিং অ্যান্ড পেইন্টিং	ইঞ্জিন পরিবর্তন	জেনারেল সার্ভিসিং	এসি মেরামত	অন্যান্য কাজ	সর্বমোট
১.	এসইউভি	১৬	২৯	১৪	০৪	৩৪৫	৭৯	১৩৩	৬২০
২.	ডাবল কেবিন	০৮	২২	১৫	০২	৩৯৪	৫৮	১১৮	৬১৭
৩.	সেডান	০৫	০৬	০৭	০	১০৬	১৮	৪৫	১৮৭
৪.	মাইক্রোবাস	০৩	০৮	০৩	০	৯৬	২১	৫৪	১৮৫
৫.	বাস	০	০৮	০১	০	৯৫	০৩	৩৬	১৩৯
৬.	ট্রাক	০	০২	০১	০	২৯	০	২৬	৫৮
মোট		৩২	৭১	৪১	০৬	১০৬৫	১৭৯	৪১২	১৮০৬

উল্লিখিত মেরামত কাজে মোট ব্যয়

ক্রঃ নং	খরচের ধরণ	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	যানবাহন মেরামত	৪৯,৩৬,১৫০.০০
২.	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	৩,৩১,৪৯,৪১৯.০০

গ) ট্রান্সপোর্ট শাখায় ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যবহৃত যানবাহনের জালানী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	জালানীর ধরণ	পরিমাণ (লিটার/ঘনফুট)	মূল্য
১.	অকটেন	৪০৩৯৪৪ লিটার	৫২৫১২৭২০
২.	ডিজেল	৫৪৬৮৩৪ লিটার	৫৯৬০৪৯০৬
৩.	সিএনজি	১৩৮১৪ ঘনফুট	৬৯৪০০২
৪.	মারিল	৮৩৭৫ লিটার	৮৬০৬২৫০
সর্বমোট		৯,৭২,৯৬৭ লিটার/ঘনফুট	১১,৭৪,১৭,৮৭৮

অর্জন

১. বিভিন্ন উৎস হতে ৬টি এসইউভি (১টি ল্যান্ড ক্রুজার ও ৫টি এক্সপার্সার), ১৩ টি সেডান (৯টি এক্সিও হাইব্রিড ও ৪টি এক্সিও করোলা) এবং ১১টি মাইক্রোবাসসহ (৪টি নোহা, ৪ টি এক্স নোহা, ১টি স্কয়ার ও ১টি টাউনএস) মোট ৩০টি যানবাহন সংগ্রহ করা হয়েছে।
২. PHQ হতে ৩টি এসইউভি (২টি কিউএক্সও, ১টি ভি-৭৬), ১টি মিনিবাস (নিশান), ৮ টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ২টি মিনিবাস (সিভিলিয়ান কোস্টার) ও ১টি বড় বাসসহ ১৫টি যানবাহন বরাদ্দ প্রাপ্তি।
৩. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করত মালিবাগ ক্রসিং সংলগ্ন হোসাফ টাওয়ারের ১টি বেজমেন্টে ১০০টি বড় গাড়ি ও ১৫০টি মোটরসাইকেল পার্কিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৪. নির্মাণাধীন সিটি এসবি ভবনে দ্রুততম সময়ে কার লিফট স্থাপন করত: ৫৪টি গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫. মৌচাক-মালিবাগ ফ্লাইওভার এর নীচে ১০টি বাস/মিনিবাসের পার্কিং-এর ব্যবস্থা করে মালিবাগ ক্রসিং যানজটমুক্ত করা হয়েছে।
৬. মোটরসাইকেল পার্কিং করার জন্য ফ্লাইওভারের নিচে তৃতীয় স্পেন সংস্কার করে ১০০টি মোটরসাইকেল পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৭. গাড়ী মেরামত ও ওয়াসের জন্য হাইড্রোলিক র্যাম্প স্থাপন;
৮. প্রত্যেক অ্যাডিশনাল এসপি'র জন্য পৃথক পৃথক গাড়ী বরাদ্দ করা হয়েছে যেখানে পূর্বে ২ জন অ্যাডিশনাল এসপি ১টি গাড়ী বরাদ্দ ছিল;
৯. শাখার ড্রাইভারের স্বল্পতা পূরণের লক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় রিক্যাইজিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট হতে ৬০ জন ড্রাইভার এসপি'তে বদলি করানো হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনা

১. মোটরসাইকেল পুলের মাধ্যমে সরকারী কাজে পুলিশ সদস্যদের মোটরসাইকেল ব্যবহারের জন্য পুলে মোটরসাইকেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
২. প্রতিযোগিতামূলক টেলারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ গুণগতমান নিশ্চিত করে স্পেয়ার পার্টস ক্রয় করা;
৩. জি টু জি চুক্তির মাধ্যমে মানসম্পন্ন লুব্রিকেন্ট সংগ্রহ করা;
৪. শাখার সকল কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা;
৫. আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন একটি ওয়ার্কশপ স্থাপন করা;
৬. জ্বালানীর গুণগতমান পরীক্ষার মাধ্যমে মান নিশ্চিত করা;
৭. মেরামতের অযোগ্য যানবাহনগুলো নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা;
৮. যানবাহন চালনা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অধিক আন্তরিক ও সর্তক থাকার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ এবং
৯. বিদ্যমান যানবাহনে উপযুক্ত ও দক্ষ ড্রাইভার নিয়োগ করা এবং শাখাসমূহের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান যানবাহনের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপসংহার

ট্রান্সপোর্ট শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে সহায়তায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া চলমান কার্যক্রমে ভিআইপি ডিউটিসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে গমনাগমন নিশ্চিত করা এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিদ্যমান যানবাহনসমূহ সচল রাখাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বিভিন্ন ভেন্যুর ডিউটিস্ট্রলে যথাসময়ে যানবাহন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে ট্রান্সপোর্ট শাখা বদ্ধপরিকর।



শাখা পরিচিতি

স্পেশাল ব্রাওও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো আইসিটি শাখা। এসবি সংশ্লিষ্ট সকল শাখা অফিস, সিটিএসবি, স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স, ইমিগ্রেশন এবং চেকপোস্টসমূহে সকল প্রকারের আইটি সাপোর্ট প্রদান করা এবং উক্ত শাখাগুলোর কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা এ শাখার অন্যতম মূলকাজ। এসবি'র সামগ্রিক কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড করার লক্ষ্যে এই শাখা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কম্পিউটার বিষয়ক হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার, নেটওয়ার্ক, পাওয়ার ব্যাকআপ ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ, মেরামত, বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং দেশের প্রথম পুলিশ ইউনিট হিসেবে এসবিতে ডি-নথ চালু করা, BTRC, BCC, তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে স্পেশাল ব্রাওও-এর সম্মানজনক অবস্থানকে আরও সুসংহত করাও এই শাখার দায়িত্ব। সর্বোপরি আইসিটি শাখা এসবি'র সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে। আইসিটি শাখায় একজন বিশেষ পুলিশ সুপার, একজন সহকারী পুলিশ সুপার, দুইজন সহকারী সিস্টেম অ্যানালিস্ট, চারজন প্রোগ্রামার এবং দুইজন সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলীসহ সর্বমোট ৫৬ (ছাঞ্চান) জন সদস্য দায়িত্বরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

(ক) স্পেশাল ব্রাওও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো আইসিটি শাখা। অত্র শাখার কার্যাবলী নিম্নরূপ:

১. এসবি সংশ্লিষ্ট সকল অফিস, সিটিএসবি, এসবি ট্রেনিং স্কুল, ইমিগ্রেশন এবং চেকপোস্টসমূহে সকল প্রকারের আইটি সাপোর্ট প্রদান করা এবং উক্ত কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
২. এসবি'র সামগ্রিক কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কম্পিউটার বিষয়ক হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়ার, নেটওয়ার্ক, পাওয়ার ব্যাকআপ ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ, মেরামত, বরাদ্দ/ বিতরণ ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন;
৩. কম্পিউটার ল্যাবসমূহ তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৪. সকল নগর, জেলা, রেলওয়ে বিশেষ শাখা ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্টসমূহের (বিমান, স্থল ও সমুদ্রবন্দর) মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এসবি'র ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় কর্মসম্পাদন;
৫. এসবি'র অন্যান্য শাখাকে সাইবার অপরাধদণ্ড, অনুসন্ধান, প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি সংযোজনের প্রয়োজনীয় কর্মসম্পাদন, উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে আইটি সহায়তা প্রদান;
৬. ইন্টারপোল, ন্যাশনাল আইডি, এমআরপি, এমআরভি ডাটাবেজ এর সাথে এসবি'র সেন্ট্রাল সার্ভারের কানেক্টিভিটি স্থাপনের মাধ্যমে এসবি'র তথ্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধকরণ ও দেশব্যাপী বিস্তৃতকরণ;
৭. ইমিগ্রেশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার (ফরট্রাক-৩), থার্ড আই, এসবি'র যাবতীয় সফ্টওয়্যার কাস্টমাইজড কার্যক্রম চলমান রাখার লক্ষ্যে আইসিটি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় গবেষণা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
৮. এসবি'র পুলিশ ও দাঙ্গারিক সদস্যদের জন্য কম্পিউটার অপারেশন, হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার, নেটওয়ার্ক, কানেক্টিভিটি, ডাটাবেজ, সার্ভার ইত্যাদি প্রযুক্তি বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান;
৯. এসবি'র ওয়েবসাইট ও অ্যাপস্মূহ চলমান ও হালনাগাদ রাখা;
১০. এসবি'র বিভিন্ন শাখার চাহিদার আলোকে CDMS ও সরকারি ই-মেইল আইডি প্রাপ্তি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা করা;
১১. সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট-এর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও আলোচনাপূর্বক সহকারী সিস্টেম অ্যানালিস্ট, কম্পিউটার প্রোগ্রামার, সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলীসহ এই শাখা সংশ্লিষ্ট সকল কর্মরত সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তত্ত্বাবধান;
১২. এসবি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ICT সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
১৩. যুগেযোগী বিভিন্ন সফ্টওয়ার প্রবর্তনকরণ;

১৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং পেপারলেস অফিস হিসেবে গড়ে তুলতে ডি-নথি পদ্ধতি চালু করা;
১৫. BTRC, BCC, তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে স্পেশাল ব্রাউজ ইউনিট এর সম্মানজনক অবস্থানকে আরও সুসংহত করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ;
১৬. সর্বোপরি এসবি'র সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার যাবতীয় দায়িত্ব পালন।

(খ) আইসিটি স্টেটার

আইসিটি শাখা'র ল্যাব-এ প্রত্যহ ০৯.০০ ঘটিকা হতে ২০.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক একজন ডিউটি অফিসার, একজন সহকারি ডিউটি অফিসার ও একজন আইটি সার্পেট ডিউটিতে নিয়োজিত থাকে। ঐ সময়কালে তারা বিভিন্ন অভ্যন্তরীন শাখা হতে আইটি সাপোর্ট সংক্রান্তে ফোন কল রিসিভ করে এবং তৎক্ষণিকভাবে টেকনিশিয়ান প্রেরণ করে আইটি সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান করে। পাশাপাশি মেরামতযোগ্য আইটি মালামাল গ্রহণপূর্বক সেবা প্রদান করে থাকে।

জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত আইসিটি শাখা'র ল্যাব-এ প্রাত্যহিক আইটি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের একটি তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হইল-

১) ফোন কল এর চাহিদা অনুসারে প্রদত্ত ট্রাবল শুটিং সংক্রান্ত বিবরণী:

সিপিইউ	প্রিন্টার	ল্যাপটপ	স্ক্যানার	লোকাল ও ইন্টারনেট সংযোগ
৫৩৯	৫৯৩	২৩	০৮	৩৬৫

(২) ল্যাবে মেরামতকৃত ক্রটিপূর্ণ আইটি সামগ্রির তালিকা:

সিপিইউ	ইউপিএস	ল্যাপটপ
৪৫৫	৫৮	১৮

উল্লেখ্য ১লা জানুয়ারী/২০২৩ হতে অদ্যাবধি এসবি নতুন ভবন এর প্রতিটি শাখা, সিটিএসবি অফিস ভবন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কক্ষে লোকাল এবং ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত প্রায় ১৮০ টি নতুন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও নতুন ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে শাখাসমূহে ইন্টারনেট এবং লোকাল সংযোগ স্থাপনের কাজ অব্যাহত আছে।

(গ) ডি-নথি ব্যবস্থাপনা

এসবি, ঢাকায় গত ০৫/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখ ডি-নথি কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। আইসিটি শাখার তত্ত্বাবধানে এ যাবৎ ৫৫৯ জন পুলিশ ও সিভিল সদস্যকে ডি-নথি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রশাসন উইং এর সকল শাখার দাঙ্গরিক কার্যক্রম শতভাগ ডি-নথিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। অন্যান্য শাখার ডি-নথি কার্যক্রমও উল্লেখযোগ্যভাবে চলমান রয়েছে।

(ঘ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

এসবি'র সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা এবং দক্ষ জনবল গড়ে তোলার যাবতীয় দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে অত্র শাখা হতে যে সকল ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিষয়	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী
১.	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও বাংলা টাইপ	০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস	২০ জন
২.	ডি-নথি	২০ (বিশ) কার্যদিবস	৫৫৯ জন
৩.	ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার	০২ (দুই) কার্যদিবস	৮০ জন

(গ) নিলাম বিবরণী

মেরামত অযোগ্য আইটি মালামাল নিষ্পত্তি করার জন্য অব্দ শাখা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে একটি নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। যেখানে সর্বমোট ৫৩২টি আইটি আইটেম নিলাম প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়। সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট, এসবি, ঢাকাকে প্রধান করে একটি চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি গত ০৮/০৬/২০২৩ খ্রি: সভা করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর একজন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অকেজো ৫৩২টি আইটি আইটেমের বর্তমান বাজার মূল্য সর্বমোট ৫৩,৬৬৫/- টাকা নির্ধারণ করেন। পরবর্তীতে গত ০৫/০৭/২০২৩ খ্রি: উক্ত অচল আইটেম নিলাম করানোর জন্য ডিআইজি (অ্যাডমিন এন্ড ফাইনান্স) মহোদয়'কে সভাপতি করে ছয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ০৫/০৯/২০২৩ খ্রি: অর্থ শাখা নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

অর্জন

১. এসবি ওয়েবসাইট চালুকরণ;
২. Hello SB অ্যাপ চালুকরণ;
৩. দেশের প্রথম পুলিশ ইউনিট হিসেবে এসবিতে ডি-নথি চালু করা হয়েছে।
৪. দেশের প্রথম পুলিশ ইউনিট হিসেবে এসবিতে লিভ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার উভাবন;
৫. এসবি ভবনে ২য় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন;
৬. ভিভিআইপি নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে অটোমেটেড ভেটিং ও অটোমেটেড সিকিউরিটি পাস ইস্যুকরণার্থে আধুনিক সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সংস্থাপনকরণ;
৭. অর্থ শাখা হতে সরবরাহকৃত ১২৫টি ক্লোন পিসির পার্টস সংযোজনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার তৈরি;
৮. ঢাকা এয়ারপোর্ট ইমিটেশনে অত্যাধুনিক ৬০টি Intel® CoreTM i9 Processor যুক্ত কম্পিউটার সরবরাহ করণ;
৯. ই-গেইটের জন্য সিলেট ও চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট, বেনাপোল ও বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্ট ইমিটেশন চেকপোস্টে ৪টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার সরবরাহ করণ;
১০. এনআইডি সফটওয়্যারের নিরাপত্তা জন্য ডিএসবি এবং সিটি এসবিসমূহে ফায়ার ওয়াল স্থাপন করা হয়েছে।
১১. এসবিতে IT Personnel নিয়োগ এবং নিয়োগকৃত IT Personnel দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
১২. সিটিএসবি ৫৩টি জোনাল অফিসে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
১৩. এসএস পর্যায়ের সকল কর্মকর্তার অফিসে এবং অ্যাডিশনাল ডিআইজি থেকে তদুর্ধৰ কর্মকর্তাদের অফিস এবং বাসভবনে আইপি ফোনের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
১৪. স্কুল অব ইলেক্ট্রোনিক্স ঢাকায় ১১০টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব চালু করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনা

১. হ্যারেত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা'র থার্ড টার্মিনাল চালু করার লক্ষ্যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ডাটা সেন্টার, সার্ভার, ওয়ার্ক স্টেশনসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য আইটি মালামাল সংগ্রহ;
২. IT Personnel-দের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে এসবি'তে ব্যবহৃত সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারসমূহ নিজস্ব জনবল দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা;
৩. Visitor Management Software সহ এসবি এর কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার Software চালুকরণ;
৪. নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এসবি অফিস এ বিদ্যমান LAN আপগ্রেড করা।

উপসংহার

আধুনিক প্রেক্ষাপটে এবং বৈশ্বিক চাহিদায় উন্নত দেশের মতো যুগোপযোগী অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য স্পেশাল ব্রাফ্টের আইসিটি শাখা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইসিটি শাখা আধুনিক ডিজিটাল কর্মকৌশল গ্রহণ করে পরিচালিত হচ্ছে।

অধ্যায় ৩

ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ উইং

ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ উইং এর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন একজন ডিআইজি। ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ উইংটি পরিচালনার সুবিধার্থে তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে একজন অ্যাডিশনাল ডিআইজি (কমান্ডান্ট-স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স) এবং দুইজন এসএস দায়িত্ব পালন করছেন। নিম্নে অত্র উইংয়ের শাখাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

অনুচ্ছেদ-১০

প্ল্যানিং অ্যান্ড রিসার্চ শাখা



শাখা পরিচিতি

“প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ” স্পেশাল ভাবের নবগঠিত একটি শাখা। পূর্বে এই শাখাটি “আইসিটি রিসার্চ এন্ড প্ল্যানিং” নামে আইসিটি শাখার অংশ হিসেবে পরিচিত ছিল। গত ০৭-০৯-২০২৩ খ্রিঃ একজন বিশেষ পুলিশ সুপারের পদায়নের মাধ্যমে “প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ” শাখার সূচনা হয়। বর্তমানে শাখাটি ট্রেনিং ও রিসার্চ উইং এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে আসছে। এই শাখায় একজন বর্তমানে এসএস সহ মোট পাঁচজন কর্মরত আছে।

শাখার কার্যক্রম

প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ শাখার অধীনে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গবেষণা সংক্রান্তে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ:

ক্রমিক নং	গবেষণার বিষয়	গবেষক/গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তির মেয়াদ	গবেষণার বর্তমান অবস্থা
১।	Problems and Prospects of Immigration Police in Improving the Superstructure of Hazrat Shahjalal International Airport by 2030: An Exploratory Study	ফুল-পাথি-চাঁদ-নদী রিসার্চ এন্ড এডভোকেসি ফোরাম	মে' ২০২৪	গবেষণা প্রতিবেদনের চূড়ান্ত কপি জমা হয়েছে। যাচাই বাছাই পর্যায়ে রয়েছে।
২।	Artificial Intelligence: An Empirical Study in Policing	এএসএম আলী আশরাফ, পিএইচডি, অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	মে' ২০২৪	চলমান

অর্জন

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে গবেষণা সংক্রান্তে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ:

ক্রমিক নং	গবেষণার বিষয়	গবেষণার বর্তমান অবস্থা
০১।	গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত ও আধুনিক প্রযুক্তিগত পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ, অনুসরণ এবং তার প্রয়োগ	গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান প্রাপ্তি সাপেক্ষে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
০২।	Strategic Approach for Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE) and Terrorism: Bangladesh Perspective	

স্পেশাল ভাবের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের উৎকর্ষ সাধন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে নিজ নিজ শাখা হতে প্রয়োজনানুসারে প্রশিক্ষণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই করে বাজেট বরাদ্দের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে সমন্বয়পূর্বক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

- স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তোলা;
- স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মপরিধি আরও বৃদ্ধি ও ফলপ্রসূ করার জন্য ইনোভেটিভ আইডিয়া প্রণয়ন;
- স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক প্রকাশিত পরিদর্শন নির্দেশিকা অনুযায়ী ডিএসবি, সিএসবি ও আরএসবি পরিদর্শন নিশ্চিতকরণ;
- কাগজবিহীন অফিস পরিচালনার জন্য শতভাগ ডি-নথির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং
- বিভিন্ন গবেষণা শেষে প্রাপ্ত প্রতিবেদন যাচাই বাছাই ও তা প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপসংহার

“প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ” শাখাটি স্পেশাল ব্রাঞ্চের অন্যান্য শাখার মতই নিবিড় ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের কাজের গুণগত মান ও উৎকর্ষের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখার বিষয়ে প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ শাখা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।

অনুচ্ছেদ-১১

স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স



পরিচিতি

স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স দেশের একমাত্র বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা, আঞ্চলিক জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূল ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ নানাবিধ প্রেক্ষাপটে পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষিত করে আসছে। বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মননশীলতার উন্নয়নের নিমিত্ত এই প্রতিষ্ঠান গুণগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এছাড়া, স্পেশাল ব্রাঞ্চ এর সদস্যসহ বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ ও নন-পুলিশ সদস্যদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুলটি নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনেও স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স এর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ফলে বৃহত্তর পুলিশী কার্যক্রমের পটভূমিতে স্কুল অব ইন্টেলিজেন্সের ভূমিকা অপরিসীম। স্কুল অব ইন্টেলিজেন্সে মঞ্চুরিকৃত ১০০ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ৯১ জন কর্মরত আছে। এছাড়া, মিনিস্টারিয়েল স্টাফদের মঞ্চুরিকৃত ১৪ জন জনবলের মধ্যে বর্তমানে ১০ জন কর্মরত আছে।

কার্যক্রম

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ০১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুল অব ইন্টেলিজেন্সে প্রায় ৪৪৬৮ জন পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং নন-পুলিশ সদস্যদের বিশেষায়িত ও ক্লাসিফাইড বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সকল স্তুলবন্দর, সমুদ্রবন্দর, নদীবন্দর ও রেলওয়ে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইমিগ্রেশন, পাসপোর্ট এবং বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর জন্য ক্লাসিফাইড ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছে। এছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ ও অতিগুরুত্বপূর্ণ দেশি-বিদেশী ব্যক্তিবর্গের সার্বিক নিরাপত্তার নিমিত্তে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ সূচির অন্যতম বিষয়।

এই প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ল্যাবে ইমিগ্রেশন সফটওয়্যার ফরট্যাক, ডেটাবেজ সফটওয়্যার, থার্ড আই, পাসপোর্ট, ভেরিফিকেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান আছে। উপরন্ত, Autism and Neurodevelopmental Disabilities in Children এর মত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বক্তা দ্বারা পাঠদান করা হচ্ছে। এছাড়া, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের নিমিত্তে ‘জাতীয় শুন্ধাচার কৌশল’ বিষয়টি প্রতিটি কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে স্কুল অব ইন্টেলিজেন্সে স্পেশাল ব্রাঞ্চে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৬টি ইন হাউস প্রশিক্ষণ কোর্স চালু আছে। দক্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১০ কার্যদিবস মেয়াদী Course on Intelligence and Enquiry Report Writing এবং Course on Cyber Intelligence and Social Media কোর্সসহ নতুন নতুন কোর্স চালু করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান ডিআইও, সহকারী পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য কম্প্রাহেনিসিভ ইন্টেলিজেন্স কোর্স পরিচালনা করে। এছাড়া দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স, আইসিটি বিষয়ক কোর্সসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে এ প্রতিষ্ঠানটি।

অর্জন

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ০১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স কর্তৃক মোট ৩১ ধরণের কোর্সে ১০৬ টি ব্যাচে এসপি, অ্যাডিশনাল এসপি, এএসপি, ইসপেষ্টর, এসআই, সার্জেন্ট, এএসআই, এটিএসআই, কনস্টেবল এবং নন-পুলিশ সদস্য পদমর্যাদার প্রায় ৪৪৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ পুলিশের অধস্তন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বিভাগীয় পদোন্নতির লিখিত পরীক্ষা গ্রহণে এ প্রতিষ্ঠান দায়িত্বশীলতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশের অধস্তন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের কনস্টেবল/নায়েক হতে এএসআই (নিঃ) পদে বিভাগীয় পদোন্নতির পরীক্ষা, নায়েক হতে এএসআই (সশস্ত্র), এএসআই (সশস্ত্র) হতে এসআই (সশস্ত্র), কনস্টেবল হতে এটিএসআই, এটিএসআই হতে টিএসআই পদে বিভাগীয় পদোন্নতির আইন ও বিধির লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ, বাংলাদেশ পুলিশের ২৫টি ইউনিটের অধস্তন বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র ডি-কেডিং করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশের ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ক্যাডেট সাব-ইসপেষ্টর নিয়োগ সংক্রান্তে Computer Competency Test গ্রহণে এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কর্মপরিকল্পনা

এসবি ট্রেনিং স্কুল (স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স) কে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও যুগোপযোগী ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

১. প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক সুবিধা ও কার্যকর প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের ব্যবস্থা করা;
২. মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষক পুল তৈরী করা;
৩. স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স এর প্রধানকে আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা;
৪. সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অতিথি বক্তাগণের সম্মান ভাতা বৃদ্ধি করা;
৫. কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ৩০% প্রশিক্ষণ ভাতা/বিশেষ ভাতা প্রদান করা;
৬. প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে কর্মরত প্রশিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৭. মিরপুর-উত্তরা রুটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য ১ টি মিনিবাস/মাইক্রোবাস বরাদ্দের ব্যবস্থা করা;
৮. জরুরি প্রয়োজনে রোগী হাসপাতালে প্রেরণের জন্য ১ টি এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা;
৯. প্রশিক্ষণ চলাকালে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীগণ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের হাসপাতালে নেয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য ১ জন মেডিকেল অফিসার ও ১ জন নার্স নিয়োগ দেয়া;
১০. স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স এর শূন্য পদ হ্রত পূরণের ব্যবস্থা করা এবং
১১. প্রতিষ্ঠানে রাজ্য খাতে ১ জন ও আউট সোসাই খাতে ২ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী ছাড়া আরও ৫ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর ব্যবস্থা করা।

স্কুল অব ইন্টেলিজেন্সে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	ব্যাচ সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১.	কম্প্যুহেনসিভ ইন্টেলিজেন্স কোর্স ফর এসপিস- (৩৫তম)	১২ কার্যদিবস	০১	১৮
২.	কম্প্যুহেনসিভ ইন্টেলিজেন্স কোর্স ফর অ্যাডিঃ এসপিস- (১৬তম)	১৪ কার্যদিবস	০১	২৬
৩.	কম্প্যুহেনসিভ ইন্টেলিজেন্স কোর্স ফর এএসপিস-(২য়)	১৮ কার্যদিবস	০১	২২
৪.	কম্প্যুহেনসিভ ইন্টেলিজেন্স কোর্স ফর ডিআইওস (২৮-২৯তম)	১১ কার্যদিবস	০২	৯৭
৫.	বেসিক ইন্টেলিজেন্স কোর্স - (২৩৪-২৪১তম)	৩০ কার্যদিবস	০৮	৮২৭
৬.	বেসিক ইমিথ্রেশন কোর্স - (১৬৮-১৭৪তম)	৪৫ কার্যদিবস	০৭	৩২৫

৭.	বেসিক কোর্স অন পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন এন্ড অনলাইন কমিউনিকেশন (২২-২৩ তম)	২৪ কার্যদিবস	০২	৬৬
৮.	বেসিক কোর্স অন সিকিউরিটি কন্ট্রোল এন্ড ফরেনাস ইস্যুজ (১৭-১৮ তম)	২৪ কার্যদিবস	০২	৪৫
৯.	বেসিক সার্ভিলেস কোর্স (৭৯তম)	২৪ কার্যদিবস	০১	২৫
১০.	শর্ট টার্ম ইন্টেলিজেন্স কোর্স-(৫৩-৫৪তম)	১৫ কার্যদিবস	০২	৫৯
১১.	ক্লোজ প্রটেকশন কোর্স- (১১১তম-১১২তম)	২৪ কার্যদিবস	০২	৬৭
১২.	অ্যাডভান্স ইমিগ্রেশন কোর্স-(২য়)	১২ কার্যদিবস	০১	১২
১৩.	ল্যান্ড এন্ড সী-পোর্টস ইমিগ্রেশন কোর্স- (২৫-২৬তম)	২৪ কার্যদিবস	০২	৬০
১৪.	প্রিলিমিনারী ইমিগ্রেশন কোর্স ফর এএসআই- (৩য়)	১২ কার্যদিবস	০১	৪১
১৫.	প্রিলিমিনারী ইমিগ্রেশন কোর্স ফর কনস্টেবল- (২৩তম)	১২ কার্যদিবস	০১	৩৩
১৬.	প্রি-ইমিগ্রেশন কোর্স- (৮৮-৯৬তম)	০৫ কার্যদিবস	০৯	৪৩৪
১৭.	পাসপোর্ট, ভেরিফিকেশন অ্যান্ড অনলাইন কমিউনিকেশন কোর্স (৪৯-৫১তম)	০৩ কার্যদিবস	০৩	৯০
১৮.	বেসিক আইসিটি কোর্স- (২০-২১তম)	১০ কার্যদিবস	০২	৫৮
১৯.	কোর্স অন সাইবার ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া-(২য়)	১০ কার্যদিবস	০১	৩০
২০.	কোর্স অন ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনকোয়ারি রিপোর্ট রাইটিং (১ম-২য়)	১০ কার্যদিবস	০২	৫৯
২১.	দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স- (৯-১৪তম)	০১ সপ্তাহ (০৬ কার্যদিবস)	০৬	২০৫
২২.	ওরিয়েন্টেশন কোর্স ফর সিটিএসবি অফিসার্স (ইন্সপেক্টর - এসআই)- (৫০তম)	০৫ কার্যদিবস	০১	২৮
২৩.	ওরিয়েন্টেশন কোর্স ফর সিটিএসবি অফিসার্স (এএসআই - কনস্টেবল)- (৫৫তম)	০৫ কার্যদিবস	০১	২০
২৪.	ওরিয়েন্টেশন কোর্স ফর এসিও অফিসার্স-(২৪তম)	০৩ কার্যদিবস	০১	১৬
২৫.	স্টাফ ডেভেলপমেন্ট কোর্স- (১৮তম)	১৫ কার্যদিবস	০১	১৬
২৬.	অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১৫তম)	০২ কার্যদিবস	০১	৩০
২৭.	ফর্ট্র্যাক ৩.০ দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স (৩২-৩৩তম)	১৮ কার্যদিবস	০২	৩৪
২৮.	রিফ্রেসার কোর্স ফর ইমিগ্রেশন অফিসার্স (৪৬-৪৮তম)	১৫ কার্যদিবস	০৩	১৩১
২৯.	Returnee Case Management System (RCMS) Course- (১ম-৩৬তম)	০১ কার্যদিবস	৩৬	১৯১৫
৩০.	ওরিয়েন্টেশন কোর্স ফর এএসপিস, অ্যাডি: এসপিস, এসপিস- (২০তম)	০১ কার্যদিবস	১	৭০
৩১.	ডি-নথি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (১ম- ৩য়)	০১ কার্যদিবস	০৩	৬৪
		সর্বমোট	১০৭ টি ব্যাচ	৪৫২৮ জন

ফায়ারিং ড্রিল

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	কৃতকার্য	অকৃতকার্য	অব্যাহতি	অনুপস্থিত	মন্তব্য
৬৭	৬৭	-	-	-	

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর অর্জন

স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স, এসবি, উত্তরা, ঢাকার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত ফলাফল সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ :

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	সূচক	২০২৩ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	দাবীকৃত নম্বর	মন্তব্য
৪) দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা	মানব সম্পদ উন্নয়ন	স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা- ২১৫০ জন প্রকৃত অর্জন- ৪৫২৮ জন অর্জনের হার- ২১১%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিপরীতে প্রকৃত অর্জনের হার প্রায় ২১১% হওয়ায় মোট দাবীকৃত নম্বর ১০ নম্বরের ১০	

উপসংহার

স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহ সময়োপযোগী হওয়ায় এসব কোর্স আধুনিক ইন্টেলিজেন্স লেড পুলিশিং ও প্রো-একটিভ পুলিশিং এর সহায়ক। স্পেশাল ব্রাঞ্ছের সদস্যদের প্রত্যয়দীপ্ত ইমিগ্রেশন অফিসার ও দক্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে প্রশিক্ষিত করে দেশপ্রেমিক ও আধুনিক কর্মচারী তৈরীকরণে স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীভূত হলে অদূর ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় চাহিদা পূরণ করে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রূপে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করবে।

অধ্যায় ৪

রাজনৈতিক উইং

রাজনৈতিক উইং এর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন একজন ডিআইজি। ডিআইজি রাজনৈতিক এর কাজের সুবিধার্থে তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে তিনজন অ্যাডিশনাল ডিআইজিসহ মোট ৩৯ (উনচল্লিশ) জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া তাঁর অধীনে পরিচালিত শাখাসমূহ একজন করে এসএস এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। নিম্নে শাখাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

অনুচ্ছেদ-১২

রাজনৈতিক শাখা



শাখা পরিচিতি

রাজনৈতিক শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্চের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় অগ্রিম সংবাদ সংগ্রহ ও তাৎক্ষণিকভাবে সরকারকে অবহিত করা রাজনৈতিক শাখার অন্যতম কাজ।

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়-রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে শুরু করে দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র, সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অগ্রিম গোপন তথ্য সংগ্রহ, যাচাই-বাচাই, বিশ্লেষণ এবং আহরিত গোয়েন্দা তথ্যাদি যথাসময়ে সরকারকে সরবরাহের ক্ষেত্রে স্পেশাল ব্রাঞ্চের রাজনৈতিক শাখা অঞ্চলী ভূমিকা পালন করে আসছে। সময়ের প্রয়োজনে অফিস আদেশ নং-২০০/২০২২, তারিখ: ০৪-০৯-২০২২ খ্রি. মূলে পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স-১, পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স-২, পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স-৩ এবং আর্কাইভস এন্ড রেকর্ড শাখার সমন্বয়ে “পলিটিক্যাল উইং” গঠন করা হয়। পরবর্তীতে অফিস আদেশ নং-১৭৫/২০২৩, তারিখ: ০৭-০৯-২০২৩ খ্রি. মূলে পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স-১, পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স-২, পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স-৩ এর পরিবর্তে রাজনৈতিক-সেন্ট্রাল, রাজনৈতিক-১ ও রাজনৈতিক-২ শাখা সমন্বয়ে রাজনৈতিক শাখাকে পূর্ণবিন্যাস করা হয়। রাজনৈতিক-সেন্ট্রাল এ একজন এসএস ও একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ ৩৫ জন, রাজনৈতিক-১ এ একজন এসএস ও একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ ৩৫ জন এবং রাজনৈতিক-২ এ একজন এসএস ও একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ ৩৫ জন কর্মরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা রাজনৈতিক শাখার অন্যতম প্রধান কাজ। দেশের সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক এবং তাদের অঙ্গ-সংগঠন ও সহযোগী সংগঠনগুলোর তালিকা প্রস্তুত, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ, রাজনৈতিক দল ও দলের নেতা-কর্মীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও তাদের উপর গোয়েন্দা নজরদারি, জাতীয় নির্বাচনসহ স্থানীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচন সম্পর্কে অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সম্পাদ্য প্রার্থীদের সম্পর্কে অগ্রিম তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং সংসদ প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা রাজনৈতিক শাখার রুটিন কাজ।

নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত মোট ৫৭টি রাজনৈতিক দল ও তাদের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি-২০২৩ খ্রি. এর তথ্য

রাজনৈতিক দল	সংখ্যা
আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সংগঠন	১৪৩৭
বিএনপি ও এর অঙ্গ-সংগঠন	২৪৯৬
ত্রণমূল বিএনপি	১২
জাতীয় পার্টি	১০৮
জামায়াতে ইসলামী	৩২৭
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	২২
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৩৬
কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)	১৪
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম	১১
ইসলামী ঐক্যজোট	৮
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১৯৭
বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট	১০
ভাসানী অনুসারী পরিষদ	৫
বাংলাদেশ সুপ্রীম পার্টি	৫
ন্যাপ ভাসানী	৬
বাম গণতান্ত্রিক জোট	৪৫
বাম গণতান্ত্রিক ঐক্য	৩৬
এলডিপি	৪৫
জাতীয়তাবাদী সমন্বন্ধ জোট	৫
খেলাফত মজলিস	৭
এনডিএম	৭
কৃষক-শ্রমিক-জনতালীগ	৫
বাংলাদেশ জাতীয় গণতান্ত্রিক লীগ	৫
বাংলাদেশ লেবার পার্টি	২৯
গণঅধিকার পরিষদ	২৬
গণঅধিকার পরিষদ (নুর)	৬২
নেজাম ইসলামী পার্টি	৪
গণঅধিকার পরিষদ (কিবরিয়া)	৩৯
আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	৫৭

রাজনৈতিক দল	সংখ্যা
১২ দলীয় জোট	২৯
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট	৭
গণফোরাম	১১৬
ইসলামী সমাজ	৫
ন্যাশনাল পিপলস	৮
বাংলাদেশ পিপলস পার্টি	২১
রাষ্ট্র সংক্ষার আন্দোলন	৫
পাকমন পিপলস পার্টি	৫
গণতন্ত্র মধ্যও	১০৭
হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ	১১
হেফাজতে ইসলাম	৮
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ	৬১
কল্যাণ পার্টি	৫
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৫
বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	৮
সাম্যবাদী দল	৮
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	৮
এনপিপি	১০
নাগরিক ঐক্য	১৪
গণসংহতি আন্দোলন	১৮
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	১৫
বাসদ (মার্কসবাদী)	১০
জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল	৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	১৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (ইনু)	৬
বাংলাদেশ জাসদ	১৭
সিপিবি	২৩
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১০
অন্যান্য	৩৪৮

রাজনৈতিক দলসমূহের উল্লেখযোগ্য ৫৪ ধরনের কর্মসূচি

কর্মসূচির ধরণ	সংখ্যা
সভা	১২৩
আলোচনা সভা	৬০৭
যৌথ সভা	৬১
প্রতিবাদ সভা	৮৬
মতবিনিময় সভা	১১৪
বর্ধিত সভা	৫৩
প্রস্তুতি সভা	১৯৯
কর্মী সভা	২৪
স্মরণ সভা	২৬
সমাবেশ/জনসমাবেশ/জনসভা	৩৯৮
প্রতিবাদ সমাবেশ	৪৯
বিক্ষোভ সমাবেশ	২৭৪
প্রেস ব্রিফিং/ব্রিফিং	২২
নির্বাচনী ইশতেহার	৪
নির্বাচনী প্রচারণা	৫২
সেমিনার	১০
তারণ্য সমাবেশ/জয়বাত্রা	১২
শুভেচ্ছা বিনিময়	১৭
শান্তি সমাবেশ	২৪৬
মহাসমাবেশ	২৮
মানববন্ধন	২৭৩
দোয়া মাহফিল/ইফতার	২৮২
সংবাদ সম্মেলন	৩১৭
বৈঠক/গোল টেবিল	২০৭
খাদ্য সামগ্রী/দ্রাগ বিতরণ	৩০
রোড মার্চ	৯
র্যালী	৯৩
সংলাপ	৩

স্মারক লিপি প্রদান	১১
পুষ্পস্তবক অর্পণ/শ্রদ্ধা নিবেদন	৯৭
কাউন্সিল	২
গণসংযোগ	৩১
যুব সম্মেলন/কর্মী সম্মেলন	৪৮
সম্মেলন	২৭
অবস্থান	১৬২
অনশন	৩২
পদযাত্রা/পথসভা	২১০
মশাল মিছিল	৩৭
পতাকা/কালো পতাকা মিছিল	৪৫
বিক্ষোভ মিছিল	৫৪১
গণমিছিল	৩২
মিছিল	১৬১
আনন্দ মিছিল	১৬
ঝটিকা মিছিল	৩২৪
প্রতিবাদ মিছিল	৩০
সাক্ষাত	৩০
ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন	৫৮
দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন	২৩
লিফলেট বিতরণ	১৬২
গণসাক্ষর	৩
কনভেনশন	৪
অবরোধ	১৩
হরতাল	৪
অন্যান্য	২৫৭
মোট কর্মসূচি	৫৯৩৯
মহানগর	৪১৫৯
জেলা	১৭৮০

২০২৩ খ্রি. আওয়ামী লীগের ৩৯ টি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি

কর্মসূচির ধরণ	সংখ্যা
সভা	৬২
যৌথ সভা	২৫
বর্ধিত সভা	৪০
আলোচনা সভা	২২৩
কর্মী সভা/সম্মেলন	১৩
প্রতিনিধি সভা	২
প্রস্তুতি সভা	১২
সম্মেলন	৬

কর্মসূচির ধরণ	সংখ্যা
মতবিনিময় সভা	২৫
স্মরণ সভা	১৫
তারণ্যের জয়বাত্রা	৮
পথসভা	১
সমাবেশ/জনসমাবেশ	৭০
গণসংযোগ	২৪
নির্বাচনী ইশতেহার/প্রচারণা	৫০
শান্তি সমাবেশ	২৫১

কর্মসূচির ধরণ	সংখ্যা
মানববন্ধন	৩২
সাক্ষাত	১
দোয়া মাহফিল/ইফতার	৫৫
ঈদ সামগ্ৰী বিতৱণ	১৯
সংবাদ সম্মেলন/প্ৰেস ব্ৰিফিং	৩৭
বৈঠক/গোল টেবিল বৈঠক	১৬
পুষ্পস্তবক অৰ্পণ	৬৩
প্ৰতিবাদ সমাবেশ/সভা	৭৮
বিক্ষেপ সমাবেশ	৯
আণ/খাদ্য বিতৱণ	১৩
অবস্থান কর্মসূচি	৩৬
বিক্ষেপ মিছিল	৬৪

কর্মসূচির ধরণ	সংখ্যা
প্ৰতিবাদ মিছিল	২
মিছিল/গণমিছিল	৫৭
মশাল মিছিল	১
আনন্দ মিছিল	১৬
র্যালি	৭
লিফলেট বিতৱণ	২
পদযাত্ৰা	১
ত্ৰি-বাৰ্ষিক সম্মেলন	৪১
দ্বি-বাৰ্ষিক সম্মেলন	২
উদ্বোধন	২
অন্যান্য	৪৬
মোট =	১৪২৭

২০২৩ খ্রি. বিএনপিৰ ৪২ টি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি

কর্মসূচির ধরণ	সংখ্যা
সভা/ভাৰ্চুয়াল সভা	৬০
স্মাৰণ সভা	১
যৌথ সভা	২৫
প্ৰস্তুতি সভা	১৫৯
বৰ্ধিত সভা	৪
আলোচনা সভা	১৯৩
কৰ্মী সভা	৭
সম্মেলন	৮
মতবিনিময় সভা	৪৫
সংলাপ	২
গণসংযোগ	২
স্মাৰকলিপি প্ৰদান	৫
পৱিচিতি সভা	৩
মহাসমাবেশ/সমাবেশ	৯৯
তাৰণ্য/পেশাজীবী সমাবেশ	৫
মানববন্ধন	৯০
দোয়া মাহফিল/ইফতার	১৫৯
সংবাদ সম্মেলন/প্ৰেস ব্ৰিফিং	২০৪
সেমিনার	৬
বৈঠক/গোল টেবিল/ভাৰ্চুয়াল	১৫৪
হৰতাল/অবৰোধ	১৬
শুভেচ্ছা বিনিময়	১৭
পুষ্পস্তবক অৰ্পণ	২৬

কর্মসূচির ধরণ	সংখ্যা
প্ৰতিবাদ সমাবেশ/সভা	২৯
বিক্ষেপ সমাবেশ	৮৫
অবস্থান কর্মসূচি	৯৩
অনশন	২৭
খাদ্য সামগ্ৰী বিতৱণ	৬
পদযাত্ৰা	১৬৪
সাক্ষাত	১৭
আলোক চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী	১
বিক্ষেপ মিছিল	১৮১
ঝটিকা মিছিল	১৩৯
গণমিছিল/কালো পতাকা মিছিল	৩৭
প্ৰতিবাদ মিছিল	১৮
কনভেনশন	৮
মিছিল/মশাল মিছিল	৮৮
র্যালী/ৱোড মার্চ	৯৮
লিফলেট বিতৱণ	৫৪
ত্ৰি-বাৰ্ষিক সম্মেলন	৮
দ্বি-বাৰ্ষিক সম্মেলন	৯
অন্যান্য	১২৬
মোট	২৪৬৬

২০২৩ খ্রি. জাতীয় পার্টিসহ অন্যান্য দলের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি

মাস	মোট কর্মসূচি	জুলাই	১৫৬
জানুয়ারি	১২৯	আগস্ট	১৩৯
ফেব্রুয়ারি	১৫৮	সেপ্টেম্বর	২১০
মার্চ	১৬৫	অক্টোবর	১৪৯
এপ্রিল	১৩৭	নভেম্বর	৩০৫
মে	১১১	ডিসেম্বর	২৯৫
জুন	৮৯	মোট	২০৪৩

উল্লেখ্য যে, জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে ও গোপনে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করলেও ২০২৩ খ্রি. উল্লেখিত ২০৪৩ টি কর্মসূচির মধ্যে তাদের দৃশ্যমান উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ৩২৭ টি এবং আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) এর কর্মসূচি ৫৭ টি।

২০২৩ খ্রি. রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনকারী

নিবন্ধিত ২২ টি ও অনিবন্ধিত ৩৫ টি রাজনৈতিক দলসহ মোট ৫৭ টি দলের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল	ক্রমিক নং	অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দল
১.	আওয়ামী লীগ	১.	জামায়াতে ইসলামী
২.	বিএনপি	২.	জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলাম
৩.	জাতীয় পার্টি	৩.	কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
৪.	তৃণমূল বিএনপি	৪.	ভাসানী অনুসারী পরিষদ
৫.	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৫.	বাম গণতান্ত্রিক জোট
৬.	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৬.	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
৭.	ইসলামী ঐক্যজোট	৭.	ন্যাপ-ভাসানী
৮.	বাংলাদেশ সুন্নিম পার্টি	৮.	গণ-অধিকার পরিষদ
৯.	এনডিএম	৯.	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)
১০.	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১০.	গণতন্ত্র মঢ়
১১.	এলডিপি	১১.	হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
১২.	গণফোরাম	১২.	হেফাজতে ইসলাম
১৩.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	১৩.	মুসলিম লীগ
১৪.	খেলাফত মজলিস	১৪.	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
১৫.	কল্যাণ পার্টি	১৫.	নাগরিক ঐক্য
১৬.	বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল	১৬.	বাম গণতান্ত্রিক ঐক্য
১৭.	বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	১৭.	গণসংহতি আন্দোলন
১৮.	এনপিপি	১৮.	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ
১৯.	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	১৯.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট
২০.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	২০.	সিপিবি
২১.	সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ-ইনু	২১.	বাংলাদেশ জাতীয় গণতান্ত্রিক লীগ
২২.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২২.	গণঅধিকার পরিষদ (নুরুল)
		২৩.	গণঅধিকার পরিষদ (কিবরিয়া)
		২৪.	১২ দলীয় জোট
		২৫.	নেজামী ইসলাম পার্টি
		২৬.	জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট
		২৭.	ইসলামী সমাজ
		২৮.	ন্যাশনাল পিপলস
		২৯.	বাংলাদেশ পিপলস পার্টি
		৩০.	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		৩১.	পাকমন পিপলস পার্টি
		৩২.	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
		৩৩.	বাসদ (মার্কসবাদী)
		৩৪.	জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল
		৩৫.	বাংলাদেশ জাসদ

২০২৩ খ্রি. রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনকারী
নিবন্ধিত ২২ টি ও অনিবন্ধিত ৩৫ টি রাজনৈতিক দলসহ মোট ৫৭ টি দলের বিভাজন

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও অঙ্গ-সংগঠনসমূহ-২২টি			অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও অঙ্গ-সংগঠনসমূহ-৩৫টি		
ডান	বাম	ইসলামী	ডান	বাম	ইসলামী
১১টি	০৭টি	০৪টি	১৮টি	০৯টি	০৮টি

২০২৩ খ্রি. অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহ

ক্র. নং	নির্বাচনের নাম	নির্বাচনের সংখ্যা
১.	মহামান্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	০১টি
২.	জাতীয় সংসদ -উপ নির্বাচন	১১ টি
৩.	মহিলা সংরক্ষিত আসন	০১ টি
৪.	সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন	০৫টি
৫.	উপজেলা পরিষদ	১০টি উপজেলার মধ্যে (১টি ভাইস চেয়ারম্যান)
৬.	পৌরসভা	১৫টি পৌরসভার মধ্যে (৫টি ওয়ার্ড কাউন্সিলর)
৭.	ইউনিয়ন পরিষদ	১৪৪ টি ইউপির মধ্যে (৭৬টি সাধারণ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড)

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
---------------------	---------------------

জাতীয় সংসদ ও মহিলা সংরক্ষিত আসনে উপ-নির্বাচন

ক্র. নং	জেলা	জেলা ও সংসদীয় আসনের নাম	নির্বাচনের তারিখ
১.	গাইবান্ধা	সংসদীয় আসন-৩৩, গাইবান্ধা-৫ (সাথাটা-ফুলছড়ি)	০১ জানুয়ারি ২০২৩
২.	ঠাকুরগাঁও	সংসদীয় আসন-৫, ঠাকুরগাঁও-৩ (পীরগঞ্জ-রাণীশংকেল)	
৩.	বগুড়া	সংসদীয় আসন-৩৯, বগুড়া-৪ (কাহানু-নদীগ্রাম)	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৪.		সংসদীয় আসন-৪১, বগুড়া-৬ (বগুড়া সদর)	
৫.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সংসদীয় আসন-৪৪, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ (গোমস্তাপুর-নাচোল-ভোলাহাট)	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৬.		সংসদীয় আসন-৪৫, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর)	
৭.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সংসদীয় আসন-২৪৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (আশুগঞ্জ-সরাইল) (সংরক্ষিত মহিলা আসন)	২০ মার্চ ২০২৩
৮.	চট্টগ্রাম	সংসদীয় আসন-২৮, চট্টগ্রাম-৫ (বোয়ালখালী উপজেলা)	২৭ এপ্রিল ২০২৩
৯.	ঢাকা	সংসদীয় আসন-১৯০, ঢাকা-১৭ (গুলশান, বনানী, ভাষানটেক ও ক্যাটনমেন্ট)	১৭ জুলাই ২০২৩
১০.	চট্টগ্রাম	সংসদীয় আসন-২৮৭, চট্টগ্রাম-৮	১৭ জুলাই ২০২৩
১১.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সংসদীয় আসন-২৪৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২	৫ নভেম্বর ২০২৩
১২.	লক্ষ্মীপুর	সংসদীয় আসন-২৭৬, লক্ষ্মীপুর-৩	৫ নভেম্বর ২০২৩

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

ক্র. নং	নাম	নির্বাচনের তারিখ
১.	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৬ নং সাধারণ ওয়ার্ডের পুনঃভোট	১৫ জানুয়ারি ২০২৩
২.	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ১নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচন	২৩ জানুয়ারি ২০২৩
৩.	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	২৫ মে ২০২৩
৪.	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	১২ জুন ২০২৩
৫.	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	
৬.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১মেং সাধারণ ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচন	২১ জুন ২০২৩
৭.	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	
৮.	সিলেট সিটি কর্পোরেশন	

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

ক্র. নং	জেলা	উপজেলা	মন্তব্য	নির্বাচনের তারিখ
১.	মুন্সীগঞ্জ	টঙ্গীবাড়ি	চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন	১৬ মার্চ ২০২৩
২.	নরসিংড়ী	রায়পুরা	চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন	
৩.	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন	
৪.	কুমিল্লা	লালমাই	সকল পদে নির্বাচন	
৫.	পিরোজপুর	নাজিরপুর	চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন	
৬.	বরগুনা	আমতলী	চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন	
৭.	চট্টগ্রাম	সন্ধীগ	চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন	২৫ মে ২০২৩
৮.	সুনামগঞ্জ	জগন্নাথপুর	চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন	
৯.	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	ভাইস চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন	
১০.	ময়মনসিংহ	তারাকান্দা	সকল পদে নির্বাচন	

পৌরসভা নির্বাচন

ক্র. নং	জেলা	পৌরসভা	মন্তব্য	নির্বাচনের তারিখ
১.	নেত্রকোণা	দুর্গাপুর	মেয়ার পদে উপ-নির্বাচন	১২ জানুয়ারি ২০২৩
২.	চট্টগ্রাম	নাজিরহাট	সকল পদে নির্বাচন	১৬ মার্চ ২০২৩
৩.	ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট		
৪.	টাঙ্গাইল	এলেঙ্গা		
৫.	চুয়াডঙ্গা	দর্শনা	মেয়ার পদে উপ-নির্বাচন	২০ মার্চ ২০২৩
৬.	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	সকল পদে নির্বাচন	
৭.	জয়পুরহাট	ফ্রেতলাল	৮নং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে উপ-নির্বাচন	২৭ এপ্রিল ২০২৩
৮.	বরগুনা	আমতলী	২ ও ৮নং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে উপ-নির্বাচন	
৯.	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	সকল পদে নির্বাচন	
১০.	করুণাজার	করুণাজার সদর	১২ জুন ২০২৩	
১১.	বরগুনা	বরগুনা সদর		১নং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে উপ-নির্বাচন
১২.	জামালপুর	জামালপুর সদর		৩ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে উপ-নির্বাচন
১৩.	নারায়ণগঞ্জ	গোপালদী	সকল পদে নির্বাচন	২১ জুন ২০২৩
১৪.	টাঙ্গাইল	বাসাইল		
১৫.	বগুড়া	তালোড়া		

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন:

ক্র. নং	বিষয়	বাস্তবায়ন
১.	PEP Software এর নির্দেশিকা (নীতিমালা) প্রস্তুতকরণ।	PEP Software এর নির্দেশিকা (নীতিমালা) প্রস্তুত করা হয়েছে।
২.	মনোবিজ্ঞনীদের ধারণা অনুযায়ী 16 Personalities এর মতো Questionnaire মডিউল তৈরী করে কে কি ধরণের কাজ করতে আগ্রহী তা মনোবিশ্লেষণ করে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে পদায়ন করা, যাতে কাজের গুণগত মান ও গতি বৃদ্ধি পায়।	এ বিষয়ে প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান ফলাফল আশানুরূপ হলে ক্রয় প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।
৩.	মাঠ পর্যায়ে গোয়েন্দা রিপোর্ট কিভাবে সংগ্রহ করতে হয় সে বিষয়ে ত্রিফিং প্রদান।	মাঠ পর্যায়ে গোয়েন্দা রিপোর্ট কিভাবে সংগ্রহ করতে হয় সে বিষয়ে (গত ১৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি. হতে ১৯ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত) রাজনৈতিক উইঁ কর্তৃক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
৪.	“ডিজিটাল রিসোর্স পুল” প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহার।	বিষয়ভিত্তিক তালিকা (যেমন-সুশীল সমাজ, সাংবাদিক, পেশাজীবী সংগঠন, ব্যবসায়ী) প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
৫.	রাজনৈতিক মামলার বছরওয়ারী তালিকা প্রস্তুতকরণ।	রাজনৈতিক উইঁ এর স্মারক নম্বর -৩৪০ (৭৮), তারিখ ২৯-১০-২০২৩ খ্রি. মূলে রাজনৈতিক মামলার তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৬.	ডিজিটাল বোর্ড সংযোজন করা।	দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী কন্ট্রোল রুমে ডিজিটাল বোর্ডের পরিবর্তে একটি স্মার্ট টেলিভিশন সংযোজন করা হয়।
৭.	Predictive Policing নির্বাচনী সহিংসতার ১০ বছরের তথ্য বিবেচনায় নিয়ে আগাম সহিংসতার চিত্র প্রস্তুত করা এবং সে অনুযায়ী সম্ভাব্য ঘটনা প্রতিরোধে Proactive Policing কার্যক্রম গ্রহণ করা।	দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী সহিংসতার পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয়েছে। সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৮.	তরুণ/যুবকদের মধ্যে যারা গোয়েন্দা কার্যক্রমে আগ্রহী ও মানসিকতা রয়েছে, তাদেরকে নির্দিষ্ট Questionnaire এর মাধ্যমে Young Entrepreneur এর বিবেচনায় নতুন শিক্ষানবিশ গোয়েন্দা তৈরী করা।	এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ২০২৪

- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থী এবং আসন্ন ৬ষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তথ্য নির্বাচনী সফটওয়্যারভুক্ত করা;
- রাজনৈতিক উইঁ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত SWS/WCR Software এর কার্যক্রম শুরু করা;
- ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের আশানুরূপ ফলাফল প্রাপ্ত হওয়ায় প্রস্তাবিত মনস্তাত্ত্বিক সফটওয়্যার বেইজ কার্যক্রমের মাধ্যমে গোয়েন্দা কার্যক্রম দক্ষতা যাচাইপূর্বক দক্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তার পুল তৈরি করা এবং
- স্পেশাল ব্রাথও কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরিদর্শন নির্দেশিকায় বর্ণিত রাজনৈতিক উইঁয়ের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে DSB/CSB/ RSB কে যথাযথ প্রশিক্ষণ, নির্দেশনা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

উপসংহার

বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে শুরু করে দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র, সকল পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অগ্রিম গোপন তথ্য সংগ্রহ, যাচাই-যাচাই এবং আহরিত গোয়েন্দা তথ্যাদি সংগ্রহ এবং যথাসময়ে সরকারকে সরবরাহের ক্ষেত্রে স্পেশাল ব্রাথও এর রাজনৈতিক শাখা এবং তার অধীনে ছাত্র-শ্রম শাখা অঞ্চলী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সমসাময়িক রাজনীতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বঙ্গনির্ণয় তথ্য প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপন করে এই শাখা তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে।



শাখা পরিচিতি

স্পেশাল ব্রাফের রেকর্ড রংমে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে হালনাগাদ প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) ফাইল সংরক্ষিত ছিল। উক্ত ফাইলসমূহ দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল স্পেশাল ব্রাফ কর্তৃক স্পেশাল ব্রাফের রেকর্ড রংমে সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণের জন্য সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সম্প্রতি এসবি'র নতুন ভবনের ১৩শ তলায় একটি অত্যাধুনিক আরকাইভস ও রেকর্ড রুম স্থাপন করা হয়েছে। এসবি'র পুরাতন ভবনের রেকর্ড রুম হতে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও সংরক্ষিত সকল ফাইল নতুন ভবনের আরকাইভস ও রেকর্ডস রংমে স্থানান্তর করা হয়েছে। গোপনীয়তা ও নিরাপত্তাকে প্রাথমিক দিয়ে নথিসমূহের তথ্য-উপাত্ত জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় সংরক্ষণ করা হচ্ছে। টিএফআই অ্যান্ড আরকাইভস শাখায় একজন এসএস, একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) জন সদস্য দায়িত্বরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

- বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ করে স্পেশাল ব্রাফের প্রশাসনিক, প্রামাণিক এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নথিগত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিশোধন, মেরামত, বাঁধাই এবং গবেষণা ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করা;
- এসবি/ডিএসবি ও অন্যান্য পুলিশ ইউনিট হতে আরকাইভসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ, স্ক্যানিং, প্রফ রিডিং, নামনিক সংকলন, প্রিন্টিং, নথির নিরাপত্তা, হেফাজত ও তথ্য সরবরাহ কার্যক্রম;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গবেষক, পাঠকদের গবেষণা এবং রেফারেন্স সেবা প্রদান করা;
- পুলিশের প্রশাসনিক প্রয়োজনে তথ্য সেবা প্রদান করা;
- পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ, মতবিনিময় এবং অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুলিশের ঐতিহ্যের সংরক্ষক হিসেবে কাজ করা;
- বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য স্পেশাল ব্রাফের আইনগত রক্ষক হিসেবে এসবি'র আরকাইভস-এ সংগৃহীত আরকাইভাল ডকুমেন্টস স্থায়ীভাবে সুরক্ষা এবং তথ্য ও গবেষণা সেবাদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা করা;
- বর্তমানে টিএফআই অ্যান্ড আরকাইভস্ শাখায় কর্মরত পুলিশ সদস্যগণ বার্ষিক ১৪৮৯২০ কর্মঘন্টায় নিয়োজিত রয়েছেন (৩৬৫ দিন × ০৮ দৈনিক কর্মঘন্টা × ৫১ জন)।

কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গবেষক ও পাঠকদের গবেষণা এবং রেফারেন্স সেবা প্রদান, পুলিশের প্রশাসনিক প্রয়োজনে তথ্যসেবা প্রদান, পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ, মতবিনিময় এবং অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুলিশের ঐতিহ্যের সংরক্ষক হিসেবে কাজ করা। বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য তথ্য স্পেশাল ব্রাফের আইনগত রক্ষক হিসেবে এসবি'র আরকাইভস-এ সংগৃহীত আরকাইভাল ডকুমেন্টস স্থায়ীভাবে সুরক্ষা এবং তথ্য ও গবেষণা সেবাদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা করাসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ব্যক্তিগত নথি (পিএফ) ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথির তত্ত্বাবধানকারী এসবি'র একমাত্র শাখা যা দেশের প্রথম প্রতিষ্ঠানিক আরকাইভস হিসেবে এই শাখাকে পুলিশ তথ্য দেশের ইতিহাসে একটি অন্যতম তথ্য ভান্ডারে পরিণত করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

২০২২ খ্রিষ্টাব্দের কর্মপরিকল্পনা	২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন
<p>➤ “Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman” শীর্ষক গ্রন্থের Volume-13, Volume-14 প্রকাশের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।</p>	<p>➤ “Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman” শীর্ষক গ্রন্থের Volume-12 প্রকাশিত হয়েছে এবং Volume-13 প্রিন্টিং শেষে আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের জন্য অপেক্ষমান আছে এবং Volume-14 প্রিন্টিং এর জন্য প্রেসে প্রেরণ করা হয়েছে।</p>
<p>➤ “Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman” শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ।</p>	<p>➤ “Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman” শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।</p>
<p>➤ আরকাইভস ও রেকর্ডস্ এর জন্য পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন।</p>	<p>➤ আরকাইভস ও রেকর্ডস্ এর জন্য পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।</p>
<p>➤ টিএফআই ও আরকাইভস শাখার পরিদর্শন কক্ষটিকে একটি আধুনিক গবেষণাগার হিসেবে উন্নীত করা।</p>	<p>➤ টিএফআই ও আরকাইভস শাখার পরিদর্শন কক্ষটিকে একটি আধুনিক গবেষণাগার হিসেবে উন্নীত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>
<p>➤ আরকাইভস এর সকল কার্যক্রম (নথি সংশ্লিষ্ট) ডাটাবেজে এন্ট্রি ও তথ্য সেবা আদান প্রদানের জন্য একটি সফ্টওয়্যার স্থাপনের ব্যবস্থা করা।</p>	<p>➤ আরকাইভস এর সকল কার্যক্রম (নথি সংশ্লিষ্ট) ডাটাবেজে এন্ট্রি ও তথ্য সেবা আদান প্রদানের জন্য একটি সফ্টওয়্যার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।</p>
<p>➤ আরকাইভসের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় আরকাইভসহ বিশ্বের উন্নত আরকাইভস ভিজিটের ব্যবস্থা করা।</p>	<p>➤ আরকাইভসের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় আরকাইভসের প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা এবং জাতীয় আরকাইভস ভিজিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।</p>
<p>➤ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এই শাখায় রাস্তি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দলীয় ফাইল নং-১৩-১৯৫৪ এর কার্যক্রম সম্পন্ন করা।</p>	<p>➤ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এই শাখায় রাস্তি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দলীয় ফাইল নং-১৩-১৯৫৪ এর মোট ১১২টি নথি (২০৮৬৩টি ইমেজ) ফটোকপি করত: বাইডিং শেষে টাইপিং এর কার্যক্রম চলমান আছে।</p>

উপসংহার

টিএফআই ও আরকাইভস্ শাখা স্পেশাল ব্রাথের সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য ভাগার। এই শাখাটি বিভিন্ন বিষয়ের নথি সমৃদ্ধ সংরক্ষণাগার। আরকাইভস্ শাখা স্পেশাল ব্রাথের প্রশাসনিক, ইতিহাস ঐতিহ্যসহ গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ, স্ক্যানিং, প্রিন্টিং, সংকলন প্রিন্টিং ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আধুনিক তথ্য ভাভার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক ও অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত যথাসময়ে সরকারকে সরবরাহ করে এই শাখা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

শাখা পরিচিতি

স্পেশাল ব্রাওওয়ে এর প্রাথমিক শাখাসমূহের একটি হচ্ছে ছাত্র-শ্রম শাখা। ছাত্র-শ্রম শাখা স্পেশাল ব্রাওওয়ের শাখাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক পুরাতন শাখা। মূলত এই শাখা বাংলাদেশের সকল ছাত্র-শিক্ষক ও শ্রমিক সংগঠনের সার্বিক কর্মকাণ্ড তথা নাশকতামূলক ও রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারকে যথাসময়ে অবহিত করে থাকে। এছাড়া বৈধ আয়োজন্ত ও গোলাবারুণ আমদানির বিষয়ে এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে আয়োজনের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে তদন্ত সাপেক্ষে মতামত এ শাখা হতে প্রদান করা হয়। এ শাখায় একজন এসএস ও একজন অতি: পুলিশ সুপারসহ ৫৯ (উনষাট) জন পুলিশ সদস্য ও ৮ (আট) জন মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ কর্মরত আছে।

শাখার কার্যক্রম

- দেশের সকল ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং, ক্ষমতার গতিশীলতার বিশ্লেষণ (Analysing the power dynamics) ও সংরক্ষণের মাধ্যমে হালনাগাদকরণ;
- ছাত্র ও শ্রমিক কর্মকাণ্ড তথা নাশকতামূলক ও রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারকে অবহিতকরণ;
- দেশের বিভিন্ন ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয়, মহানগর, নগর ও জেলা কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি আহ্বায়কসহ সদস্যদের তালিকা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং হালনাগাদকরণ;
- ডিএসবি, সিএসবি/ আরএসবি/আইপি ইন্টেলিজেন্স হতে প্রাপ্ত গোপন সংবাদ, ছাত্র-শিক্ষক ও শ্রমিক নেতাদের কার্যকলাপ সূচিকরণ তত্ত্বাবধান করা;
- দেশের বিভিন্ন ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মী, দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাইস চ্যাপেলের, শিক্ষক নেতা (শিক্ষক কোন্দলে জড়িত শিক্ষকসহ) নজরদারী করা এবং তাদের নাম, জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং হালনাগাদকরণ করতৎ: ব্যক্তিগত নথি (PF) সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;
- সময় সময় ছাত্র ও শ্রমিক সংক্রান্ত স্পর্শকাতর, জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নপূর্বক বিশেষ গোয়েন্দা প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং বিশেষ প্রতিবেদন প্রস্তুতের নিমিত্তে টিম গঠন, প্রশিক্ষণ ও টিমের কর্মকর্তাদের ভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যাবলীর তদারকী।

অর্জন

ছাত্র-শ্রম শাখা হতে ছাত্র-শিক্ষক সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক সরকারকে অবহিতকরণের নিমিত্তে ০১ জানুয়ারী ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৭৭টি বিশেষ প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক বিশেষ প্রতিবেদনসহ সর্বমোট পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	কর্মসম্পাদন সূচক	প্রকৃত অর্জন
১.	ছাত্র সংগঠনগুলোর তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই	২১৯
২.	শ্রমিক সংগঠনগুলোর তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই	২০৪
৩.	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	১৭
৪.	অন্ত্র ও গোলাবারুণ সংক্রান্তে তথ্য সংগ্রহ ও FAMS সফটওয়্যারে এন্ট্রি।	৯৪০
৫.	শ্রমিক বিষয়ক প্রতিবেদন	৪৬
৬.	ছাত্র-শিক্ষক বিষয়ক প্রতিবেদন	৩১
৭.	ছাত্র-শিক্ষক ও শ্রমিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সম্পর্কে মাসিক ডিও লেটার প্রেরণ	১২
মোট-		১৪৬৯

পূর্ববর্তী কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বিষয়	অগ্রগতি
১.	২১০ টি ছাত্র সংগঠনের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই	২১৯ টি ছাত্র সংগঠনের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে।
২.	২০২ টি শ্রমিক সংগঠনের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই	২০৪ টি ছাত্র সংগঠনের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে।
৩.	১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	১৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
৪.	অস্ত্র ও গোলাবারহু সংক্রান্তে তথ্য সংগ্রহ ও FAMS সফটওয়্যারে এন্ট্রি।	হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত আছে।
৫.	২৬ টি শ্রমিক বিষয়ক প্রতিবেদন	৪৬ টি শ্রমিক বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
৬.	২৭ টি ছাত্র-শিক্ষক বিষয়ক প্রতিবেদন	৩১ টি ছাত্র-শিক্ষক বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনা

- গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার ব্যবহার, প্রোফাইল প্রস্তুতকরণে শাখার কার্যক্রম ডি-নথি ভুক্তকরণসহ দ্রুত ও আধুনিকীকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- জেলা পর্যায়ে ডিএসবি ও অন্যান্য মহানগর পর্যায়ে সিএসবি'র সাথে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়টি আরও স্থিতিশীল করার প্রক্রিয়া চলমান।
- কাজের গুণগত মান ও গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে কোন ধরণের কাজ করতে ইচ্ছুক তার মতামত বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তি পদায়ন করা;
- ছাত্র-শিক্ষক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বনের ব্যক্তিগত নথি (পিএফ) হালনাগাদকরণ;
- রাজনৈতিক শাখার PEP Software হতে ছাত্র-শিক্ষক ও শ্রমিক সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং
- বিশেষ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল তৈরি করা।

উপসংহার

ছাত্র-শ্রম শাখা ছাত্র-শিক্ষক ও শ্রমিক সংক্রান্তে নির্ভরযোগ্য ও বন্ধনিষ্ঠ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সকল ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও সংরক্ষণ করে হালনাগাদ ছাত্র ও শ্রমিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অগ্রিম তথ্য সরকারকে অবহিত করে জননিরাপত্তা, স্থিতিশীল সরকার ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে।

অধ্যায় ৫

ইমিগ্রেশন উইং

ইমিগ্রেশন উইংটি পরিচালিত হয় একজন ডিআইজি'র তত্ত্বাবধানে। ডিআইজি ইমিগ্রেশন-এর কাজের সুবিধার্থে তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে একজন অ্যাডিশনাল ডিআইজিসহ মোট ১৮ (আঠার) জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া তাঁর অধীনে ইমিগ্রেশন প্রশাসন শাখায় একজন, হ্যারত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা ইমিগ্রেশনে দুইজন, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সিলেট ইমিগ্রেশনে একজন, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চট্টগ্রাম ইমিগ্রেশনে একজন, ইমিগ্রেশন ল্যান্ড অ্যান্ড সি-পোর্ট ইস্ট-এ একজন, ইমিগ্রেশন ল্যান্ড অ্যান্ড সি-পোর্ট ওয়েস্ট-এ একজন, এসিসিও সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সে একজন, এসিসিও ভিসায় একজন, এসিসিও ডিপ্লোমেটিক অ্যান্ড প্রটোকলে একজন এবং পাসপোর্ট শাখায় একজন করে এসএস এর নেতৃত্বে মোট ছয়টি শাখা পরিচালিত হচ্ছে। নিম্নে শাখাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

অনুচ্ছেদ-১৫

ইমিগ্রেশন শাখা



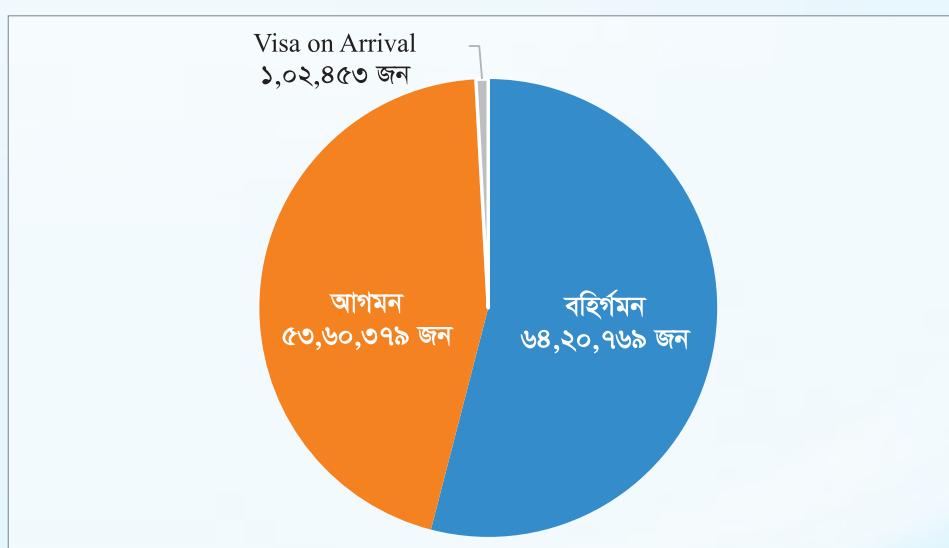
শাখা পরিচিতি

ইমিগ্রেশন প্রশাসন শাখা, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের মাধ্যমে এ শাখা বিদেশে গমনাগমনকারী দেশি-বিদেশি সকল যাত্রীকে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়া ইমিগ্রেশন পুলিশ বিদেশি নাগরিকদের Visa on Arrival প্রদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। উক্ত ইমিগ্রেশন পুলিশ মানব পাচার প্রতিরোধ এবং জঙ্গি তৎপরতা দমনে সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছে। পাশাপাশি দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ফৌজদারী মামলা সংক্রান্তে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ ও তদন্তকারী সংস্থার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আসামিদের বিদেশ গমন রোধ করার মাধ্যমে ইমিগ্রেশন পুলিশ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

শাখার কার্যক্রম

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ইমিগ্রেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সংখ্যাভিত্তিক তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

- বহির্গমন যাত্রীর সংখ্যা ৬৪,২০,৭৬৯ জন।
- আগমননী যাত্রীর সংখ্যা ৫৩,৬০,৩৭৯ জন।
- বিদেশি যাত্রীদের Visa on Arrival প্রদান ১,০২,৪৫৩ জন।
- জালজালিয়াতি সংক্রান্তে ৭৬ টি মামলা এবং
- মানব পাচার সংক্রান্তে ০৬ টি মামলা।



উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনা

১. যাত্রীর সেবার মান উন্নত করার লক্ষ্যে Third Terminal G APIS, E-Gate এর সঙ্গে যুগোপযোগী যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে হ্যারত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় আধুনিক টায়ার-৩ Data Center স্থাপন ও Immigration Management System (IMS) আরো আধুনিকায়ন;
২. সিসিটিভি সার্ভিলেপ এর কার্যক্রম আরো জোরাদার করা;
৩. সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে জি টু জি প্রক্রিয়ায় APIS (Advanced Passenger Information System) এর টেকনোলজি ক্রয় প্রতিযোগী সম্প্রসারণ;
৪. হ্যারত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চলমান তিনটি শিফটের পরিবর্তে চারটি শিফটে দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে অতিরিক্ত জনবলের ব্যবস্থাকরণ;
৫. হ্যারত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর Document Analysis Center (DAC) বা Second Line of Control Forgery Detection মালামাল সংগ্রহকরণ।

উপসংহার

হ্যারত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাবতীয় ইমিগ্রেশন কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানের যাত্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। যাত্রী সেবা আরও দ্রুত এবং আধুনিক করার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহকে আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন চলমান।



শাখা পরিচিতি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এ দেশের তিন দিকে ভারত এবং পূর্ব-দক্ষিণ দিকে মিয়ানমার অবস্থিত হওয়ায় ভারত এবং মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ইমিগ্রেশন ল্যান্ড অ্যান্ড সী-পোর্টস (ইস্ট) এর আওতাধীন ১৪ টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের মধ্যে ১২ টি স্থলবন্দর, ১ টি রেলওয়ে ইমিগ্রেশন, ১ টি সমুদ্র বন্দর এর ইমিগ্রেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে যাত্রীদের সেবা প্রদান করা হয়। ইমিগ্রেশন ল্যান্ড অ্যান্ড সী-পোর্ট ইস্ট শাখায় একজন বিশেষ পুলিশ সুপার ও একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ ৪১ (একচাল্লিশ) জন পুলিশ সদস্য কর্মরত আছেন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে একজন পুলিশ পরিদর্শকসহ ২২ (বাইশ) জন পুলিশ সদস্য কর্মরত আছে।

শাখার কার্যক্রম

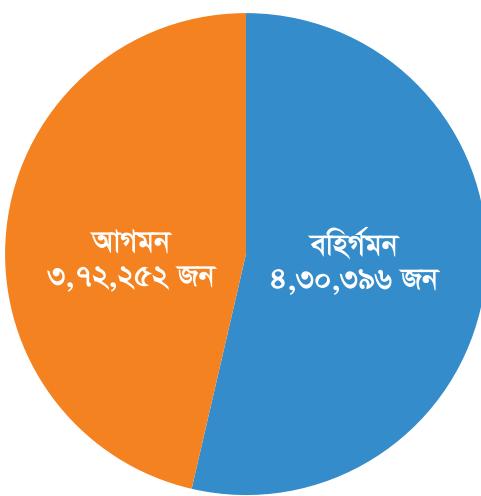
ইমিগ্রেশন ল্যান্ড অ্যান্ড সী-পোর্ট ইস্ট-এর আওতাধীন ১৪টি চেকপোস্ট (স্থলবন্দর, রেলওয়ে এবং সমুদ্র বন্দর) রয়েছে। প্রত্যেকটি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের নামে পৃথক পৃথক ফাইল নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং চেকপোস্টসমূহকে দুইটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগের দায়িত্ব একজন পুলিশ পরিদর্শকের উপর ন্যাস্ত করা আছে।

১৪ টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের মধ্যে ১২ টি স্থলবন্দর, ১ টি রেলওয়ে ইমিগ্রেশন, ১ টি সমুদ্র বন্দর এর ইমিগ্রেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে যাত্রীদের সেবা প্রদান করা হয়।

অর্জন

ইমিগ্রেশন ল্যান্ড অ্যান্ড সী-পোর্ট ইস্ট-এর আওতাধীন ১৪টি চেকপোস্ট (১২ টি স্থলবন্দর, ১ টি রেলওয়ে ইমিগ্রেশন ও ১ টি সমুদ্রবন্দর) রয়েছে। এই ১৪টি চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশি-বিদেশি যাত্রী গমনাগমন করে থাকেন। বিভিন্ন চেকপোস্ট দিয়ে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বমোট ৩,৭২,২৫২ জন দেশি-বিদেশি যাত্রীর আগমন; ৪,৩০,৩৯৬ জন দেশি-বিদেশি যাত্রীর বহিগমন এবং আদালত ও তদন্তকারী সংস্থার অনুরোধে ২৪৩৮ জনের বিদেশ গমন রোধ করা হয়। এভাবে সর্বমোট ৮,০২,৬৪৮ জন যাত্রীর ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন করা যাত্রীদের নিকট হতে মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ২৯,৬৯,৩৬,৩৭৬ (উন্নতি কোটি উন্নতি লক্ষ ছয়ত্রিশ হাজার তিনিশত ছিয়াত্তর) টাকা।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ১৪ টি চেকপোস্ট দিয়ে মোট বহিগমন ও আগমন



ইমিগ্রেশন ল্যান্ড অ্যান্ড সী-পোর্টের আওতাধীন বিভিন্ন রেল ও সমুদ্র বন্দরসমূহে আমদানীকৃত পণ্য সামগ্রি থেকে আদায়কৃত শুল্ক হতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কারণে দেশের অর্থনৈতির ঢাকা গতিশীল হচ্ছে।

ভারত ও মায়ানমারের সাথে যাত্রী গমনাগমনের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করণের ফলে উভয় দেশের সাথে অর্থনৈতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুড়ং হচ্ছে।

২০২২ খ্রিস্টাব্দের গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ক) বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে স্পেশাল ব্রাউজ, ঢাকার বিদ্যমান Main Server (Fortrack)D এর সাথে সকল স্কুল রেলওয়ে ও সমূদ্র বন্দর ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে বিটিসিএল হতে সংযোগ নিয়ে এর মাধ্যমে LAN, WAN, ইন্টারনেট Online সংযোগ করার লক্ষ্যে নেটওয়ার্ক সুইচবক্স স্থাপন পূর্বক Online কার্যক্রম চালু রয়েছে।
- খ) আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। যেসব জেলায় ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট রয়েছে সেসব জেলা হতে আনুপাতিক হারে পুলিশ সদস্যদের স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স, এসবি, ঢাকার মাধ্যমে ইমিগ্রেশন বিষয়ে ইমিগ্রেশন ওরিয়েন্টেশন কোর্স, দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স, রিফ্রেসার কোর্স, প্রি-ইমিগ্রেশন কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। দেশের সকল স্কুলবন্দর, সমূদ্র, নদী বন্দর ও রেলওয়ে ইমিগ্রেশনসমূহে আধুনিক ও যুগোপযোগী নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- গ) সিলেট জেলার তামাবিল, শেওলা, জকিগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া, ফেনী জেলার বিলোনিয়া, কুমিল্লা জেলার বিবির বাজার, হবিগঞ্জ জেলার বাল্লা ইমিগ্রেশন ভবনের বন্ধ থাকা নির্মাণ কাজ অন্তিবিলম্বে চালু করনের লক্ষ্যে বিস্তারিত প্রতিবেদন এই শাখা হতে পুলিশ সদর দপ্তরের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঘ) জুড়ি বটুলী ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের নিজস্ব ৭ শতক জমি রয়েছে যা ইমিগ্রেশন কার্যক্রমের জন্য অপ্রতুল। ইমিগ্রেশন কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে চেকপোস্টে প্রয়োজনীয় স্থাপনা তৈরী করার জন্য বর্তমান নিজস্ব ৭ শতক জমির সাথে আরও প্রয়োজনীয় জমি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর মাধ্যমে অধিগ্রহণ করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ সুপার, জেলা বিশেষ শাখা, মৌলভীবাজার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঙ) টেকনাফ ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে নিজস্ব জমি ও ভবন না থাকায় ইমিগ্রেশন অফিস স্কুলবন্দর কর্তৃপক্ষের ভবনে বরাদ্দ রয়েছে। রোহিঙ্গা সমস্যার কারণে গত ০৯/১০/২০১৬ খ্রি. হতে উক্ত ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে সাধারণ যাত্রীদের গমনাগমন ও ইমিগ্রেশন কার্যক্রম আপাতত: বন্ধ আছে। টেকনাফ ইমিগ্রেশন চেকপোস্টটি আন্তর্জাতিক মানের চেকপোস্ট হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সীমান্ত এলাকায় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের জায়গার পাশে এক একর জমি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর মাধ্যমে অধিগ্রহণ/ক্রয় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ সুপার, জেলা বিশেষ শাখা, কুমিল্লা বাজার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- চ) খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড় উপজেলায় স্কুলবন্দর ইমিগ্রেশন কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে নবনির্মিত স্কুলবন্দর ভবনে কক্ষ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইটি মালামাল ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। চেকপোস্ট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ইমিগ্রেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির পরপরই ইমিগ্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে।
- ছ) ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলাধীন আখাউড়া উপজেলার গঙ্গাসাগর-আগরতলা রেলওয়ে স্কুলবন্দর কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে নবনির্মিত রেলওয়ে ভবনে কক্ষ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইটি মালামাল ও নেটওয়ার্কিং সামগ্রী সরবরাহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চেকপোস্ট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের প্রশিক্ষণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ইমিগ্রেশনের কার্যক্রম শুরু হবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির পরপরই।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন:

- ক) আধুনিক ও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যেসকল জেলায় ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট রয়েছে সেসব জেলা হতে আনুপাতিক হারে পুলিশ সদস্যকে স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স, এসবি, ঢাকার মাধ্যমে ইমিগ্রেশন বিষয়ে ইমিগ্রেশন কোর্স, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স, রিফ্রেসার কোর্স, এবং প্রি-ইমিগ্রেশন কোর্সসহ অন্যান্য প্রশিক্ষনের সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- খ) ইমিগ্রেশন ল্যান্ড এন্ড সী-পোর্টস (ইস্ট) শাখার আওতাধীন সকল স্কুলবন্দর, সমূদ্র বন্দর, নদী বন্দর ও রেলওয়ে ইমিগ্রেশন সমূহকে বিদ্যমান আধুনিক ও যুগোপযোগী নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আরো যুগোপযোগী ও গতিশীল করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- গ) ইমিগ্রেশন চেকপোস্টসমূহকে এসবি, সদর দপ্তরের সাথে আইপি ও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি সংযোগ স্থাপনপূর্বক আরও জোরালো ও নিরবচ্ছিন্ন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

- ঘ) সকল ইমিগ্রেশন ল্যান্ড পোর্টস, রেল ও সী-পোর্টসসমূহের কার্যক্রমে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা আরো জোরালো ও নিরবচ্ছিন্ন করাসহ এসবি সদর দপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে সংযোগ স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
- ঙ) নতুন ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপিত হওয়ায় ক্রমান্বয়ে জনবল ও লজিস্টিক সহায়তা আরও বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ দেশের সকল ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এসবি সদর দপ্তর থেকে এসবির নিজস্ব প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল পদায়ন করা;
- চ) ইমিগ্রেশন কার্যক্রম দ্রুত ও সুচারূপে সম্পন্ন করার জন্য আখাউড়া, তামাবিল, বিবির বাজার ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের জন্য প্রস্তাবিত নিজস্ব ভবনের বন্ধ থাকা নির্মাণ কাজ অতি দ্রুত শুরু করে সম্পন্ন করা;
- ছ) যাত্রীদের দ্রুততম সময়ে অর্থাৎ ১.৩০ মিনিটের মধ্যে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টসমূহে কর্মরত জনবলকে আরো দক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্য এসবি স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স এর মাধ্যমে রিফ্রেসার ও ওরিয়েন্টেশন কোর্সসহ অন্যান্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স করানো হচ্ছে।
- জ) ইমিগ্রেশন কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন ও গতিশীল রাখার স্বার্থে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি যথা সার্ভার, এসএফপি মডিউল-১, আরজে-৪৫ কানেক্টর, ই-পাসপোর্ট রিডার, ফায়ারওয়াল, রাউটার, রিডিং মডেম, মিডিয়া কনভার্ট, ক্যাট- ০৬, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, অনলাইন ও অফলাইন ইউপিএস ইত্যাদিসহ আরো পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার সামগ্রী মজুদ করা;
- ঝ) রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের অগ্রযাত্রায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গৃহীত যুগোপযোগী পদক্ষেপের সাথে স্পেশাল ব্রাউঞ্জ ও তার লক্ষ্য অর্জনে বর্তমানে এসবি প্রধানের দক্ষ ও গতিশীল নেতৃত্বে ইমিগ্রেশন বিভাগ তথা ল্যান্ড এ্যান্ড সী-পোর্টস (ইস্ট) শাখা তার নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

উপসংহার

দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে স্থলবন্দর, সমুদ্র বন্দরসমূহ দিয়ে অ্যাচিত এবং অবৈধভাবে যাতে কোন বিদেশি নাশকতাকারী অনুপ্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইমিগ্রেশন ল্যান্ড অ্যান্ড সি পোর্ট কাজ করে যাচ্ছে। ইমিগ্রেশন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতিসহ ইলেক্ট্রনিক নোটিং, ইলেক্ট্রনিক ফাইলিং ও ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর চালু করার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।



শাখা পরিচিতি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এ দেশের তিন দিকে ভারত এবং পূর্ব-দক্ষিণ দিকে মায়ানমার অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের সাথে ভারত এবং মিয়ানমারের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ইমিগ্রেশন ল্যান্ড এ্যান্ড সী পোর্টস (ওয়েস্ট) এর আওতাধীন ১৫ টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের মধ্যে ৯টি স্থলবন্দর, ২টি রেলওয়ে ইমিগ্রেশন, ২টি সমুদ্র বন্দর এবং ২টি নদী বন্দর চেকপোস্ট এর মাধ্যমে ইমিগ্রেশনের কার্যক্রমের মাধ্যমে যাত্রীদের সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও বর্তমানে ১টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে।

ইমিগ্রেশন ল্যান্ড এ্যান্ড সী-পোর্ট ওয়েস্ট শাখায় একজন বিশেষ পুলিশ সুপার, একজন সহকারী পুলিশ সুপারসহ ৭০ (সম্মত) জন সদস্য কর্মরত আছেন। বেনাপোল স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, যশোর এ দুইজন পুলিশ পরিদর্শকসহ ৪১ (একচাল্লিশ) জন, (আটজন কনস্টেবল বাহির জেলা হতে প্রাপ্ত) সদস্য কর্মরত আছে।

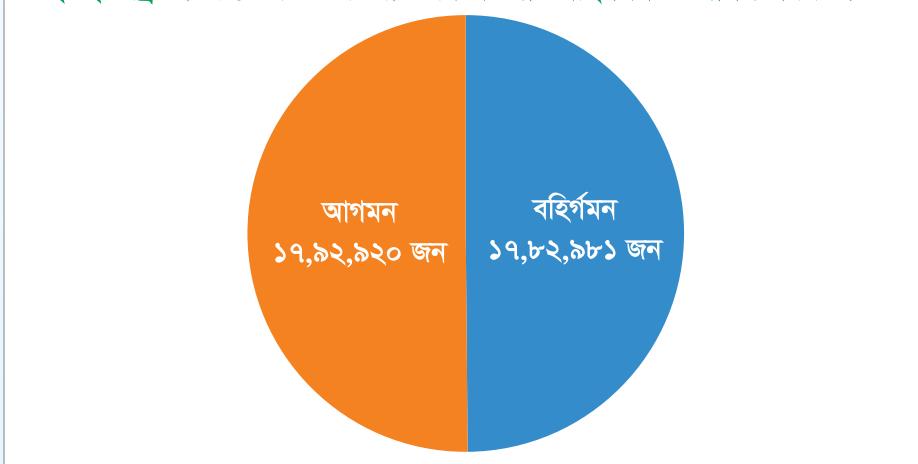
শাখার কার্যক্রম

ইমিগ্রেশন ল্যান্ড এ্যান্ড সী-পোর্ট ওয়েস্ট-এর আওতাধীন ১৫টি চেকপোস্ট (স্থলবন্দর, রেলওয়ে সমুদ্র বন্দর এবং নদী বন্দরসহ) রয়েছে। প্রত্যেকটি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের নামে পৃথক পৃথক ফাইল নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং চেকপোস্টসমূহকে দুইটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগের দায়িত্ব একজন পুলিশ পরিদর্শকের উপর ন্যাস্ত করা আছে। ইমিগ্রেশন ল্যান্ড এ্যান্ড সী পোর্টস (ওয়েস্ট) এর আওতাধীন ১৫ টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের মধ্যে ৯টি স্থলবন্দর, ২টি রেলওয়ে ইমিগ্রেশন, ২টি সমুদ্র বন্দর এবং ২টি নদী বন্দর চেকপোস্ট এর মাধ্যমে ইমিগ্রেশনের কার্যক্রমের মাধ্যমে যাত্রীদের সেবা প্রদান করা হয়।

অর্জন

ইমিগ্রেশন ল্যান্ড এ্যান্ড সী-পোর্ট ওয়েস্ট শাখার আওতাধীন ১৫টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের মধ্যে ৯টি স্থলবন্দর, ২টি রেলওয়ে, ২টি সমুদ্র বন্দর ও ২টি নদী বন্দর দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতসহ অন্যান্য দেশি-বিদেশি যাত্রীগণ গমনাগমন করে থাকেন। বিভিন্ন ইমিগ্রেশন ও চেকপোস্ট দিয়ে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বমোট ১৭,৯২,৯২০ জন দেশি-বিদেশি যাত্রীর আগমন এবং ১৭,৮২,৯৮১ জন দেশি-বিদেশি যাত্রীর বহির্গমনসহ সর্বমোট ৩৫,৭৫,৯০১ জন যাত্রীর ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত বহির্গমন যাত্রীদের নিকট হতে মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ১২৫,৫২,৪৮,১৫২/- (একশত পঁচিশ কোটি বায়ান লক্ষ আটচাল্লিশ হাজার একশত বায়ান টাকা)।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ১৫ টি চেকপোস্ট দিয়ে মোট বহির্গমন ও আগমনের চিত্র:



ইমিগ্রেশন ল্যান্ড এন্ড সী-পোর্টস এর আওতাধীন বিভিন্ন নদী ও সমুদ্র বন্দরসমূহে আমদানীকৃত পণ্যসামগ্রী থেকে আদায়কৃত শুল্ক হতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কারণে দেশের অর্থনৈতিক ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

ভারত ও মায়ানমারের সাথে যাত্রী গমনাগমনের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ইমিগ্রেশন কার্যক্রমের ফলে উভয় দেশের সাথে অর্থনৈতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুন্দর হচ্ছে।

২০২২ এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ক) পটুয়াখালী জেলাধীন পায়রা সমুদ্র বন্দরের ইমিট্রেশন কার্যক্রম মংলা সমুদ্র বন্দরে পরিচালিত হয়ে আসছিল। বর্তমানে পায়রা সমুদ্র বন্দরের ইমিট্রেশন কার্যক্রম পায়রা সমুদ্র বন্দরেই সম্পাদকরণের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলা পুলিশের প্রয়োজনীয় জনবল মনোনয়নপূর্বক এসবি ট্রেনিং স্কুল থেকে ইমিট্রেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করে পদায়ন করা হয়েছে। এই প্রক্ষিতে সেখানে ইমিট্রেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বন্দর কর্তৃপক্ষের ভবনে ইমিট্রেশন কার্যক্রমের জন্য কক্ষ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এসবি সদর দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও আইটি নেটওয়ার্ক মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে। পায়রা সমুদ্র বন্দর ইমিট্রেশনের কার্যক্রম ইতোমধ্যেই স্পেশাল ব্রাঞ্চ এর ল্যান্ড এ্যান্ড সী-পোর্টস শাখার তত্ত্ববধানে শুরু হয়েছে।
- খ) কুড়িগ্রাম জেলাধীন সোনাহাট স্থলবন্দর ইমিট্রেশন কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে এই সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে স্থলবন্দর ভবনে কক্ষ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও আইটি নেটওয়ার্ক মালামাল সরবরাহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- গ) নীলফামারী জেলাধীন চিলাহাটী রেলওয়ে ইমিট্রেশন কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, লজিস্টিক ও নেটওয়ার্ক মালামালের চাহিদা সম্বলিত বিস্তারিত প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঘ) মেহেরপুর জেলাধীন মুজিবনগর স্থলবন্দর ইমিট্রেশন কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে এই শাখা থেকে বিস্তারিত প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঙ) চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন দর্শনা, সাতক্ষীরা জেলাধীন ভোমরা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন সোনামসজিদ ল্যান্ড পোর্ট ইমিট্রেশন কার্যক্রম ইতিমধ্যেই নবনির্মিত নিজস্ব ভবনসমূহ থেকে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও পঞ্চগড় জেলাধীন বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্ট ইমিট্রেশন এর নিজস্ব ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে।
- চ) সকল ইমিট্রেশন চেকপোস্ট নিয়মিত সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম আরো জোরদার করা হয়েছে।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

- ক) আধুনিক ও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যেসকল জেলায় ইমিট্রেশন চেকপোস্ট রয়েছে সে সকল জেলা হতে আনুপ্রাতিক হারে পুলিশ সদস্যদের স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স, এসবি, ঢাকার মাধ্যমে ইমিট্রেশন বিষয়ে ইমিট্রেশন কোর্স, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স, রিফ্রেসার কোর্স এবং প্রি-ইমিট্রেশন কোর্স করানো এবং প্রশিক্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- খ) ইমিট্রেশন ল্যান্ড এ্যান্ড সী-পোর্টস (ওয়েস্ট) শাখার আওতাধীন সকল স্থলবন্দর, সমুদ্র বন্দর, নদী বন্দর ও রেলওয়ে ইমিট্রেশনসমূহকে বিদ্যমান আধুনিক ও যুগেয়োগী নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আরো যুগেয়োগী ও গতিশীল করার কার্যক্রম গ্রহণ;
- গ) সকল ইমিট্রেশন চেকপোস্টকে এসবি, সদর দপ্তরের সাথে আইপি ও সিসি ক্যামেরার সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন আরো জোরালো ও নিরবচ্ছিন্ন করা;
- ঘ) সকল ইমিট্রেশন ল্যান্ডস, রেল ও সী-পোর্টসসমূহের ইমিট্রেশন কার্যক্রমে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা আরো জোরালো ও নিরবচ্ছিন্ন করা এবং এসবি সদর দপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে সংযোগ স্থাপন;
- ঙ) নতুন ইমিট্রেশন চেকপোস্ট স্থাপিত হওয়ায় ক্রমান্বয়ে জনবল ও লজিস্টিক সহায়তা আরো বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ দেশের সকল ইমিট্রেশন চেকপোস্ট এসবি সদর দপ্তর থেকে এসবির নিজস্ব প্রশিক্ষিত দক্ষ ও জনবল পদায়ন করা যেতে পারে।
- চ) ইমিট্রেশন কার্যক্রম দ্রুত ও সুচারুপে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে বেনাপোল স্থলবন্দর এবং বাংলাবান্ধা ইমিট্রেশন চেকপোস্টে ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। দর্শনা, ভোমরা, সোনামসজিদ, হিলি ও বুড়িমারী ইমিট্রেশন চেকপোস্টে ই-গেইট স্থাপন;
- ছ) যাত্রীদের দ্রুত সময়ে অর্থাৎ ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে ইমিট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিয়ে ইমিট্রেশন পোস্টসমূহে কর্মরত জনবলকে আরো দক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে এসবি স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স এর মাধ্যমে রিফ্রেসার ও ওরিয়েন্টেশন কোর্সসহ আরও যুগেয়োগী কোর্স করানো;

- জ) ইমিগ্রেশন কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন ও গতিশীল রাখার স্বার্থে আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি যথা সার্ভার, এসএফপি মডিউল-১, আরজে-৪৫ কানেক্টর, ই-পাসপোর্ট, রিডার, ফায়ারওয়াল, রাউটার, রেডিও মডেম, মিডিয়া কনভার্টার, ক্যাট-৬ ক্যাবল, অপিটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, অনলাইন ও অফলাইন ইউপিএস ইত্যাদিসহ আরো পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় করে মজুদ রাখা;
- ঝ) রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অধ্যাত্মায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গৃহীত যুগোপযোগী পদক্ষেপের সাথে স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান এসবি প্রধানের দক্ষ ও গতিশীল নেতৃত্বে ইমিগ্রেশন বিভাগ তথা ল্যান্ড এ্যান্ড সী-পোর্টস (ওয়েস্ট) শাখা তার নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

উপসংহার

বিভিন্ন জেলা অফিস, সংস্থা ও মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইমিগ্রেশন স্তুল, রেলওয়ে, সমুদ্রবন্দর ও নদী বন্দর চেকপোস্টসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। Black Listed বা Stop Listed কোন ব্যক্তি যাতে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে আগমন ও বর্হিগমন করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য ইমিগ্রেশন চেকপোস্টসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং নিবিড়ভাবে তদারকি করা হয়। নানারকম সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যমান ইমিগ্রেশন চেকপোস্টগুলোর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।

এসসিও সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স শাখা



শাখা পরিচিতি

এসসিও সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স শাখা বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের বিষয়ে অনুসন্ধান, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও আইনগত ব্যবস্থা এহণে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই শাখা অবৈধ বিদেশিদের সনাক্ত করে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমিক অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন অনিয়ম দূরীকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই শাখা কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের ফলে অবৈধভাবে অবস্থানকারী বিদেশি নাগরিকগণকে নিয়ম ও বিধির আওতায় আনাসহ আয়কর প্রদানে উদ্বৃদ্ধ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আয়কর বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং একই সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ ছাড়পত্র নিশ্চিতের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নে এ শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও মানব পাচার রোধে এ শাখার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এসসিও সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এর অতীব গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহের মধ্যে অন্যতম। গুরুত্বপূর্ণ এই শাখায় একজন এসএস ও দুইজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট ৭৩ (তিয়াত্ত্ব) জন সদস্য দায়িত্বরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

- ১) বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র সংক্রান্তে মতামত প্রদান;
- ২) বাংলাদেশি নাগরিকদের বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন ও প্রাক-পরিচিতি যাচাই সংক্রান্তে মতামত প্রদান;
- ৩) Nationality verification under European Union (EU)-SOP সংক্রান্তে কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও প্রতিবেদন তৈরি করণ;
- ৪) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, আইন ও আন্তর্জাতিক কোম্পানি সংক্রান্তে মতামত প্রদান ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ;
- ৫) বিদেশি অনুদান/অর্থায়ন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সংক্রান্ত মতামত প্রদান;
- ৬) আইনানুগ অভিভাবকত্ব, পাসপোর্ট প্রদান ও বিদেশ গমন সংক্রান্তে মতামত প্রদান;
- ৭) রেডিও, টেলিভিশন ও কমিউনিটি রেডিওর বেতার তরঙ্গ প্রদান ও শেয়ার হস্তান্তর বিষয়ে মতামত প্রদান;
- ৮) মানব পাচার ও মানবাধিকার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং মতামত প্রদান;
- ৯) পার্বত্য বা স্পর্শকাতর এলাকায় বিদেশি নাগরিকদের গমনাগমন বিষয়ে মতামত প্রদান;
- ১০) বিদেশি নাগরিক কর্তৃক সংগঠিত মুদ্রা জাল, মানি লভারিং, অর্থনৈতিক অপরাধ ও চোরাচালান সংক্রান্ত মতামত প্রদান;
- ১১) সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, খেলাধুলা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, কনফারেন্স, সেমিনার, মিটিং ও লিট ফেষ্টিভ্যাল সংক্রান্তে মতামত প্রদান;
- ১২) আন্তর্জাতিক সন্তাসবাদ, জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদী ও বিদ্রোহী সংগঠন সংক্রান্তে তথ্য অনুসন্ধান;
- ১৩) বিদেশি নাগরিক কর্তৃক সংগঠিত মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্র ত্রয়-বিক্রয় অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ;
- ১৪) রিকুটিং এজেন্সী এবং ট্রাভেল এজেন্সী সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ১৫) মেগা প্রজেক্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ১৬) অবৈধ/অসদাচরণকারী বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, তালিকাভূক্তকরণ, কালো তালিকা প্রত্যাহার, ডিপোর্ট ও বহিস্থান সংক্রান্ত কার্যক্রম।

অর্জন

এই শাখা কর্তৃক গত ০১-০১-২০২৩ খ্রি. হতে ৩১-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত (বিদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র ও অন্যান্য বিষয়ে) সর্বমোট- ১৬,০৪৯ জন বিদেশী নাগরিককে সেবা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া এই শাখা কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের ফলে অবৈধভাবে অবস্থানকারী বিদেশী নাগরিকগণকে নিয়মের আওতায় আনাসহ আয়কর প্রদানে উদ্বৃদ্ধ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ৫১৩,৪১,৯৪,৩৫০ (পাঁচশত তের কোটি একচাল্লিশ লক্ষ চুরানবই হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা জমা প্রদান করতে সহায়তা করেছে। এছাড়াও শাখার অন্যান্য কার্যক্রমের তালিকা উল্লেখ করা হলো-

বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত বিদেশীদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	প্রকল্প	বিদেশী (জন)
১.	পদ্মা বহুমুখী সেতু	৫৪
২.	ঢাকা মেট্রোরেল	৩৩৫
৩.	ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানা	২০৮
৪.	আঙ্গগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প	১১৩
৫.	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও পায়রা সমুদ্র বন্দর	১৬২০
৬.	রামপাল কঘলা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	৫০১
৭.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৪৮৮৪
৮.	মাতারবাড়ী তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	৪৬৮
৯.	বড় পুরুরিয়া কঘলা খনি	২৮২
১০.	বাঁশখালি ২ × ৬১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প (চট্টগ্রাম)	১০৬
১১.	Expansion and Strengthening of Power System Network Project (ডিপিডিসি)	১৪৩
১২.	ঢাকা আঙ্গলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	২৫৪
১৩.	ফার্স্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	৩০০
১৪.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্প	১৫৩
১৫.	কর্ণফুলি টানেল	২২৭
		সর্বমোট
		৯,৬৪০ জন

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদেশী (জন)
১.	বিদেশী নাগরিকদের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স প্রদান	১২০৫৪
২.	বিদেশে অবস্থানরত/আটককৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রাক পরিচিতি যাচাই	১৭২৩
৩.	বেসরকারী টেলিভিশন/রেডিও-এর অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত মতামত	১৫
৪.	বিদেশী নাগরিকদের পার্বত্য জেলা ভ্রমণ সংক্রান্ত মতামত	২৬৯
৫.	দণ্ডক সংক্রান্ত মতামত	২৩
৬.	চুক্তি সংক্রান্ত মতামত	৩৬
৭.	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ছাড়পত্র	৮৮
৮.	কলো তালিকাভুক্তির প্রস্তাব প্রেরণ	০৮
৯.	Stop List করার প্রস্তাব প্রেরণ	১৮৮
১০.	Deportee করণ	১৫৪
১১.	অবৈধ বিদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা	১৪৩
১২.	এসওপি সংক্রান্ত মতামত প্রদান	১২৮৮
১৩.	বিমানবন্দরে বিদেশী নাগরিকদের Refuse করা	৫১
১৪.	বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান	৫৭

এছাড়াও অবৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকগণ থেকে ট্যাক্সি আদায়ের পরিমাণ- ৫১৩,৮১,৯৪,৩৫০/- (পাঁচশত তের কোটি একচালিশ লক্ষ চুরানবই হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

১. বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকগণের অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্তে অনুসন্ধানপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট মতামত প্রদান করা;
২. বিদেশিদের সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানকালে দেশের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া;
৩. দেশের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখার পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তার প্রতি হৃষাকিসমূহ নিরূপণপূর্বক তা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা;
৪. বিদেশি নাগরিকগণ যথাযথ শ্রেণির ভিসা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মে নিয়োজিত হচ্ছেন কিনা তা যাচাই করা;
৫. অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশি নাগরিকগণকে আইনের আওতায় আনার লক্ষ্যে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা;
৬. গোপন অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত তথ্য সংক্রান্তে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রেরণ করা;
৭. সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেগা প্রকল্পে কর্মরত বিদেশিদের বিষয়ে সার্বক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন ইউনিটের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;
৮. দেশি এবং বিদেশি এনজিওতে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র বিষয়ে মতামত প্রদান করা;
৯. দক্ষক সন্তান বিদেশে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক অভিভাবকদের আবেদনের বিষয়ে মতামত প্রদান করা;
১০. বিদেশে আটককৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের পিসি ও পিআর যাচাইপূর্বক ট্রাভেল পারমিটের বিষয়ে মতামত প্রদান করা;
১১. বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির বিষয়ে মতামত প্রদান এবং বিভিন্ন এমওইউ এর মতামত প্রদান করা;
১২. ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে অবৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ইইউ-বাংলাদেশ এসওপি সংক্রান্তে RCMS এর কার্যক্রম পরিচালনা করা;
১৩. বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিদেশি শিল্পী এবং কলাকুশলীদের উপস্থিতির বিষয়ে মতামত প্রদান করা এবং
১৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশি নাগরিকদের ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে নিরাপত্তার বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান করা।

উপসংহার

এসসিও সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স শাখা বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের বিষয়ে অনুসন্ধান, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর। অবৈধ বিদেশিদের সনাক্ত করে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমিক অভিযানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনিয়ম দূরীকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই শাখা কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের ফলে অবৈধভাবে অবস্থানকারী বিদেশি নাগরিকগণকে নিয়মের আওতায় এনে আয়কর প্রদানে উন্নুন্দ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আয়কর বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা প্রদানে এবং একই সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ ছাড়পত্র নিশ্চিতের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করা হচ্ছে।



শাখা পরিচিতি

এসিও ভিসা শাখা স্পেশাল ব্রাফ্ফের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বাংলাদেশের বিভিন্ন মেগা প্রকল্প, কলকারখানা, পোশাক শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে গমনাগমন এবং অবস্থান করেন। এসিও ভিসা শাখা এ সকল বিদেশী নাগরিকের ভিসা নবায়ন, অবৈধ অবস্থান সনাক্তকরণ এবং ভিসা নীতিমালা পরিপন্থী কাজ রোধকল্পে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে দক্ষতা ও পেশাদারিতের পরিচয় দিয়ে থাকে।

শাখার কার্যক্রম

এসিও ভিসা শাখা কর্তৃক মেয়াদোভীর্ণ বা জাল ভিসায় বাংলাদেশে বিদেশীদের অবস্থান, অবৈধ ব্যবসা বাণিজ্য জড়িত হওয়া, সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া ও বিভিন্ন প্রতিঠানে বিদেশী নাগরিক নিয়োগে অনিয়মসহ বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদের ভিসা পরিপন্থী কার্যক্রম সনাক্তকরণের নিমিত্ত নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হয়। এছাড়াও বিদেশী নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকার সেবা দানের পাশাপাশি গোপনীয় সংবেদনশীল গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণসহ নিয়মিত গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে আগত বিদেশী নাগরিকদের ভিসার অপব্যবহার, জাল ভিসা সংগ্রহ ও আয়কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে কর্ম নিযুক্ত বিদেশীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি নিয়মিত গোয়েন্দা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে এসিও ভিসা শাখায় উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ভিসা সংক্রান্ত সেবা প্রদান	NVR (No Visa Required For Travel To Bangladesh)	NCB (National Central Bureau)	Foreigners Registration (FR)			Deportee (দেশ ত্যাগ) এর সংখ্যা	Deportee (দেশ ত্যাগ) বাবদ সরকারি রাজস্ব আদায়
			রেজিস্ট্রেশন	বিলম্বে রেজিস্ট্রেশন	জরিমানা আদায়		
২২,২৫০ জন	১,০৮৯ জন	১২২ টি প্রতিবেদন	২০,২৩৫ জন	৮৬০ জন	৩৬,৯৪,৫০০/- (ছত্রিশ লক্ষ চুরানবই হাজার পাঁচশত) টাকা।	২,৪০৭ জন	১০,৫২,০৬,০০০/- (দশ কোটি বায়ান লক্ষ ছয় হাজার) টাকা।

ভিসা সংক্রান্ত

বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, ছাত্র, পর্যটক, চাকুরিজীবী ও অন্যান্য ভিসা প্রার্থীদের ভিসার মেয়াদ
বৃদ্ধির আবেদন সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ, প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের
মাধ্যমে ২২, ২৫০ জন সেবা গ্রহীতাকে ভিসা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এনভিআর (No Visa Required for Travel to Bangladesh)

এনভিআর আবেদন সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ, প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের
মাধ্যমে ১০৮৯ জন সেবা গ্রহীতাকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এনসিবি (National Central Bureau)

এনসিবি ঢাকার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের এনসিবি হতে প্রাণপত্রের মর্মানুযায়ী কোন ব্যক্তির গমনাগমন সংক্রান্ত তথ্য, ক্রিমিনাল
রেকর্ড, পরিচয়, অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক ১২২ টি এনসিবি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

ফরেনেস রেজিস্ট্রেশন (Foreigners Registration)

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে এসবি মালিবাগ এফআর শাখা এবং হযরত শাহজালাল আর্টজাতিক বিমানবন্দর এফ আর শাখা হতে
সর্বমোট ২০,২৩৫ জন ভারত এবং পাকিস্তানের নাগরিকের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। বিলম্বে রেজিস্ট্রেশন করায়
৮৬০ জনের নিকট থেকে ৩৬,৯৪,৫০০/- (ছত্রিশ লক্ষ চুরানবই হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অবৈধ বিদেশী নাগরিকদের ডিপোর্টকরণ

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে এসিও ভিসা শাখা কর্তৃক বাংলাদেশে অবৈধভাবে বসবাসরত বিদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান
পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ সনাক্তকৃত ২৪০৭ জন বিদেশী নাগরিককে Deportee হিসেবে নিজ দেশে প্রেরণ করা হয়।

সরকারী রাজস্ব আদায়ে ভূমিকা

এসসিও ভিসা শাখা বাংলাদেশে অবৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদের আয়করের আওতায় এনে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে অত্র শাখা কর্তৃক বিদেশী নাগরিকদের নিকট থেকে ১০,৫২,০৬, ০০০/- (দশ কোটি বায়ন লক্ষ ছয় হাজার) টাকা আয়কর আদায় হয়েছে। এছাড়া অবৈধভাবে কর্মে নিযুক্ত বিদেশী নাগরিকগণ কর্মানুমতি গ্রহণের মাধ্যমে আয়করের আওতায় আসছেন যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

মেডিকেল কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি/ফোকাল পয়েন্ট এর সাথে মতবিনিময় সভা

বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মতামতসমূহ বিবেচনায় নিয়ে যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে সে সকল বিষয়সমূহ সমাধান করা হয়। এসসিও ভিসা শাখা ইতোমধ্যে বাংলাদেশে অধ্যয়নরত ৬৭১০ জন ছাত্র ছাত্রীর তালিকা প্রস্তুত করেছে। এ সকল ছাত্র ছাত্রী তাদের পড়াশুনা শেষ করে যথাসময়ে যাতে বাংলাদেশ ত্যাগ করে এবং অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের তাগিদ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

তাবলীগ জামায়েত সংক্রান্ত

এসসিও ভিসা শাখা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে তাবলীগ জামায়েতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগত ও অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদের সার্বক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ ও নিরীক্ষণ করে থাকে। বিদেশী নাগরিকগণ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুল হতে পারে কিংবা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত্রমূলক কোন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে এমন কার্যক্রম কিংবা ধর্মীয় উক্ফানিমূলক কোন বজ্রব্য প্রদান করে কি-না সে বিষয়ে এসসিও ভিসা শাখা নিয়মিত নজরদারি করে।

বিশ্ব ইজতেমা

এসসিও ভিসা শাখা অত্যন্ত দক্ষতা ও সাফল্যের সহিত গত ১৩.০১.২০২৩ হতে ১৫.০১.২০২৩ খ্রিৎ এবং ২০.০১.২০২৩ হতে ২২.০১.২০২৩ খ্রিৎ তারিখে গাজীপুর জেলার টঙ্গী ময়দানে দুই পর্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী বিশ্বের ৭০ টি দেশ হতে আসা ১৫,৫৫৭ জন বিদেশী নাগরিকের রেজিস্ট্রেশন, নিরীক্ষণ ও নজরদারি করে। তাদের আগমনী ভিসার মতামত ও ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম দ্রুত ও আন্তরিকভাবে সহিত সম্পূর্ণ করে।

২০২২ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনে উল্লেখিত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

এসসিও ভিসা শাখার ১নং কর্ম পরিকল্পনা “অবৈধ বিদেশী নাগরিকদের নিকট হতে জরিমানা আদায় সাপেক্ষে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর আইনগত কার্যক্রম গ্রহনের জন্য Deportation Centre/Safe Home গঠন” এর লক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক বিভিন্ন পদবীর ২৩৬ টি পদ সূজন ও বিভিন্ন ধরনের ১৮টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরনের প্রস্তাব পর্যালোচনা সংক্রান্তে গত ১১/০৫/২০২৩ খ্রিৎ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভায় ২১৮ টি পদ সূজন ও ১৭ টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখিত সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১৩.০৭.২০২৩ খ্রিৎ তারিখে স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) এর সাংগঠনিক কাঠামোতে Safe Home গঠনের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত বিভিন্ন পদবীর ২১৮টি পদ সূজন ও বিভিন্ন ধরনের ১৭ টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরনের সংশোধিত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যান্য কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে MOHA, DIP বিভিন্ন দূতাবাস ও আয়কর অধিদপ্তরের সাথে অনলাইন সংযোগ স্থাপনের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জন্য উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনা

- মেয়াদোভীর্ণ ভিসা ও ভিসা নীতিমালা লজ্জন করে যে সকল বিদেশী নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিয়েজিত আছেন গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে সে সকল বিদেশী নাগরিকগণকে সনাত্ত করত: তাদেরকে আয়কর নীতিমালা অনুসরণ করতে বাধ্য করা এবং বিদেশী নাগরিকগণ যাতে বিদ্যমান ভিসা নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালন করে সে বিষয়ে তাদেরকে উদ্ব�ৃদ্ধ করা;
- বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে ভিসা নীতিমালা লজ্জন করে ও মেয়াদোভীর্ণ ভিসায় অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদের সনাত্ত করত: নিজ দেশে ফেরত পাঠানো; এবং
- ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্তে বাংলাদেশে সকল জেলা ও মহানগরীর ডিএসবি ও সিএসবির ডিআইও-১ হতে তদুর্ধৰ্ম কর্মকর্তাদের সহিত জুম মিটিং করা।

উপসংহার

একটি দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসসিও ভিসা শাখা বিদেশী বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, পর্যটক ও ছাত্রদের বাংলাদেশে গমনাগমন ও অবস্থান সহজ ও নির্বিশ্ব করার লক্ষ্যে বিদেশীদের ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে।



ভূমিকা

শাখার কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশমূলে এসসি উইংকে গত ০১/০৭/২০২০ খ্রিস্টাব্দে ডিপ্লোমাটিক এ্যান্ড প্রটোকল, সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স এবং ভিসা এই ৩টি শাখায় বিভক্ত করা হয়। উক্ত কার্যদিবস থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় নির্দিষ্ট নথি নিষ্পত্তি ছাড়াও এই শাখা দেশের স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের অনারারি কনসালগণের Honorary Consul Form-2 এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা, বিদেশি নাগরিকদের অবস্থান যাচাই, বিদেশি নাগরিকদের পাসপোর্ট ও ভিসা যাচাই, অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের ডিপোর্ট ও স্টপ লিস্ট করা, বিভিন্ন মেগা প্রজেক্টে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন হোটেলে অবস্থান করা বিদেশি নাগরিকদের অনলাইনে তথ্য সংগ্রহ এ শাখার মাধ্যমে করা হয়। এ শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিভিন্ন দেশি-বিদেশী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বা আগত বিদেশী নাগরিকদের নিরীক্ষণ করা হয় ও অবৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে এই শাখায় একজন এসএস ও একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট ৯৪ (চুরানবাই) জন সদস্য কর্মরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

- বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব, দৈত নাগরিকত্ব, বিদেশি লিয়াজ়ো অফিস এবং ব্রাহ্ম অফিসের নিরাপত্তা ছাড়পত্র, এনজিওতে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র, বিদেশি নাগরিকদের স্থায়ী আবাসিক সুবিধা (পিআর), বিভিন্ন ইউনিটে মামলার প্রেক্ষিতে দৃতাবাস কর্তৃক ভিসা যাচাই, আটককৃত বিভিন্ন দেশের জেলেদের প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত মতামত, বিদেশি এনজিও নিবন্ধন সংক্রান্ত মতামত, হোটেলে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকদের পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রদানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পত্রের বিষয়ে মতামত প্রদান করে থাকে।
- বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের ৫০টি দৃতাবাস ও দৃতাবাসসমূহের রাষ্ট্রদূতদের বাসভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিক নিরীক্ষণ ডিউটি পরিচালনা ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- বিদেশি দৃতাবাস, কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং বিদেশি নাগরিকদের ঢাকা ও ঢাকার বাহিরের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম সংক্রান্তে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।
- বাংলাদেশে অবস্থানরত অবৈধ বিদেশি নাগরিক, প্রতিষ্ঠান এবং তাদের অবৈধ কার্যক্রমের উপর নিরীক্ষণ, গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন করা ও স্টপ লিস্ট করা এবং তালিকাভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।
- বাংলাদেশে চলমান মেগা প্রকল্পসমূহ এবং মেগা প্রকল্পে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, গতিবিধি ও কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক গোয়েন্দা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।
- বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিদেশে বহির্গমনের জন্য নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দৃতাবাসসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিসসমূহে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করা;
- বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি নাগরিকদের দেশের বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনে নিরাপত্তা প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাংলাদেশে আগত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী কিংবা অন্যান্য অতিথিদের বাংলাদেশে আগমনের সফরসূচী সংগ্রহ ও ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সমগ্র বাংলাদেশের বিদেশি নাগরিকদের আহত, নিহত ও দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থা গ্রহণ;
- অনারারি কনসুলারগণের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রোফাইল তৈরি করা এবং অনারারি কনসুলার হিসেবে আবেদনকারী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান পূর্বক মতামত প্রদান করা; এবং
- রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অর্জন

১. ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ৭৩০ জন অবৈধ বিদেশি নাগরিককে সন্তুষ্ট করা হয়েছে। তাদের মধ্যে পাসপোর্টবিহীন অবস্থান, ভিসা নীতিমালা ভঙ্গ, ভিসাবিহীন অবস্থান, অবৈধভাবে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
২. ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে অবৈধভাবে অবস্থান করায় ৪৪৩ জন বিদেশি নাগরিককে ডিপোর্ট করা হয়েছে।
৩. ডিপোর্টকৃতদের মধ্যে থেকে সন্দেহভাজন ১৫ জন বিদেশি নাগরিকদের স্টপ লিস্ট করার জন্য প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে।
৪. ৭ জন বিদেশি নাগরিককে লিস্টেড করার জন্য প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে।
৫. বিভিন্ন হোটেলে কর্মরত ১৮৭৩ জন প্রার্থীর ভেরিফিকেশন সংক্রান্তে মতামত প্রদান করা হয়েছে।
৬. ৩৩৯০ জন বাংলাদেশি বংশোদ্ধৃত বিদেশি নাগরিকদের দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।
৭. ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে কূটনৈতিক এলাকা, কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, বিদেশি নাগরিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নিরীক্ষণ করত: ১৫০১৩ টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎর্বরতন কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়েছে।
৮. ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দেশে প্রত্যাবাসনের জন্য ১৯৯৬ জন রোহিঙ্গা নাগরিকের বিষয়ে অনুসন্ধান করত: প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।
৯. বিদেশে বাংলাদেশের Honorary Consul নিয়োগের চারজনের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।
১০. ICRC, WFO, WHO সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি নিয়োগ সংক্রান্তে মতামতসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১৯৩টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনা

- কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আন্ত: শাখাভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে মামলা সংক্রান্ত তথ্য, ডিপোর্টি, স্টপলিস্টেড, ব্ল্যাকলিস্টেড, অবৈধ বিদেশিদের বিরুদ্ধে অভিযানসহ ইই শাখার সকল কার্যক্রম একটি অভ্যন্তরীন সফটওয়ারের মাধ্যমে সংরক্ষণের চলমান প্রক্রিয়া সম্পূর্ণকরণ;
- অধিম গোয়েন্দা তথ্য নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি ও একটি ইন্টেলিজেন্স ইউনিট চালুকরণ;
- কর্মরত সদস্যদের শাখার কাজের ধরণ অনুযায়ী এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ওয়াচার তৈরির লক্ষে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- এসসিও শাখার সকল কার্যক্রম ও তথ্য একটি সেন্ট্রাল ডাটাবেজ-এর আওতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা;
- বিদেশি এনজিও, অনারারি কনসাল, লিয়াজোঁ অফিস, ব্রাঞ্চ অফিস, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক হোটেলসমূহের আকর্হিভ/প্রোফাইল তৈরি;
- ডিপ্লোমেটিক এলাকায় আধুনিক নিরীক্ষণ যন্ত্রপাতি যেমন- Body Worn Camera, দূর থেকে চিত্র ধারণ, রেকর্ডিং ও কথোপকথন শোনা সংক্রান্তে ডিভাইস সংগ্রহ করা এবং কর্মরত পুলিশ অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ/অপারেশনাল কর্মকাণ্ড ও প্রতিবেদন প্রস্তরের কাজে ড্রোন এর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় DIP, MOHA, দূতাবাস, হাইকমিশন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, পাসপোর্ট অফিস ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয় সাধন করে বিদেশি নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপসংহার

এসসিও ডিপ্লোমেটিক অ্যান্ড প্রটোকল শাখায় কাজের পরিধি অনুযায়ী সীমিত জনবল এবং সীমিত লজিস্টিক সাপোর্ট থাকা সত্ত্বেও এ শাখা সফলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভবিষ্যতে কাজের আরও গতিশীলতা ও কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিতে এ শাখা বন্ধপরিকর।



শাখা পরিচিতি

পাসপোর্ট আবেদনের অনুসন্ধান, তদন্ত ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম এ শাখা কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এই শাখা পাসপোর্ট প্রত্যাশী বাংলাদেশের নাগরিকগণের পাসপোর্ট প্রাপ্তিতে প্রযোজ্য পুলিশ প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করে থাকে। প্রবাসীগণের পাসপোর্টের আবেদন ভেরিফিকেশন সম্পর্কের ফলে প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ যথাসময়ে পাসপোর্ট পাওয়ায় তারা বাংলাদেশের রেমিটেন্স অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশী নাগরিক নন এমন ব্যক্তি বিশেষ করে মিয়ানমারের নাগরিক (রোহিঙ্গা) যাতে পাসপোর্ট না পায় সে বিষয়ে পাসপোর্ট শাখা হতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া পাসপোর্ট আবেদন অনুসন্ধানকালে গুরুত্বপূর্ণ ইটেলিজেন্স সংগ্রহ করে যথাস্থানে প্রেরণ করা হয়। সর্বোপরি পাসপোর্ট শাখা বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের পাসপোর্ট প্রাপ্তি এবং যারা পাসপোর্ট প্রাপ্তির অযোগ্য তাদের পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে বিপক্ষে মতামত প্রদানে এবং গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই শাখায় একজন এসএস এবং দুইজন সহকারী পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট একশত সাতচল্লিশ জন সদস্য দায়িত্বরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

পাসপোর্ট শাখা মূলতঃ পাসপোর্ট আবেদনের পুলিশ তদন্ত ও অনুসন্ধান, প্রশাসনিক ও অফিস ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও সমন্বয় এবং সেবা প্রত্যাশীদের সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রম, Hello SB Apps এর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের তথ্য সরবরাহ এবং শুন্দাচার নিশ্চিত করতে বিবিধ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস আগারগাঁও, ঢাকা, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস উত্তরা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা পশ্চিম (মোহাম্মদপুর), ঢাকা পূর্ব (আফতাব নগর) এবং বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা হতে প্রাপ্ত পাসপোর্ট আবেদনকারীদের আবেদনগুলো যাচাই-বাচাই ও অনুসন্ধান করে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী পাসপোর্ট প্রাপ্তি কিনা সে বিষয়ে রিপোর্ট করাই এ শাখার প্রধান দায়িত্ব। আইন, আদেশ, বিধি ও সর্কালীর অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ সংগ্রহপূর্বক অনুসন্ধান কার্যসম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও এ শাখা নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করে থাকে:

- প্রশাসনিক শাখা, পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট, রিজার্ভ অফিস ও অন্যান্য অফিস হতে প্রাপ্ত পত্রের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন যেমন-প্রাপ্ত পাসপোর্টের আবেদনগুলো অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাগণকে এ্যাসাইন করা, অনুসন্ধান শেষে যথাস্থানে রিপোর্ট প্রেরণ, ডিউটি বন্টন এবং ডিউটিতে নিয়োজিত ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- পাসপোর্ট শাখায় কর্মরত সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ পরিদর্শক এবং মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফগণের দায়িত্ব বন্টন এবং অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাগণকে এলাকা ভিত্তিক পদায়ন করা;
- বেসিক কোর্স অন পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন এভ অনলাইন কমিউনিকেশন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণকে বাস্তব প্রশিক্ষণ, ডিএসবি ও সিএসবিতে কর্মরত কম্পিউটার অপারেটরগণকে পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ পাসপোর্ট শাখায় কর্মরত অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- আদালত হতে পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রাপ্ত লিগ্যাল নোটিশের জবাব প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ করা;
- অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের অফিস কপি স্টোরে সংরক্ষণ এবং ডিএসবি ম্যানুয়েল অনুযায়ী যথাসময়ে বিনষ্টের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- আইও-দের ডিসিপ্লিন ও অনুসন্ধানের মান উন্নয়ন বিষয়ে তদারকিকরণ;
- অফিসার-ফোর্সদের সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন;
- কমান্ড এভ কন্ট্রোল সেন্টার, পাসপোর্ট শাখার কার্যক্রম পরিচালনা এবং উক্ত কমান্ড এভ কন্ট্রোল সেন্টারে কর্মরত ডেক্ষ (ওয়ানস্টপ সার্ভিস) অফিসারের কার্যক্রম তদারকিকরণ;

- মাসিক বিবরণী তৈরি ও যথাস্থানে প্রেরণ;
- নথি ব্যবস্থাপনা এবং ই-পাসপোর্ট কম্পিউটার ল্যাব ও থার্ড আই সফটওয়্যারে যথাযথভাবে তথ্য এন্ট্রি ও তদন্ত প্রতিবেদন ক্ষ্যান করে সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- রোহিঙ্গা সংক্রান্ত ফাইল সংরক্ষণ এবং পাসপোর্ট আবেদনকারী অথবা বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী রোহিঙ্গা ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাদের পাসপোর্ট বাতিলসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

২০২২ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলো-

Complaint Cell: পাসপোর্ট অনুসন্ধান সংক্রান্ত প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাসপোর্ট শাখা, এসবি, ঢাকায় একটি কমপ্লেইন্ট সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত সেলে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পাসপোর্ট অনুসন্ধানকারী পুলিশ অফিসার পরিচয়ে মোবাইল প্রতারণা, রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট গ্রহণের অপচেষ্টাকালে অপরাধীগণকে গ্রেফতার পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা ও পাসপোর্ট শাখায় কর্মরত সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত Complaint সেলের মাধ্যমে ডিএমপি, ঢাকার বিভিন্ন থানায় একাধিক ফৌজদারী মামলা ঝুঁজু করা হয়েছে। প্রতারক গ্রেফতার পূর্বক সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, অন্যত্র বদলী কিংবা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

One Stop Service : One Stop Service এর সেবা আরো গতিশীল করা হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেক্সের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের সাক্ষাতের আলোকে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান তরান্বিত হচ্ছে। উক্ত ডেক্সের মাধ্যমে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৮১০০ জন'কে তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে ১৬০০টি।

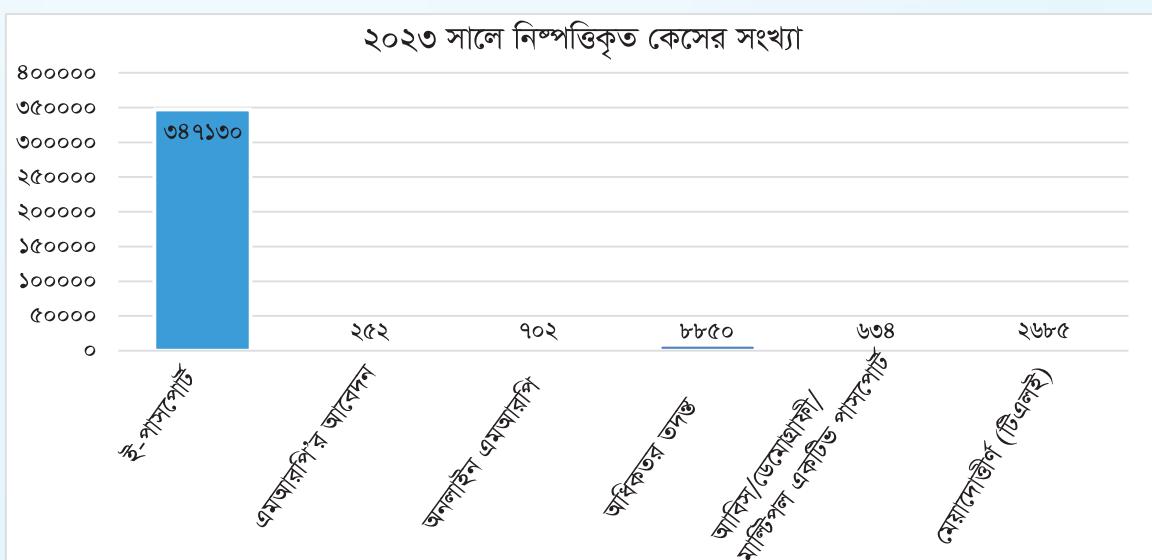
অর্জন

- **ই-পাসপোর্ট:** ই-পাসপোর্টের আবেদন অনলাইনে গৃহীত হয়। আবেদনগুলো গৃহীত হওয়ার পর অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসন্ধান শেষে অনলাইনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিষ্পত্ত করা হয়। বর্তমানে পাসপোর্টের মোট আবেদনের প্রায় ৯৯ শতাংশ ই-পাসপোর্টের আবেদন গৃহীত হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন অনুসন্ধান শেষে পাসপোর্ট অফিসে প্রেরণ করা হচ্ছে। ই-পাসপোর্টের ক্ষেত্রে কর্মসম্পাদন হার (১০০%)।
- **এমআরপি (মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট):** ১২ জানুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ বাংলাদেশে ই-পাসপোর্টের প্রবর্তন হওয়ার পর পূর্বের এমআরপি পাসপোর্টের কার্যক্রম তুলনামূলক হ্রাস পেয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই এমন ব্যক্তিগণ মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের (এমআরপি) আবেদন করছেন। আবেদনগুলোর হার্ডকপি অনুসন্ধানের জন্য পাসপোর্ট শাখায় পাঠানো হয় এবং অনুসন্ধান শেষে হার্ডকপি ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট পাসপোর্ট অফিসে পাঠানো হয়।
- **অনলাইন এমআরপি:** বিদেশে বাংলাদেশের যেসব মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম এখনো চালু হয়নি সেসব দেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশী নাগরিকগণ অনলাইনে এমআরপির আবেদন করছেন। আবেদনগুলো ভেরিফিকেশনের জন্য ১৫ দিন সময় নির্ধারিত আছে। উক্ত সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান নিষ্পত্ত করা সম্ভব না হলে আবেদনটি Time Limit Expired (TLE) হিসেবে রূপান্তর হয়।
- **Time Limit Expired (TLE):** অনলাইন এমআরপি আবেদন নির্ধারিত সময়ে ভেরিফিকেশন নিষ্পত্ত করা সম্ভব না হলে বহিরাগমণ ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে হার্ডকপি TLE হিসেবে অত্র শাখায় গৃহীত হয়। উক্ত আবেদনগুলো সংশ্লিষ্ট ডিএসবি'র মাধ্যমে অনুসন্ধান কার্যক্রম শেষে প্রতিবেদন আকারে বহিরাগমণ ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়।
- **Automated Biometric Identification System (ABIS):** ABIS রিজেক্টেড অর্থাৎ যখন একজন আবেদনকারীর বায়োমেট্রিক তথ্য পাসপোর্ট সার্ভারে রাখিত ভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পাসপোর্ট গ্রহণকারী ব্যক্তির বায়োমেট্রিক তথ্যের সাথে মিলে যায় তখন উক্ত দুইটি আবেদনের আবেদনকারী উভয়ই একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য বহিরাগমণ ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে পত্র গৃহীত হয়। উক্ত পত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট উভয় ডিএসবি/সিএসবি হতে অনুসন্ধান কার্যক্রম শেষে মতামতসহ প্রতিবেদন বহিরাগমণ ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়।
- **Demography:** যখন একজন আবেদনকারীর বেসিক তথ্য (নাম, পিতা-মাতার নাম, জন্ম তারিখ, জন্ম স্থান ইত্যাদি) পাসপোর্ট সার্ভারে রাখিত পূর্বে পাসপোর্ট গ্রহণকারী ব্যক্তির বেসিক তথ্যের সাথে মিলে যায় তখন উক্ত দুইজন আবেদনকারী উভয়ই একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য বহিরাগমণ ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে পত্র গৃহীত হয়। উক্ত পত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট উভয় ডিএসবি হতে অনুসন্ধান কার্যক্রম শেষে প্রতিবেদন আকারে বহিরাগমণ ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়।

- **Central Re-issue Investigation (CRI):** এমআরপি, পাসপোর্টের ক্ষেত্রে যখন একজন ব্যক্তির নামে একই সাথে দুই বা ততোধিক পাসপোর্ট সচল (Multiple Active Passport) থাকে তখন ব্যক্তি পাসপোর্ট রি�-ইস্যুর জন্য আবেদন করলে তার আবেদনটি ABIS রিজেক্টেড হয়। উক্ত ক্ষেত্রে আবেদনকারীর দুই বা ততোধিক পাসপোর্টের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের Central Re-issue Investigation (CRI) শাখা হতে অনুসন্ধানের জন্য পত্র গৃহীত হয়। পত্রের আলোকে অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।
- **অধিকতর তদন্ত:** পূর্বে পাসপোর্ট গ্রহণকারী ব্যক্তি বর্তমানে ই-পাসপোর্টের জন্য এনআইডি অনুযায়ী আবেদন করলে তার এমআরপি'র সাথে বর্তমান আবেদনে উল্লেখিত তথ্যের আংশিক গড়মিলের কারণে পাসপোর্টের আবেদনটি অনলাইনে প্রেরণ না করে হার্ডকপিতে অধিকতর তদন্ত হিসেবে প্রেরণ করা হয়। আবেদনটি গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট ডিএসবি, সিএসবি হতে অনুসন্ধান সম্পন্ন করতঃ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।
- **Hello SB Apps:** পাসপোর্ট, ইমিগ্রেশন ও এসসি সংক্রান্ত সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে অ্যাডিশনাল আইজি (গ্রেড-১), এসবি, ঢাকা মহোদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় গত ১৫/১১/২০২২ খ্রি: তারিখে Hello SB নামে একটি মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপসের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাসপোর্ট সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করা এবং অভিযোগ থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য Hello SB Apps ব্যবহার এর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের জিজ্ঞাসার উত্তর দানের পদ্ধতি ও অভিযোগের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে ডিএসবি ও সিএসবির ডিআইও-১ সহ সংশ্লিষ্টদের ধারণা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম এই শাখা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত উক্ত অ্যাপসের মাধ্যমে এসবি, ঢাকা কর্তৃক ৭৯৫০ টি এবং ডিএসবি/সিএসবি কর্তৃক ২৪৬০৭ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানসহ অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পাসপোর্ট শাখার ২০২৩ খ্রি. এর কার্যক্রমের তথ্যচিত্র :

ক্র.নং	বিবরণ	গৃহীত	নিষ্পত্তি	মন্তব্য
১.	ই-পাসপোর্ট আবেদন	৩৪৪৯৫৮	৩৪৭১৩০	পূর্বের অনুসন্ধানাধীনসহ
২.	এমআরপি আবেদন	২১৮	২৫২	পূর্বের অনুসন্ধানাধীনসহ
৩.	অনলাইন এমআরপি	৭১৫	৭০২	--
৪.	অধিকতর তদন্ত	৮৮০০	৮৮৫০	পূর্বের অনুসন্ধানাধীনসহ
৫.	ABIS/Demography/Multiple Active Passport/CRI	৮১১	৬৩৪	পূর্বের অনুসন্ধানাধীনসহ
৬.	Time Limit Expired (TLE)	২৬৬৭	২৬৮৫	পূর্বের অনুসন্ধানাধীনসহ
	মোট	৩৫৮১৬৯	৩৬০২৫৩	পূর্বের অনুসন্ধানাধীনসহ



কর্মপরিকল্পনা

- পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনের জন্য ভেরিফিকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার চালুকরণ এবং কর্ম কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- সেবা প্রত্যাশীদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে "Hello SB" অ্যাপসের মাধ্যমে গৃহিত অভিযোগসহ অন্যান্য অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য প্রসিকিউশন টিম গঠন করা;
- জরুরী ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য আগত সেবা প্রত্যাশীদের ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা;
- পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য ইমিগ্রেশন শাখায় ব্যবহৃত সফটওয়্যার (ফরট্রাক-৩) এর এক্সেস গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- পাসপোর্ট শাখা কর্তৃক পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ডিএসবি, সিএসবি'র সাথে আলোচনা সভা এবং কর্মশালার আয়োজন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- কন্ট্রোল এন্ড কমান্ড সেন্টার কর্তৃক গৃহিত সেবা প্রত্যাশীদের তথ্য ও মতামত ডিজিটালি সংরক্ষণ করা;
- ই-পাসপোর্ট পুলিশ ভেরিফিকেশন মডিউল চাহিদা মতো ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ভূয়া পুলিশ পরিচয়ে আবেদনকারীর নিকট থেকে অর্থ আত্মসাতকারী প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ ও এসবি'র ওয়েবসাইটে প্রচারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী সম্পন্নের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- তদন্ত, অনুসন্ধান, প্রশাসনিক ও অফিস ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সংস্কার এর সাথে সার্বিক সমন্বয় ও যোগাযোগ নির্ভুল ও সততার সাথে করার জন্য প্রগতি কর্মবন্টন তালিকা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- ফলপ্রসূ ও তৃতীয় যোগাযোগের জন্য পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করারের জন্য ভেরিফিকেশন সংশ্লিষ্ট পত্রাদি ক্ষ্যান করে রাখা এবং থার্ড আই সফটওয়্যারে তথ্য সংরক্ষণ করা এবং আন্তঃ অফিস পত্রাদি ডি-নথির মাধ্যমে প্রেরণ ও গ্রহণ করা;
- অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতার মান বিবেচনায় পুরুষ্ট করা।

উপসংহার

পাসপোর্ট শাখা পাসপোর্ট আবেদনের অনুসন্ধান, তদন্ত ও সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট। উক্ত শাখা পাসপোর্ট প্রত্যাশী বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকগণের পাসপোর্ট প্রাপ্তিতে প্রযোজ্য পুলিশ প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করে থাকেন। প্রবাসীগণের পাসপোর্টের আবেদন ভেরিফিকেশন সম্পন্নের ফলে প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ যথাসময়ে পাসপোর্ট পাওয়ায় তাঁরা বাংলাদেশের রেমিটেন্স অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারছেন। একই সাথে বাংলাদেশী নাগরিক নন এমন ব্যক্তি বিশেষ করে মিয়ানমারের নাগরিক (রোহিঙ্গা) যাতে পাসপোর্ট গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়ে পাসপোর্ট শাখা হতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পাসপোর্ট শাখার উপরে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালিত হচ্ছে।

অধ্যায় ৬

প্রটেকশন এ্যান্ড প্রটোকল উইং

প্রটেকশন এ্যান্ড প্রটোকল উইং একজন ডিআইজি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ডিআইজি প্রটেকশন এ্যান্ড প্রটোকল এর কাজের সুবিধার্থে তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে মোট ৮ (আট) জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া তাঁর অধীনে উইংটিতে চারটি শাখা রয়েছে যার প্রত্যেকটি একজন করে এসএস-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

অনুচ্ছেদ-২২

ডিআইপি প্রটেকশন শাখা



শাখা পরিচিতি

ডিআইপি প্রটেকশন শাখা মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং বিদেশি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। এসএসএফ, পিজিআর ও ডিএমপির সাথে সমন্বয়পূর্বক বিভিন্ন জাতীয়, ধর্মীয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, দেহ তল্লাশী, নিরীক্ষণ ও সুইপিং ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করাসহ নিরাপত্তা পাস ইস্যু এবং ভোটিং সম্পাদন করে থাকে। শাখায় একজন এসএস ও পাঁচজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট ৮০৭ (আটশত সাত) জন সদস্য দায়িত্বরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

ডিআইপি প্রটেকশন শাখা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং বিদেশি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কর্মকোশল গ্রহণ করে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে থাকে। এসএসএফ, পিজিআর ও ডিএমপি-এর সাথে সমন্বয়পূর্বক বিভিন্ন জাতীয়, ধর্মীয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, দেহ তল্লাশী, নিরীক্ষণ ও সুইপিং ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করাসহ নিরাপত্তা পাস ইস্যু এবং ভোটিং সম্পাদন করে থাকে। ডিআইপিগণের বিভিন্ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে এসএসএফ এর সাথে নিরাপত্তার বিষয়ে স্পেশাল ব্রাঞ্ছের পক্ষে এ শাখা সমন্বয় সাধন করে থাকে।

অর্জন:

ক্রমিক নং	২০২২ খ্রিস্টাব্দের কর্মপরিকল্পনা	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অঞ্গগতি												
০১.	ভিভিআইপি অনুষ্ঠান আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সমূক্ত করা।	<p>ভিভিআইপি প্রটেকশন শাখার অফিসার ও ফোর্স আয়োজক সংস্থা ও এসএসএফ এর সমন্বয়ে সার্বিক নিরাপত্তা ডিউটি পালন করে থাকেন। বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে ভিভিআইপি প্রটেকশন শাখা সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানস্থলে ভিভিআইপি আগমনের ৭২ ঘণ্টা পূর্ব হতেই সার্ভিলেস মোতায়েন রেখে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গুরুত্ব করে এবং অনুষ্ঠান স্থলের সার্বিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসএসএফ কর্তৃক নির্ধারিত চাহিদা মোতাবেক এসবি সদস্যদের মোতায়েন করা হয়ে থাকে।</p> <p>২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ভিভিআইপি প্রোগ্রামের পরিসংখ্যান</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>মহামান্য রাষ্ট্রপতি</th> <th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী</th> <th>বিদেশী ভিভিআইপি</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>প্রোগ্রাম- ৮৬ টি</td> <td>প্রোগ্রাম- ২৯৫ টি</td> <td>প্রোগ্রাম- ২২ টি</td> </tr> <tr> <td>সার্ভিলেস- ৬৫৭ জন</td> <td>সার্ভিলেস- ১৬৭৩ জন</td> <td>সার্ভিলেস- ১৭৪ জন</td> </tr> <tr> <td>মোট জনবল- ৮৬৪৮ জন</td> <td>মোট জনবল- ৩৬৭৮৮ জন</td> <td>মোট জনবল- ২৪৭০ জন</td> </tr> </tbody> </table>	মহামান্য রাষ্ট্রপতি	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	বিদেশী ভিভিআইপি	প্রোগ্রাম- ৮৬ টি	প্রোগ্রাম- ২৯৫ টি	প্রোগ্রাম- ২২ টি	সার্ভিলেস- ৬৫৭ জন	সার্ভিলেস- ১৬৭৩ জন	সার্ভিলেস- ১৭৪ জন	মোট জনবল- ৮৬৪৮ জন	মোট জনবল- ৩৬৭৮৮ জন	মোট জনবল- ২৪৭০ জন
মহামান্য রাষ্ট্রপতি	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	বিদেশী ভিভিআইপি												
প্রোগ্রাম- ৮৬ টি	প্রোগ্রাম- ২৯৫ টি	প্রোগ্রাম- ২২ টি												
সার্ভিলেস- ৬৫৭ জন	সার্ভিলেস- ১৬৭৩ জন	সার্ভিলেস- ১৭৪ জন												
মোট জনবল- ৮৬৪৮ জন	মোট জনবল- ৩৬৭৮৮ জন	মোট জনবল- ২৪৭০ জন												
০২.	নিরাপত্তা/ভোটিং, এসবি পাস ইস্যু, সার্ভিলেস, সুইপিং ও এ্যারোস কন্ট্রোলসহ ভিভিআইপি প্রটেকশন শাখার কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও পূর্ণ ডিজিটালাইজেশন করা।	ইতোমধ্যে এসবি পাস শাখাকে আংশিক ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে এবং পূর্ণসং কর্মপরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন। তাছাড়া সুইপিং, সার্ভিলেস, এ্যারোস কন্ট্রোলসহ ভিভিআইপি প্রটেকশন শাখাকে আধুনিকায়ন এর কাজ প্রক্রিয়াধীন।												

ক্রমিক নং	২০২২ খ্রিস্টাব্দের কর্মপরিকল্পনা	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০৩.	যানবাহন বৃদ্ধি	ইতোমধ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে ০১ টি মিনিবাস পাওয়া গিয়েছে, যা এমটি শাখা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে।
০৪.	জনবল বৃদ্ধি	ভিআইপি প্রটেকশন শাখার কার্যক্রমকে গতিশীল ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে উক্ত শাখার নিজস্ব জনবলের চাহিদা (১৬২২ জন) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এ প্রেরণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন।
০৫.	প্রশিক্ষণ	ভিআইপি প্রটেকশন শাখার কর্মরত অফিসার ও ফোর্সদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের কর্মপরিকল্পনা

- ১। ভিআইপি অনুষ্ঠান আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সমৃদ্ধ করা;
- ২। সার্ভিলেন্স, সুইপিং ও এ্যাক্রেস কন্ট্রোল এ আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার;
- ৩। ভিআইপি প্রটেকশন শাখার কার্যক্রমকে গতিশীল ও ডিজিটালাইজেশন করা;
- ৪। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের ব্যবস্থা করা;
- ৫। অভ্যন্তরীণ পত্র যোগাযোগ ১০০% ডি নথিতে নিষ্পত্ত করা এবং
- ৬। ভেটিংকৃত ব্যক্তির প্রোফাইল সংরক্ষণসহ ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার।

উপসংহার

ভিআইপি প্রটেকশন শাখা মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও দেশি বিদেশি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এসএসএফসহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের সাথে সমন্বয়পূর্বক নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। দায়িত্ব পালনের যাবতীয় পর্যায়ে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারসহ বিশ্বায়নের সমসাময়িক পরিস্থিতি বিবেচনায় ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তার জন্য নতুন নতুন কর্মকৌশল ও যান্ত্রিক উপকরণের ব্যবহার যুগেযোগী রাখার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।



শাখা পরিচিতি

ক্লোজ প্রটেকশন এ্যান্ড স্পেশাল ইভেন্টস শাখা স্পেশাল ব্রাথও বাংলাদেশ পুলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বর্তমানে উক্ত শাখায় কর্মরত ২৭৫ (দুইশত পঁচাত্তর) জন সিপিও (ক্লোজ প্রটেকশন অফিসার) ভিআইপিগণের ব্যক্তি নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সরকারি কাজে নিয়োজিত আছে। এছাড়া সরকারি চাহিদা মোতাবেক এবং বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তার জন্য এই শাখা কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে প্রাধিকারের আলোকে সিপিও নিয়োগ করা হয়ে থাকে। সার্বিক বিবেচনায় দেশ ও বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তি নিরাপত্তায় ক্লোজ প্রটেকশন এ্যান্ড স্পেশাল ইভেন্টস শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ শাখায় একজন এসএস ও একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ মোট ২৮৯ (দুইশত উননবই) জন সদস্য নিয়োজিত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

১. ভিআইপি/গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন;
২. গানম্যান (সিপিও) নিয়োগ;
৩. গানম্যান (সিপিও) প্রশিক্ষণ প্রদান;
৪. গানম্যানদের ভেটিং;
৫. অস্ত্রাগার তদারকি ও পরিচালনা;
৬. গানম্যান ও দেহরক্ষীদের মাসিক ফায়ারিং নিশ্চিতকরণ; এবং
৭. স্পেশাল ব্রাথও, বাংলাদেশ পুলিশ ঢাকা'র পুলিশ সদস্যদের বাংসরিক মাসকেট্রি সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।

অর্জন

১. দেশীয় ভিআইপি (স্পীকার, হাইপ, মন্ত্রী, অতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রাধিকারভুক্ত মেয়র, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও মন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন ভিআইপি, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, প্রাধিকারের আলোকে বিভিন্ন কমিশনের চেয়ারম্যান, এ্যাটর্নি জেনারেল, প্রধান বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনারগণ ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ, প্রাধিকারের আলোকে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ, সাবেক প্রধান বিচারপতি, ঢাবি'র ভিসি, গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ, ঝুঁকি বিবেচনায় সংসদ সদস্য ও অন্যান্য) এর সাথে সর্বমোট ২১৯ জন সিপিও নিযুক্ত থেকে উল্লেখিত ভিআইপিগণের নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। এছাড়া ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে নাইজেরিয়া, গান্ধীয়া, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, ভূটান ও ভারত হতে আগত ২৭ জন ভিআইপির ব্যক্তি নিরাপত্তা ডিউটি এ শাখার অফিসার (সিপিও) কর্তৃক সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
২. অত্র শাখার তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের ন্যায় এসবিতে কর্মরত অফিসার ও ফোর্সের (প্রশাসন শাখা কর্তৃক মনোনীত) ২০২২-২৩ খ্রিস্টাব্দের বাংসরিক মাসকেট্রির কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
৩. ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ভিআইপি/অতিরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা ডিউটিতে স্পেশাল ব্রাথও হতে নিয়োজিত গানম্যান এবং উর্ধ্বর্তন কর্মকর্তাগণের দেহরক্ষীদের ক্ষুদ্রাশ্রে ফায়ারিং অনুশীলন প্রতি মাসে ক্লোজ প্রটেকশন এন্ড স্পেশাল ইভেন্টস শাখা কর্তৃক দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করা হয়েছে।
৪. স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স এসবি, ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত ক্লোজ প্রটেকশন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণের লক্ষ্যে এসবি'র বিভিন্ন শাখা কর্তৃক প্রেরিত অফিসার ও ফোর্সের মধ্যে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের জন্য লিখিত, মৌখিক ও প্যারেড পরীক্ষা অত্র শাখা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে উল্লেখিত পরীক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট ৬৭ জন যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করে তা চূড়ান্ত প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স, এসবি, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স, উত্তরা ঢাকায় বেসিক ইমিগ্রেশন, দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স, বেসিক ইন্টেলিজেন্স কোর্স, অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও আইসিটি রিসার্চ এন্ড প্ল্যানিং, এসবি, ঢাকায় ডি-নথির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৫. ভিআইপিগণের ব্যক্তি নিরাপত্তায় নিয়োজিত সিপিওগণের বিবিধ তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং তা চলমান আছে।

কর্মপরিকল্পনা

১. এসবিতে কর্মরত অফিসার ও ফোর্সের ২০২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দের বাণিজ্যিক মাসকেট্রির কার্যক্রম পরিচালনা করা;
২. ভিআইপি/ভিভিআইপি ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা ডিউচিরে স্পেশাল ব্রাঞ্চ হতে নিয়োজিত গানম্যান এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের দেহরক্ষীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি মাসে ক্ষুদ্রাস্ত্রের ফায়ারিং অনুশীলন পরিচালনা করা;
৩. প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে গানম্যান (সিপিও) দের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম;
৪. নিয়মিত পিটি, ইয়োগা, মেডিটেশন, ইকো কার্ডিওগ্রাম ও ডাক্তারের পরামর্শের মাধ্যমে গানম্যান (সিপিও) দের স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ফিটনেস নিশ্চিত করা;
৫. গানম্যান (সিপিও) কর্তৃক ভিআইপিগণের নিরাপত্তা সংক্রান্তে গোপনে অগ্রিম ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের জন্য পুরস্কৃত করা;
৬. স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স এসবি, ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত ক্লোজ প্রটেকশন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণের লক্ষ্যে এসবি'র বিভিন্ন শাখা কর্তৃক প্রেরিত অফিসার ও ফোর্সের মধ্যে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের জন্য লিখিত, মৌখিক ও প্যারেড পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ গানম্যান (সিপিও) তৈরি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৭. অন্ত শাখার সকল নথির কার্যক্রম ডি-নথির মাধ্যমে সমাধান করা; এবং
৮. গানম্যান (সিপিও) দের ডোপ টেস্ট নিশ্চিত করা।

উপসংহার

ক্লোজ প্রটেকশন এ্যান্ড স্পেশাল ইভেন্টস শাখা ভিআইপি (স্পীকার, ছাইপ, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রাধিকারভুক্ত মেয়র, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও মন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন ভিআইপি, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, প্রাধিকারের আলোকে বিভিন্ন কমিশনের চেয়ারম্যান, এ্যাটর্নি জেনারেল, প্রধান বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ, প্রাধিকারের আলোকে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ, সাবেক প্রধান বিচারপতি, ঢাবি'র ভিসি, গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি রাষ্ট্রদূতগণ, ঝুঁকি বিবেচনায় সংসদ সদস্য ও অন্যান্য) এর সাথে সর্বমোট ২১৯ জন সিপিও নিযুক্ত থেকে উল্লেখিত ভিআইপিগণের নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। উল্লেখিত ভিআইপি ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তার বিষয় নিয়মিত পর্যালোচনাসহ তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নিয়োজিত অফিসার ও ফোর্সকে প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে যুগোপযোগী করে তোলা হয়েছে।



শাখা পরিচিতি

টেকনিক্যাল শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই শাখা হতে ভিভিআইপি ভেন্যুতে নিরাপত্তা ডিউটির জন্য নিরাপত্তা ও নিরীক্ষণ সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও ঢাকার বাইরে জেলা এবং রেঞ্জসমূহের চাহিদার আলোকে ভিভিআইপি নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এই শাখা হতে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এর সিকিউরিটি প্লান অনুযায়ী দক্ষ জনবল দ্বারা নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি দিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সরকার কর্তৃক ঘোষিত ভিভিআইপি ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা ডিউটি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। একজন এসএস ও একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট ১৪৫ (একশত পয়তাল্লিশ) জন পুলিশ অফিসার সদস্য এ শাখায় দায়িত্বরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

অত্র টেকনিক্যাল শাখা হতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সরকার ঘোষিত ভিভিআইপি ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা ডিউটিসহ গুরুত্বপূর্ণ ডিউটি পরিচালনায় সহায়তা করা হয়ে থাকে। ভিভিআইপি ভেন্যুতে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এর সিকিউরিটি প্লান অনুযায়ী আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর এবং জনবল প্রেরণ করে ভিভিআইপি নিরাপত্তা ডিউটি পালন করা হয়। টেকনিক্যাল শাখা হতে সমগ্র বাংলাদেশের ডিএসবিসমূহে নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং উক্ত যন্ত্রপাতি পরিচালনা সংক্রান্তে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া এসবি সদস্যদের পরিচয়পত্র, স্মার্ট রেশন কার্ড বিতরণ, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণসহ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা প্রদানে সার্বক্ষণিক নজরদারী করে থাকে।

অর্জন

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে এসবি টেকনিক্যাল শাখা হতে ভিভিআইপি ডিউটির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ভেন্যুতে গমনাগমন করেন। উল্লেখিত ভিভিআইপিগণের অনুষ্ঠানসমূহে টেকনিক্যাল শাখা হতে নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ৪৬২টি ভেন্যুতে ৭৫৯৮টি আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর এবং ১৫৯২৫ জনবল এর মাধ্যমে ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। গণভবন, বঙ্গভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, হাইকোর্ট, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, মিনিস্টার্স এ্যাপার্টমেন্ট, জাজেজ কমপ্লেক্স, ধানমন্ডি-৩/এ, বঙ্গবন্ধু যাদুঘর, ধানমন্ডি-৩২, গুলশান-২, সুধাসদন ও নির্বাচন কমিশনে এই সংস্থার অত্যাধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে অধিবেশন চলাকালে টেকনিক্যাল শাখা থেকে আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর ও হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর জনবলসহ প্রেরণ করে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ অধিবেশন চলাকালে টেকনিক্যাল শাখা থেকে আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর ও হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর জনবলসহ প্রেরণ করে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ভিতরে ভিভিআইপি ডিউটির পরিসংখ্যান:

ক্রঃ নং	ভিভিআইপি ও অনুষ্ঠানের নাম	ইভেন্টের সংখ্যা	আর্চওয়ের সংখ্যা	জনবল
১.	মহামান্য রাষ্ট্রপতি	৮২	৭৫৫	১৫৪৩
২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	৩৬৪	৮৫৭৮	৯৫৫৩
৩.	প্রধান বিচারপাতি	০১	০২	০৮
৪.	স্বীকার	০১	০৮	০৮
৫.	বিশ্ব ইজতেমা	০২	১২	৩৬
৬.	বেলজিয়ামের রানী	০৭	৮৫	১৪৬
৭.	ভূটানের রাজা	০১	০৭	১৫
৮.	ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট	০৭	৫৩	১১০
৯.	ইউএন মিটিং	০১	০২	০৮
১০.	এসএসএফ মহড়া	১৩	৫০	১০১
১১.	ঈদের নামাজ	০২	২১	৪৩
১২.	দুর্গাপূজা	০১	০৮	০৮
১৩.	পহেলা বৈশাখ	০১	২২	৪৫

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার বাইরে ভিভিআইপি ডিউটির পরিসংখ্যান:

ক্রঃ নং	ভিভিআইপির নাম	ইতেন্টের সংখ্যা	আচওয়ের সংখ্যা	জনবল
১.	মহামান্য রাষ্ট্রপতি	০৮	১৬২	৩৩৪
২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	৩৯	১৩৬১	২৮৬৮

কর্মপরিকল্পনা

বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস মোকাবেলায় যুগোপযোগী চাহিদার আলোকে এসবিকে ভিভিআইপি নিরাপত্তা ডিউটির জন্য একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সংযোজনের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিবিধ

টেকনিক্যাল শাখা কর্তৃক এসবির অন্যান্য শাখার সদস্য এবং বিভিন্ন রেঞ্জ ও জেলার ডিএসবির সদস্যদের নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ইহা ছাড়াও এসবি টেকনিক্যাল থেকে প্রশিক্ষক প্রেরণ করে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী এসএসএফ, পিজিআর, স্কুল অব ইটেলিজেন্স, উত্তরা, ঢাকায় ও এপিবিএন স্পেশালাইজড ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়িতে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

উপসংহার

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য বাহিনীর মতই ভিভিআইপির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এসবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই এই বাহিনীর সদস্যদের নেতৃত্ব চারিত্ব গঠন ও পেশাদারিত্বের সাথে ডিউটি পালনের এবং সরকারী আদেশ পালনের জন্য নিয়মিত ব্রিফিংসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।



শাখা পরিচিতি

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত রেজিস্টার্ড স্থাপনা, কারখানা কিংবা অফিস যা রাষ্ট্রের যুদ্ধ সামর্থ্য কিংবা প্রতিরক্ষা সামর্থ্য এবং জাতীয় অর্থনৈতির ক্ষেত্রে অসীম গুরুত্ব বহন করে এমন সব স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে “কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা ২০১৩” অনুসরণ করে যথাসময়ে কেপিআই শাখা, এসবি সরকারসহ সংশ্লিষ্ট দণ্ডরসমূহকে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে বিধায় কেপিআই শাখা, স্পেশাল ব্রাঞ্চ অতীব গুরুত্ব বহন করে। শাখায় একজন এসএস ও একজন সহকারী পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট ৪৩ (তেতাল্লিশ) জন সদস্য দায়িত্বরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

রেজিস্টার্ড স্থাপনা, কারখানা, অফিস যা রাষ্ট্রের যুদ্ধ সামর্থ্য কিংবা প্রতিরক্ষা সামর্থ্য এবং জাতীয় অর্থনৈতির ক্ষেত্রে অসীম গুরুত্ব বহন করে এমন সব স্থাপনার নিরাপত্তা বাস্তবায়নের জন্য কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩ অনুসরণ করে কেপিআই শাখা, এসবি সরকারসহ সংশ্লিষ্ট দণ্ডর সমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে।

অর্জন

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে দেশের কেপিআইয়ের মোট সংখ্যা ৫৮৩ টি। একটি কেপিআইয়ের নিরাপত্তা প্রনয়নের জন্য কেপিআই জরিপ কমিটি কেপিআই শাখা, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩ অনুসরণ করে কেপিআই সমূহের নিরাপত্তা সংক্রান্তে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নিম্নলিখিত দিক নির্দেশনা/সুপারিশ দিয়ে থাকে:

(ক) বহি: নিরাপত্তা, (খ) আন্ত: নিরাপত্তা, (গ) কেপিআইয়ের শ্রেণী অনুযায়ী বহি: বেস্টনী দেয়াল এর উচ্চতা, (ঘ) কেপিআই সংলগ্ন নির্দিষ্ট দূরত্বে ইমারত নির্মাণ, (ঙ) ফটকের সংখ্যা ও ব্যবহার বিধি, (চ) প্রবেশ ও বাহির হওয়ার নিয়মাবলী (ছ) কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দর্শনার্থীদের পাস ব্যবস্থা, (জ) ফটকে যান্ত্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি যেমন- হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর, আর্টওয়ে গেইট, ভেহিক্যাল সার্চ মিরর, ক্ষ্যানার ইত্যাদি, (ঝ) সিসিটিভির মাধ্যমে পুরো কেপিআই এলাকা মনিটরিং করা (ঝঃ) পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, (ট) প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন করা, (ঠ) সাধারণ এলাকা থেকে স্পর্শকাতর এলাকা পৃথক করা, (ড) নিয়মিত প্যাট্রোল এবং ক্রস প্যাট্রোলের ব্যবস্থা করা, (ঢ) কেপিআইয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভেটিং এবং ভেরিফিকেশন করানো, (ণ) ক্লাসিফাইড ডকুমেন্টস এ্যান্ড ইনফরমেশন এর নিরাপত্তা নীতি মেনে চলা, (ত) প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার চলাকালীন এবং পরবর্তীতে করণীয় (থ) ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং করে দক্ষ জনবল তৈরি করা, (দ) সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে ট্রেনিং করে দক্ষ জনবল তৈরী করা (ধ) সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সময় উপযোগী নিরাপত্তামূলক দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত নিরাপত্তা সংক্রান্তে নীতিমালার আলোকে কেপিআই শাখা, এসবির যথোপযুক্ত সুপারিশ এর মাধ্যমে কেপিআইয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের নিরাপত্তার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে এবং উন্নতোভূত উন্নতি করছে। যার ফলে কোন কেপিআই এ এখন পর্যন্ত কোন ধরনের নিরাপত্তা বিষয়ের ঘটনা ঘটেনি এবং কোনোরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়নি।

কর্মপরিকল্পনা

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র বাংলাদেশে সর্বমোট কেপিআইয়ের সংখ্যা ৫৮৩ টি। তন্মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বিশেষ শ্রেণীর ০৩ টি কেপিআই (ক) রাষ্ট্রপতির বাসভবন ও কার্যালয় (বঙ্গভবন), (খ) প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন (গণভবন) এবং (গ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ মোট ১০৬ টি। ঢাকা রেঞ্জের অধীনে ‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল’ বিশেষ শ্রেণীর ১টি কেপিআই রয়েছে। কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩ অনুসরণপূর্বক জরিপ করে জরিপ প্রতিবেদন সভাপতি, কেপিআইডিসি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা; সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; কেপিআই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সংশ্লিষ্ট কেপিআই প্রধানের নিকট প্রদান করা হয়ে থাকে।

তাছাড়াও দেশের অন্যান্য বিভাগের/মেট্রো’র কেপিআইগুলোর হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা/প্রধান কর্মকর্তা এবং জরিপ কমিটির সভাপতির নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করে গোয়েন্দা কার্যক্রম, ফাইল সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সকল কেপিআই সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে নিরাপত্তা সংক্রান্তে এ শাখা কর্তৃক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা বা সুপারিশ করা হয়। তাছাড়াও প্রস্তাবিত কেপিআই সমূহ জরিপ করে কেপিআইডিসি বরাবর মতামত প্রদান, বিদ্যমান কেপিআই এর মান অনুযায়ী উন্নীতকরণ বা অবনমিত করণ বিষয়ক মতামতও প্রদান করে থাকে। কেপিআই স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকার জনবল বাড়ানো এবং দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও দক্ষ এবং যুগেযোগী করা প্রয়োজন। বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে ৫৮৩ টি কেপিআই প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং প্রধান নির্বাহীসহ এসপি ডিএসবি/ডিসি সিটিএসবি'র অফিসিয়াল/প্রাতিষ্ঠানিক ই-মেইল এবং দাঙ্গরিক মোবাইল নম্বর এর মাধ্যমে কেপিআই সংক্রান্তে তাৎক্ষণিক সুপারভিশন ও যোগাযোগ করার লক্ষ্যে কেপিআই শাখায় 'KPI Management Software' এর মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান আছে।

সমগ্র দেশের কেপিআই সমূহের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ, এতদসংক্রান্তে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কেপিআই শাখা, স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক কেপিআই পুলিশ গঠনের লক্ষ্যে ০১ জন ডিআইজি, ০২ জন অতিরিক্ত ডিআইজিসহ মোট ৮,১৬২ জনবলের একটি সাংগঠনিক প্রস্তাব কেপিআই শাখার স্মারক নং ২৬৩৬, তারিখ ২৯/১০/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে এসবি, প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

উপসংহার

একটি দেশের কেপিআই সে দেশের যুদ্ধ সামর্থ্য বা প্রতিরক্ষা সামর্থ্যের অন্যতম প্রধান উপাদান যা জাতীয় অর্থনীতিতে অসীম গুরুত্ব বহন করে থাকে। তাই কেপিআইসমূহ সর্বদা স্বার্থান্বেষী মহলের অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ডের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়। কোন কেপিআই ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে যুদ্ধ সামর্থ্য বা প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বা জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে কেপিআইসমূহের নিচিহ্ন নিরাপত্তা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে কেপিআই শাখা, এসবি দেশব্যাপী সকল কেপিআইয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে নিরলস কাজ করে বর্তমান সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার দর্শনকে অনুধাবনপূর্বক যথাযথ সহায়তা করে যাচ্ছে।

অধ্যায় ৭

কাউন্টার টেরোরিজম ইন্টেলিজেন্স উইং

কাউন্টার টেরোরিজম ইন্টেলিজেন্স উইং একজন ডিআইজি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ডিআইজি কাউন্টার টেরোরিজম ইন্টেলিজেন্স এর কাজের সুবিধার্থে তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে একজন অ্যাডিশনাল ডিআইজিসহ মোট ১৩ (ত্রে) জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া তাঁর অধীনে উইংটিতে চারটি শাখা রয়েছে যার প্রত্যেকটি একজন করে এসএস-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

অনুচ্ছেদ-২৬

ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স শাখা



শাখা পরিচিতি

স্পেশাল ব্রাঞ্চের ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স শাখা ২৪/৭ ঘন্টাব্যাপী ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়া মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রাণ্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, ভাইরাল অডিও-ভিডিও পর্যবেক্ষণসহ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করে থাকে। দেশি/বিদেশি মিডিয়ায় বাংলাদেশ বিরোধী ও সরকার বিরোধী গুরুত্বপূর্ণ প্রচারণার বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত টকশো ও সংবাদ শিরোনাম পর্যালোচনাপূর্বক দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। এই শাখার বিবাচন সেল প্রতিদিন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাত্তর সংবাদের উপর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করে থাকে। শাখাটিতে একজন এসএসসহ ৬০ (ষাট) জন পুলিশ সদস্য নিয়োজিত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স শাখার কার্যক্রম তিনটি আলাদা সেল যথা: ১) অনলাইন মনিটরিং সেল (OMC), ২) নিউজ মনিটরিং সেল (NMC) এবং ৩) বিবাচন সেল (Censorship) এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে OMC ও NMC সেল দুটি ২৪/৭ সময়ব্যাপী তিনি শিফ্টে সার্বক্ষণিক ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়া মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়াও নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে:

- অনলাইন মনিটরিং সেল সার্বক্ষণিক ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়া পর্যবেক্ষণ করতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন অপারেশনাল ইউনিটকে তথ্য সরবরাহ করে। উক্ত সংবাদসমূহ নিয়ে সাপ্তাহিক ওপেন সোর্স পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করাসহ চাপ্টল্যকর ঘটনাসমূহের ফ্লাশ রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং বিষয়ভিত্তিক ডাটাবেজ ও বিভিন্ন সাবজেক্টের প্রোফাইল প্রস্তুত করা;
- প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত গুরুত্বপূর্ণ নিউজ মনিটরিংসহ দৈনিক টকশো মনিটরিং প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন, TV News Scroll পর্যবেক্ষণ, ম্যাসেজ শেয়ারিং, ডকুমেন্টেশন করা;
- পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণাপত্র (ডিক্লারেশন) সংক্রান্ত অনুসন্ধান, পত্রিকা প্রকাশের প্রত্যয়নপত্র ও ছাড়পত্র, মিডিয়াভুক্তির আবেদন অনুসন্ধান, অনলাইন নিউজ পোর্টাল সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও মতামত প্রদান করা এবং অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড সংক্রান্ত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র ভেটিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

অর্জন

- ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে এই শাখায় পত্রিকা প্রকাশের ডিক্লারেশন সংক্রান্ত ১২৬টি, পত্রিকার মিডিয়াভুক্তি সংক্রান্ত ৫২টি, সাংবাদিকের এক্রিডিটেশন ছাড়পত্রের বিষয়ে ভেটিং ৮৭৩টি, পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশনার প্রত্যয়নপত্র ২৯টি এবং পত্রিকার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্তে অনুসন্ধানপূর্বক ২৬৩ টি মতামতসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সসহ বিভিন্ন অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ২০০৯ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে সকল ভাষণ প্রদান করেন সেগুলো ১২টি খন্ডে “শেখ হাসিনার ভাষণ সমূহ” শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের ভেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ সন্তান উপলক্ষে প্রকাশিত ডিটেকটিভ, পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র, গবেষণা জার্নাল, গ্রন্থ, ম্যাগাজিন, প্রবন্ধসহ মোট ৮৩টি এবং গান, অভিনয়, নাটক ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১৫টি পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে এই শাখা হতে ৫২টি সাংগীতিক ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স পর্যবেক্ষণ এবং ৫২টি সাংগীতিক টকশো পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন বুকলেট আকারে প্রেরণ করা হয়।
- ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পহেলা বৈশাখ, দুর্গোৎসব, পোষাকখাতে শ্রমিক অসন্তোষ, ডলার সংকট, অবৈধ আগ্রহান্ত্র ও বিফোরকের অনুপ্রবেশ, জঙ্গি তৎপরতা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, ব্যাংক ও আর্থিকখাতে অনিয়ম, পার্বত্য অঞ্চলে অসন্তোষ, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, রোহিঙ্গা সমস্যা এবং ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশসহ বিভিন্ন বিষয়ে ২৩টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
- এছাড়াও বর্তমানে প্রেরিত সাংগীতিক ও বিশেষ প্রতিবেদনগুলোতে গ্রাফ ও বারচার্টসহ বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণমূলক পরিবর্তন আনা হয়েছে।
- ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৮৫জন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও ৫১জন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রোফাইল হালনাগাদের কাজ চলমান রয়েছে।
- ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স শাখায় প্রাণ্ত আর্টিকেল, প্রবন্ধ, গ্রন্থ, জার্নাল, ম্যাগাজিন, নাটক, শর্টফিল্ম, গান ইত্যাদির ভেটিং কার্যক্রমকে নির্ভুল ও যুগোপযোগী করার জন্য “বিবাচন সেলের ভেটিং নীতিমালা, ২০২৩” নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে হরতাল, অবরোধে বিরোধীদলসমূহের সহিংসতা, নাশকতা ও জালাও পোড়াও এর ঘটনাসমূহের সচিত্র সংবাদসমূহ ছবি ও ভিডিও লিংকসহ সংরক্ষণ ও উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হচ্ছে।

২০২২ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

- ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স শাখার কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে Open Source Intelligence Management System নামে একটি বিশেষ Software চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ, সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ ডিজিটালি সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। OSIMS সফটওয়্যারের কার্যক্রম বর্তমানে পুরোদমে চলমান রয়েছে।
- এই শাখার জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে Training on Analysis of Counterterrorism Intelligence and Capacity Building of Police কোর্সে ০৬ জন, ডি-নথি প্রশিক্ষণে ০৬ জন, Training on “Intellingence Collection, Management & Report Writing” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে ০৫ জন, কোর্স অন সাইবার ইন্টেলিজেন্স এবং সোশ্যাল মিডিয়া কোর্সে ০৬ জনসহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেয়াদে মোট ৯৬ জন সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
- কাউন্টার টেরোরিজম ইন্টেলিজেন্স উইং-এর চারটি শাখার সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই শাখার তত্ত্বাবধানে ২০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- পত্রিকার ভেটিং সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সিটি এসবি'র অফিসার ফোর্সদের (কনস্টেবল হতে পুলিশ পরিদর্শক) প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ২০২৩-২০২৪ এর সময়সূচী অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

কর্মপরিকল্পনা

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্পেশাল ব্রাঞ্চ এর ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স শাখায় নতুন চালুকৃত OSIMS সফটওয়্যারের কার্যক্রম আরো গতিশীল করা ও এর পরিসর বিস্তৃত করা;
- টকশো মনিটরিং কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় করার লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক Talkshow Analysis Software চালু করা;
- দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণসমূহ চালু করা;
 - Training on Intelligence Based Report Writing;
 - Basic Training on Open Source Intelligence Tools and Techniques;
 - Training on Cyber Security;
 - Intelligence Report Writing through Media Analysis and Profiling.;
 - Training and Vetting of Publication of Newspaper, Media Enlistment, Declaration of Press and Publication Registration;
 - Basic Computer Training; এবং
- এই শাখার কার্যক্রম অনলাইন ও কম্পিউটার বেইজড হওয়ায় কম্পিউটারে দক্ষ জনবল নিশ্চিতের পাশাপাশি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার, প্রিন্টার, ডিজিটাল সেন্ডার মেশিন ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সরবরাহ নিশ্চিত করা।

উপসংহার

ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স শাখার কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে Open Source Intelligence Management System নামে একটি বিশেষ Software এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ, সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার কার্যক্রম সম্ভব হচ্ছে।



শাখা পরিচিতি

স্ট্র্যাণ্ডেড মাইগ্রেন্টস শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। অত্র শাখার বাস্তুত রোহিঙ্গা পর্যবেক্ষণ টীম কর্ম্বাজার জেলাধীন টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহে এবং নোয়াখালী জেলার ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্পে অবস্থান করে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এই শাখার মাধ্যমে স্পেশাল ব্রাঞ্চ হতে রোহিঙ্গা পর্যবেক্ষণ টীম কর্তৃক প্রেরিত গোয়েন্দা তথ্যের সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করে নিয়মিত পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণ করা হয়। স্পেশাল ব্রাঞ্চ রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহে আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত ইউনিটসমূহ ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও পল্লবী বিহারী ক্যাম্পসমূহে এই শাখার মাধ্যমে স্পেশাল ব্রাঞ্চ নিয়মিত নিরীক্ষণ করে থাকে। বর্তমানে এ শাখায় একজন এসএস এবং একজন অ্যাডিশনাল এসপিসহ সর্বমোট ৮৩ (তিরাশি) জন সদস্য দায়িত্বরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

আটকে পড়া পাকিস্তানি জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন সময়ে আগত বাংলাদেশে অবস্থানরত বাস্তুত মিয়ানমারের নাগরিক তথ্য রোহিঙ্গাদের নিরীক্ষণের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণের নিমিত্তে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেশাল ব্রাঞ্চের স্ট্র্যাণ্ডেড মাইগ্রেন্টস শাখা গঠন ও অফিসিয়াল কার্যক্রম শুরু করে। মাঠ পর্যায়ে এসবি'র গোয়েন্দা কার্যক্রম সুদৃঢ় করা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কর্ম্বাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া এলাকায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এবং নোয়াখালী জেলার ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্পে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহসহ স্ট্র্যাণ্ডেড মাইগ্রেন্টস শাখার সার্বিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এছাড়াও উক্ত শাখার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. বাংলাদেশে অবস্থানরত ও বসবাসরত সকল রোহিঙ্গা, পাকিস্তানি (বিহারী) ও বিদেশি নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত নাগরিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, ডাটাবেইজ তৈরি ও সংরক্ষণ করা;
২. অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা ও বিহারীদের নিবন্ধনের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
৩. রোহিঙ্গা ও বিহারী অধ্যুষিত এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি করা;
৪. রোহিঙ্গা ও বিহারী অধ্যুষিত এলাকায় এনজিও/আইএনজিও এর কার্যক্রম নিরীক্ষণ;
৫. রোহিঙ্গা ও বিহারী অধ্যুষিত এলাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নজরদারি করা;
৬. রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির এবং বিহারী ক্যাম্পসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা ও পরিদর্শনের সারাংশ অতিরিক্ত আইজি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকাকে অবহিত করা;
৭. রোহিঙ্গাদের সামাজিক কর্মকাণ্ড যেমন-পরিবার গঠন, ব্যবসার লাইসেন্স, সভা সমাবেশ, সেমিনার আয়োজন, ভ্রমণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদির উপর নজরদারি করা এবং এসব অনুষ্ঠান আয়োজনের পূর্বে এসবি/ডিএসবি/সিএসবির অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা;
৮. কর্ম্বাজারে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় বিদেশি নাগরিক, সাংবাদিক, মিডিয়া কর্মী, এনজিও কর্মী, বিশেষ ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশে নিযুক্ত কোন দেশের রাষ্ট্রদূতের ভ্রমণের সময় নজরদারি করা এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন দাখিল;
৯. রোহিঙ্গা ও বিহারীদের প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে খোঝখবর রাখা এবং এ সংক্রান্তে কোন ধরনের মতামত প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিলে মতামত প্রদান;
১০. যে সকল রোহিঙ্গা ও বিহারী ইতোমধ্যে অবৈধভাবে বাংলাদেশি পাসপোর্ট গ্রহণ করেছেন তাদেরকে চিহ্নিত করা এবং বাংলাদেশি পাসপোর্ট বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহণ;
১১. রোহিঙ্গা, বিহারী বা বিদেশি কোন নাগরিক যাতে দেশি বা বিদেশি জঙ্গি সংগঠন বা নিষিদ্ধ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হতে না পারে সে বিষয়ে নজরদারি রাখা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. রোহিঙ্গা ও বিহারী অধ্যুষিত এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৩. রোহিঙ্গা ও বিহারী সম্পর্কিত মামলার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
১৪. অধীনস্থ অফিসারদের কার্যাবলির তদারকি করা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

১৫. অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারির শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা;
১৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইলেকট্রনিক নথি পদ্ধতি (ইলেকট্রনিক নোটিং, ইলেকট্রনিক ফাইলিং ও ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর) চালু করা;
১৭. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিটে কর্মরত অ্যাডিশনাল এসপি হতে ইসপেষ্টের পদমর্যাদার অফিসার ও সিভিল স্টাফদের (প্রয়োজন অনুসারে) লিখিত কর্মবন্টন তালিকা তৈরি;
১৮. বর্ডার ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করা এবং রেকর্ড ফাইল আকারে সংরক্ষণ করা;
১৯. সীমান্তবর্তী এলাকায় পুশাইন/পুশব্যাক বা চাঞ্চল্যকর কোন ঘটনা বা দেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিস্তৃত হয় এমন ঘটনা ঘটলে সে সম্পর্কে অনুসন্ধানপূর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করা;
২০. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালন করা।

অর্জন

- ক) কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলাস্থ দুর্গম ও পাহাড়ি এলাকায় এবং নোয়াখালী জেলার দুর্গম ভাসানচরে অবস্থিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহে স্ট্র্যান্ডেড মাইগ্রেন্টস শাখার নিবিড় গোয়েন্দা পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রচ্ছ, সন্ত্রাসী এবং তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা সম্পর্কে নিয়মিত গোয়েন্দা/অভিমুখ গোয়েন্দা তথ্য অনুগ্রহপূর্বক তাৎক্ষণিক সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে যা রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।
- খ) ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে রোহিঙ্গা কর্তৃক অবৈধভাবে বাংলাদেশী ০৮টি পাসপোর্ট, ০৬টি এনআইডি কার্ড ও ০৮টি জন্ম সনদ সংগ্রহ সংক্রান্তে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা বাতিল এবং যথাযথ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- গ) অত্র শাখা কর্তৃক ২১-০৩-২০২৩ খ্রি. রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ০৫টি সন্ত্রাসী সংগঠনের ২৯৫২ জন রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীর নামীয় তালিকা প্রস্তুত করে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট প্রেরণ করা হয়। উক্ত সন্ত্রাসী তালিকা হতে ডিসেম্বর/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ১১০ জন সন্ত্রাসী আটক হয়। আটককৃতদের মধ্যে ৩৪ জন অন্তর্ধারী সন্ত্রাসী রয়েছে অর্থাৎ আটককৃতদের ৩০.৯১% অন্তর্ধারী সন্ত্রাসী। পরবর্তীতে সন্ত্রাসীদের নামীয় তালিকা হালনাগাদ করত: ২৮-১২-২০২৩ খ্রি. ১৭টি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ৩১১৫ জন রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীর নামীয় তালিকা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনা

- রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করে স্বার্থাবেষী মহল যেন জঙ্গী তৎপরতা কিংবা দেশবিরোধী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে না পারে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা;
- বিহারী এবং রোহিঙ্গারা যাতে বাংলাদেশী জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে না পারে সে বিষয়ে নজরদারি অব্যাহত রাখা;
- নিরীক্ষণকালে রোহিঙ্গাদের অনুকূলে ইস্যুকৃত বাংলাদেশী জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টের তথ্যাদি পাওয়া সাপেক্ষে তা বতিলের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা;
- মানব পাচার রোধে কার্যকরী গোয়েন্দা নিরীক্ষণ আরও জোরদার করা;
- অন্ত ও মাদক উদ্বার ও নির্মূলের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ।

উপসংহার

স্ট্র্যান্ডেড মাইগ্রেন্টস শাখা রোহিঙ্গা ও বিহারী ক্যাম্প হতে তথ্য সংগ্রহ করে প্রত্যাহিক ও সাম্প্রাহিক বিশেষ গোয়েন্দা প্রতিবেদন দাখিল করে আসছে। রোহিঙ্গা বা বিহারী কোন সদস্য কোন অপরাধের সাথে যুক্ত কিনা কিংবা মিথ্যা তথ্য দিয়ে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে এনআইডি ও পাসপোর্ট গ্রহণ করে কিনা এ ব্যাপারে তথ্য অনুসন্ধান করে কর্তৃপক্ষ বরাবরে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করে আসছে। এই শাখার কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ডিজিটাল নথি পদ্ধতি (ইলেকট্রনিক নোটিং, ইলেকট্রনিক ফাইলিং ও ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।



শাখা পরিচিতি

স্পেশাল ব্রাফের কাউন্টার টেরোরিজম এ্যান্ড ট্রান্সন্যশনাল ইন্টেলিজেন্স শাখা গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও গবেষণা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ শাখায় নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনগুলোর ইতিহাস, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্ম-কৌশল, গোপন প্রশিক্ষণ তথ্যের উৎস, আন্তর্জাতিক যোগসূত্র, রংজুকৃত মামলার তথ্য মামলার কার্যক্রম, আসামীদের প্রোফাইল ও বিচারের ফলাফল ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য শাখার ডাটাবেইজে হালনাগাদ করাসহ থার্ডআই সফটওয়্যার এ সংরক্ষণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদানের মাধ্যমে জঙ্গি সদস্যদের গ্রেফতার ও অপতৎপরতা দমনে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে এ শাখা। উক্ত শাখায় একজন এসএস ও একজন অ্যাডিশনাল এসপিসহ ৩০ (ত্রিশ) জন সদস্য কর্মরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

- ক) থার্ডআই সফটওয়্যার-এ আসামীর অবস্থান যোমন-কারাগার, জামিন, জামিনে পলাতক, খালাস, অব্যাহতি, বিদেশে পলাতক, মৃত, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর অপশন, সকল মামলার তথ্য থানা, জেলা ও সালভিভিক দেখার অপশন এবং কারাগারে থাকা জঙ্গি আসামীদের মুভমেন্ট অপশন যোগ করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি আপডেট কার্যক্রম চলমান এবং প্রাপ্ত তথ্য হালনাগাদ করা;
- খ) বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে নিয়মিতভাবে জঙ্গি সংক্রান্ত সকল মামলার শুনানীর তথ্য হালনাগাদ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ডিআইও-১ দের অবগত করাসহ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা;
- গ) জঙ্গি সংক্রান্ত অনলাইন রেডিকেলাইজেশন এবং সংবাদ ইত্যাদি মাধ্যম হতে তথ্য সংগ্রহ করে সাংগ্রাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ঘ) শাখায় কর্মরত অফিসারগণ সাইবার মনিটরিং, হাইপ-এ্যানালাইজার, ইন হাউজ ট্রেনিং অন মোবাইল মনিটরিং ও অ্যাডভান্স ইন্টেলিজেন্স ডেভলপমেন্ট এন্ড এ্যানালাইসিস কোর্সসহ বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে করেছে ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ঙ) নিয়মিতভাবে জুম্বার খুতবার আগে ও পরে মসজিদের ইমামদের জঙ্গি বিরোধী তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা;
- চ) আফগান ফেরত মুজাহিদ সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ কার্যক্রম পরিচালনা;
- ছ) নিখোঁজ ব্যক্তি সংক্রান্ত জিডির হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা যাচাই বাছাই করা;
- জ) সন্দেহজনক ফেইসবুক লিংক মনিটরিং এবং জঙ্গিবাদী কার্যক্রমের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে পত্র প্রেরণ করা;
- ঝ) জঙ্গি অর্থায়ন ও মাদ্রাসায় জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা;
- ঞ) শাখার কার্যক্রমে গতি আনয়ণের লক্ষ্যে ডি-নথির মাধ্যমে সম্প্রস্তুত করা;
- ট) স্বরাষ্ট মন্ত্রনালয় ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে জঙ্গিবাদ সংক্রান্ত প্রাপ্ত পত্রের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করা;
- ঠ) জাতীয় সংসদ অধিবেশন চলাকালীন জঙ্গি সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের চাহিত উত্তর প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট দণ্ডে প্রেরণ করা;
- ড) সিআইডি, সিটিটিসি, এটিইউ এবং বিভিন্ন অপারেশনাল ইউনিটের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ঢ) ৫টি গুরুত্বপূর্ণ মামলার মধ্যে ৪টি যোমন রমনার বটমূল বোমা হামলা মামলা-২০০১, ২১ আগস্ট প্রেনেড হামলা মামলা-২০০৪, মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী হত্যা মামলা-২০১৪ এবং ১৭ আগস্ট সারাদেশ সিরিজ বোমা হামলা-২০০৫ এর হালনাগাদকরণ ও ডকুমেন্টেশন প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান আছে;
- ণ) নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সকল জেলা (রেলওয়েসহ) ও মেট্রোকে অবহিত করা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য জেলা (রেলওয়েসহ)/মেট্রোর সকল অপারেশনাল ইউনিট এসটিজি ও সিটিইউ এর কার্যক্রমের অংশগতি প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

অর্জন

- ক) ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে অ্যাডিশনাল আইজিপি, স্পেশাল ব্রাহ্মণ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা মহোদয়ের নির্দেশনায় Training on Analysis of Counterterrorism Intelligence and Capacity Building of Police” শীর্ষক ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে বিভিন্ন শাখার ১৬০ জন পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।
- খ) ধর্মভিত্তিক রেডিকেলাইজড জঙ্গি গোষ্ঠির মড়িয়ান্ত্রমূলক ও উক্ষানিমূলক প্রচার প্রচারণা সন্তোষ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়াকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৯-০৮-২০২৩ খ্রি. নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
- গ) ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন সদস্যদের মধ্যে হতে জেএমবি, নব্য জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ, হিজবুত তাহরীর, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, আল্লার দল ও জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়াসহ কয়েকটি ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনের গ্রেফতারকৃত আসামীদের সর্বমোট ৩৮ টি নতুন মামলার হালনাগাদ তথ্য ও ৭৬ জন আসামীর প্রোফাইল প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঘ) গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও ধর্মীয় দিবসের উপর ১৫ টি খেট এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট তৈরি করত: উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।
- ঙ) হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলা মামলা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ও দেশীয় মিডিয়া হতে সংগৃহীত তথ্য বিশদভাবে সন্নিবেশিত করে পুস্তক আকারে ০৬ টি ভলিউমে বাইভিং করে ডকুমেন্টেশন পূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- চ) জঙ্গি সংক্রান্ত অনলাইন এবং সংবাদ মাধ্যম হতে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতি সপ্তাহে (সর্বমোট-৫২টি) প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।
- ছ) আলোচিত বিভিন্ন জঙ্গি মামলার এবং বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ইতিহাস, তথ্য সম্বলিত বুকলেট ও অর্গানাইজেশনাল প্রোফাইল (জেএমবি/নব্য জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ, হিজবুত তাহরীর, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, আল্লার দল, জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়াসহ কেএনএফ ইত্যাদি) তৈরী করা হয়েছে।
- জ) ২০১০ সাল হতে অদ্যাবধি অবৈধ অন্ত্রের ৭৪৪৩টি, বিস্ফোরক সংক্রান্ত ২৩০১টি, মাদক সংক্রান্ত ৩৪৩১১ টি ও মানব পাচার সংক্রান্ত ১৪৬৩টি মামলার তথ্য জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা যাচাই পূর্বক ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঝ) সহিংস উগ্রবাদী গোষ্ঠী সম্পর্কিত বুকলেটসমূহ হালনাগাদ করে প্রস্তুত করা হয়েছে ১০ টি।

কর্মপরিকল্পনা

- ক) দেশী-বিদেশী বিভিন্ন জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শাখার অধীনে কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স শাখার কাজের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজের সুবিধার্থে ডেক্স বিভাজনের মাধ্যমে অফিসার নিয়োগ করে জঙ্গি মামলার তথ্যসমূহ হালনাগাদকরণ, প্রোফাইল তৈরী এবং ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- খ) স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান এর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য শাখায় একজন ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণপূর্বক সে অনুযায়ী শাখায় কর্মরত সকল সদস্যদের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।
- গ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, অ্যাকশন প্ল্যান ও প্রস্তাবিত ট্রেনিং সূচী অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কল্যাণ সভার আয়োজন পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা।
- ঘ) শাখার জন্য ফেইসবুক আইডি লোকেটর মেশিন, অত্যাধুনিক সফটওয়্যার, শক্তিশালী ইন্টারনেট কনেকশন, টিভি, কালার প্রিন্টার ও ট্রান্সপোর্ট সুবিধা বৃদ্ধি করে কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন।
- ঙ) কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স শাখার সদস্যদের কর্মদক্ষতা এবং আধুনিক ডিভাইসের ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং (সোশ্যাল মিডিয়া ফরেনসিক, সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টেলিজেন্স, ইথিক্যাল হ্যাকিং) ও ওয়ার্কশপ (Prime Strategies of Counter Terrorism, Transnational Organized Crime and Regional Security) আয়োজন;
- চ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ বিরোধী সচেতনতামূলক সভা-সেমিনারের আয়োজনের মাধ্যমে ডি-রেডিক্যালাইজেশন এবং জঙ্গি কার্যক্রমের বিষ্টার রোধকরণ;
- ছ) ইউটিউবসহ অনলাইন ভিত্তিক অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণা, মাদকের কুফল, অস্ত্র ও মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে ভিত্তি চিত্র তৈরি করে প্রচার করা;
- জ) সাংগ্রাহিক রিপোর্ট এর আপগ্রেডেশন করা, ডাটাবেজ এক্সেল সীটে স্থানান্তর করা;
- ঝ) উগ্রবাদী সন্ত্রাসী ও সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের তালিকা ও প্রোফাইল (ওয়াচ লিস্টের উদ্দেশ্যে) প্রস্তুতকরণ।

উপসংহার

সফল গোয়েন্দা কার্যক্রম আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টায় দেশে জঙ্গি তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে এবং বহির্বিধে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। জঙ্গি দমনে এই শাখার কার্যক্রম আরো গতিশীল করে ভবিষ্যতে আরো কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।



ভূমিকা

সাইবার ইন্টেলিজেন্স শাখা সাইবার বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও গবেষণা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ শাখা সাইবার মনিটরিং করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথা ফেসবুক, ইউটিউবসহ অনলাইন মিডিয়ায় প্রচারিত রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন অপপ্রচার সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করে থাকে। এটি সামাজিক গণমাধ্যমে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ বিরোধী অনলাইন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শাখায় একজন এসএস ও একজন সহকারী পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট ৪৪ (চুয়াল্লিশ) জন সদস্য দায়িত্বরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

সাইবার ইন্টেলিজেন্স শাখা নিয়মিতভাবে সাইবারস্পেস মনিটরিং করে কুচক্ষীমহলের রিউমার-প্রপাগান্ডাসহ অপরাধ বিষয়াবলীর কনটেন্ট অনলাইন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হতে অপসারণের জন্য বিটিআরসিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদন ও নির্দেশনা প্রেরণ করে। সাইবার ইন্টেলিজেন্স শাখা কর্তৃক নিয়মিতভাবে অনলাইনে সাইবারস্পেস পেট্রোলিং ও নিরীক্ষণ করা হচ্ছে এবং দেশে-বিদেশে অবস্থান করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন গুজব, অসত্য ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রচারকারী কুচক্ষীমহলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

- (ক) বাংলাদেশ পুলিশের সকল অপারেশনাল ইউনিট থেকে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত (ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ সহ সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় রঞ্জুকৃত সকল মামলা ও সাধারণ ডায়েরী তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করে মাসভিত্তিক সাইবার অপরাধ ডাটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে যা সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
- (খ) নিয়মিতভাবে সাইবারস্পেস মনিটরিং করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় উগ্বাদ, মোবাইল ফিলাসিয়াল সার্ভিস ও আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টকরণে রিউমার-প্রপাগান্ডাসহ প্রতারণা ও মানহানিকর অপরাধ বিষয়াবলীর পোস্ট ও কটেন্টসমূহ বিটিআরসির নিকট অপসারণ বা প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে।
- (গ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মনিটরিং করে নিয়মিত ডেইলি সাইবার রিপোর্ট (ডিসিআর) তৈরি করে সাইবার অপরাধসমূহের সংবাদ সংগ্রহ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন এবং ডাটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- (ঘ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মনিটরিং করে সংগৃহীত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের প্রোগ্রামসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে।
- (ঙ) অনলাইনে ই-কমার্সের আদলে এমএলএম ব্যবসার নামে প্রতারণা এবং অনলাইন জুয়া সংক্রান্তে বিশেষ প্রতিবেদন প্রদানের ফলে দেশের প্রাতিক শ্রেণির মানুষদের আর্থিকভাবে প্রতারিত হওয়া এবং এমএলএম কোম্পানির মালিকদের হন্তির মাধ্যমে বিদেশে অর্থপাচার রোধ অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে।
- (চ) নিয়মিতভাবে সাইবার পেট্রোলিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অপরাধমুক্ত, জনবান্ধব সাইবারস্পেস নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০২২ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১. সাইবার ক্রাইম রিলেটেড ডাটাবেজ তৈরি করা।	১. সাইবার ক্রাইম রিলেটেড ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে এবং চলমান রয়েছে।
২. সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক বার্ষিক ক্যাম্পেইন এর ব্যবস্থা করা।	২. সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক বার্ষিক ক্যাম্পেইন এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩. সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে জাতীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।	৩. সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে জাতীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি চলমান রয়েছে।
৪. গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সফ্টওয়্যার ব্যবহার, প্রোফাইল প্রস্তুত করণসহ শাখার কার্যক্রম ই-নথি ভুক্তকরণ ও আধুনিকীকরণের কার্যক্রম চলমান।	৪. গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সফ্টওয়্যার ব্যবহার, প্রোফাইল প্রস্তুতকরণসহ শাখার কার্যক্রম ই-নথি ভুক্তকরণ ও আধুনিকীকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৫. জেলা পর্যায়ে ডিএসবি ও মহানগর পর্যায়ে সিএসবি'র সাথে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও গতিশীল করার প্রক্রিয়া চলমান।	৫. জেলা পর্যায়ে ডিএসবি ও মহানগর পর্যায়ে সিএসবি'র সাথে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও গতিশীল করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কর্মপরিকল্পনা

- ক) সকল সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েব ও ই-মেইলে প্রচারিত সাইবার অপরাধসমূহের অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ;
- খ) সাইবার অপরাধ সংশ্লিষ্ট আইপি সনাক্তকরণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;
- গ) সাইবার ইন্টেলিজেন্স শাখার সদস্যদের কর্মদক্ষতা এবং আধুনিক ডিভাইসের ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং
- ঘ) সাইবার অপরাধ দমনে গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে অপারেশনাল ইউনিটসমূহকে সহযোগিতা করা।

উপসংহার

দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মসূচীর বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করাসহ সাইবার অপরাধ বিষয়ক যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপন করা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইনে প্রচারিত টকশো পর্যবেক্ষণ করে সরকার তথা রাষ্ট্রবিবোধী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিষ্ঠার সাথে এ শাখা কাজ করে যাচ্ছে।

অধ্যায় ৮

স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স উইং

অন্যান্য উইং-এর ন্যায় স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স উইংও একজন ডিআইজি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ডিআইজি স্পেশাল উইং এর কাজের সুবিধার্থে একজন অতিরিক্ত ডিআইজিসহ ১১ (এগার) জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন। নবগঠিত এই উইং-এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য পদায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এ উইং এর অধীনস্থ প্রত্যেকটি শাখা একজন করে এসএস এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। নিম্নে শাখাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

অনুচ্ছেদ-৩০

ভেরিফিকেশন শাখা



শাখা পরিচিতি

ভেরিফিকেশন (ভিআর) শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই শাখা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নবনিয়োগ সংক্রান্ত ভেরিফিকেশন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। ভিআর শাখা কর্তৃক সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত দণ্ডের ও পরিদণ্ডের বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে চাকুরীতে নিয়োগের পূর্বে প্রাক-পরিচিতি যাচাইয়ের জন্য প্রেরিত ভিআর প্রার্থীদের ভেরিফিকেশন রোলে প্রদত্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ডিএসবি/সিএসবি এর মাধ্যমে তদন্ত করে মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া ভিআর শাখায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি ও বেসরকারি চাকুরি এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ভেরিফিকেশন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। এই শাখায় একজন এসএস এবং দুইজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট ৬৭ (সাতষটি) জন সদস্য দায়িত্বরত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

- সরকারি, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত দণ্ডের ও পরিদণ্ডের বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে চাকুরীতে নিয়োগের পূর্বে প্রাক-পরিচিতি যাচাইয়ের জন্য আসা ভিআর প্রার্থীদের ভেরিফিকেশন রোলে প্রদত্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ডিএসবি/সিএসবি এর মাধ্যমে তদন্ত সম্পাদন করে মতামত প্রদান করা;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি ও বেসরকারি চাকুরী এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ভেরিফিকেশন কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- ভিআর শাখায় কর্মরত পুলিশ পরিদর্শকগণের মাধ্যমে জেলা ও মহানগর এলকাসমূহের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ পূর্বক দ্রুত ভিআর নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা;
- জেলা ও মহানগর ইউনিট হতে অনুসন্ধান শেষে ভিরোল ও অনুসন্ধান প্রতিবেদন সরাসরি ভিআর শাখার রিসিভ এ্যান্ড ডেসপাস শাখা (আরডি) তে গ্রহণ করা যাতে দ্রুত ভিআর নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়; এবং
- সরকারি গুরুত্বপূর্ণ ভিআর এর অনুসন্ধান প্রতিবেদন বই আকারে শাখায় সংরক্ষণ করা হয়।

অর্জন

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ভিআর শাখায় নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সর্বমোট ৯৭,৬৫২ জন চাকুরী প্রার্থীর তথ্য পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য প্রাপ্ত হয়।

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা
১.	৪১তম বিসিএস	২৫১৬ জন
২.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা	৩১৬ জন
৩.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৯২ জন
৪.	বিমান বাহিনী সদর দপ্তর	৭৮৬ জন
৫.	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	৩৩০ জন
৬.	সেনানিবাস	৭০৭ জন
৭.	বাংলাদেশ নৌ বাহিনী সদর দপ্তর	৮ জন

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা
৮.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ	১২২ জন
৯.	বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি	১৮৬ জন
১০.	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	১১২ জন
১১.	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড	১৫৪ জন
১২.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা	২৮৬৯ জন
১৩.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ	৬৮ জন
১৪.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	৪৫ জন
১৫.	শিল্প মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৭৯ জন
১৬.	বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর	১০ জন
১৭.	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	১৮ জন
১৮.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	১৭২২ জন
১৯.	কর কমিশনারের কার্যালয়	১৬১ জন
২০.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা	৩৫৮ জন
২১.	অর্থ মন্ত্রণালয়	১২৭ জন
২২.	ইনভেস্টিমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	৪৩ জন
২৩.	পাওয়ার শ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ	২০ জন
২৪.	বাংলাদেশ-ইতিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিঃ	৯০ জন
২৫.	বাংলাদেশ রঞ্জনী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)	৫৯ জন
২৬.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা	৩৮৫ জন
২৭.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা	২০৮৬ জন
২৮.	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অফ বাংলাদেশ লিঃ	৪৬ জন
২৯.	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	৫৮ জন
৩০.	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	৫৩৬ জন
৩১.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা	২৪১ জন
৩২.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা	১৩৩ জন
৩৩.	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৮৯৭ জন
৩৪.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	২১৪ জন
৩৫.	বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনসিটিউট	৪২ জন
৩৬.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (এন্টিআরসিএ)	৩১,২৭৮ জন

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা
৩৭.	ভূমি মন্ত্রণালয় (ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা)	১১৬১ জন
৩৮.	বিভিন্ন সরকারী অফিস	২৯৯৭ জন
৩৯.	বিভিন্ন অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়	১০৭ জন
৪০.	সকল ব্যাংক	১০৬৯৮ জন
৪১.	অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	৭৯১৫ জন
৪২.	সিকিউরিটি গার্ড	২০৫৮৩ জন
৪৩.	কিডনী প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন	১০২
৪৪.	ঢাকা মহানগর এলাকার ভেটিং সংক্রান্ত প্রতিবেদন	৫২৬
৪৫.	দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত ভেটিং	৬৬৭০ জন
	সর্বমোট	৯৭,৬৫২ জন

এসবি ভিআর শাখায় গৃহীত ঢাকা মেট্রো এলাকার ভেরিফিকেশনসমূহ যথাসময়ে সম্পাদনের জন্য ভিআর শাখায় কর্মরত অফিসারদের মাধ্যমে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ৪৭৯৬ জন প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং ১৪,৯৭৩ (চৌদ হাজার নয়শত তিয়াত্তর) জন প্রার্থীর পার্ট ভিআর দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বর্ণিত প্রার্থীদের ভেরিফিকেশনের জন্য প্রাপ্ত হয়ে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের জেরসহ সর্বমোট ৬৪,৮০০ জন চাকুরী প্রার্থীর ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত ১,০৯,১২,২০০/- (এক কোটি নয় লক্ষ বারো হাজার দুইশত) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনা

- (১) ভিআর শাখায় কাজের মান উন্নয়নের জন্য আধুনিক এবং প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করণ;
- (২) পুলিশ ভেরিফিকেশন সেবা সহজ করার লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক ভেরিফিকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (VRMS) সফ্টওয়্যার এর কার্যক্রম পরীক্ষামূলক চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ ও সেবা প্রত্যাশীগণ কাঞ্চিত সেবা পাচ্ছেন।
- (৩) এই শাখার কার্যক্রম অনলাইন ও কম্পিউটার বেইজড হওয়ায় কম্পিউটারে দক্ষ জনবল নিশ্চিতের পাশাপাশি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার, প্রিন্টার, ডিজিটাল সেভার মেশিন ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

উপসংহার

সীমিত জনবল ও স্বল্প লজিস্টিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিগত বছরে সর্বমোট ৬৪,৮০০ জন চাকুরী প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশন অত্যন্ত সুচারু ও দক্ষতার সাথে নিম্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে প্রাপ্ত প্রার্থী কর্তৃক সরকারী কোষাগারে ১,০৯,১২,২০০/- (এক কোটি নয় লক্ষ বারো হাজার দুইশত) টাকা জমা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভিআর প্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন স্বল্প সময়ে দক্ষতা ও সুনামের সাথে সম্পন্ন করণে ভিআর শাখা অঙ্গিকারাবদ্ধ।



শাখা পরিচিতি

ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স শাখাটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা'র একটি নবগঠিত শাখা যা গত ০৬ জুলাই, ২০২০ খ্রি. রাজনৈতিক উইং এর নতুন একটি শাখা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে আদেশ নং-২০০/২০২২, তারিখঃ ০৪-০৯-২০২২ খ্রি: মূলে রাজনৈতিক উইং বিভক্ত হয়ে স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স উইং নামে নতুন একটি উইং গঠন করা হলে ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স শাখাটি তার অস্তর্ভুক্ত করা হয়। ইন্টারপোলের তথ্য মতে আগামী ৫ বছরে ৬০% এর অধিক আর্থিক অপরাধ বৃদ্ধি পাবে। এমতাবস্থায় এই বিষয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স শাখা নিরলস কাজ করছে। এই শাখায় একজন এসএস ও একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট ৩৯ (উনচাল্লিশ) জন সদস্য নিয়োজিত আছেন।

শাখার কার্যক্রম

গত ০৮ আগস্ট/২০২১ খ্রিস্টাব্দে অতিরিক্ত আইজিপি, এসবি মহোদয় রাজনৈতিক উইং এর অধীন এসএস গণের সাথে নিজ নিজ শাখার কর্মবন্টন পুনর্বিন্যাসের বিষয়ে সভা করেন। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স শাখার কর্মবন্টন নিম্নরূপ:

- ১। মানিলভারিং, স্বর্ণ পাচার, চোরাচালান এবং হৃতি ব্যবসায়ীদের তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করা এবং আর্থিক অপরাধ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত নথি (PF) তৈরী ও সংরক্ষণ করা;
- ২। ব্যাংক, বীমা ও সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক কেলেংকারী ও অনিয়ম ইত্যাদি অনুসন্ধানপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষের সাথে মত বিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার সেমিনারে অংশগ্রহণ করা;
- ৩। জমির অবৈধ দখলকারী এবং কর ফাঁকি দেওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ৪। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হুমকি/যুক্তি সম্পর্কিত ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান / সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক ঝুঁকি নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ৫। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (যেমন-বিকাশ, রকেট, নগদ, উপায়, এমক্যাশ, শিওরক্যাশ, ওকে ওয়ালেট), জুয়া, ক্যাসিনো, ক্রিপ্টোকারেন্সি এর সন্দেহজনক অর্থ লেনদেন ও আরটিজিএস (রিয়েল টাইম গ্রাস সেটেলমেন্ট) এর লেনদেন তদারকি করা;
- ৬। জাল নেট/নকল মুদ্রা তৈরির গ্যাং সনাক্ত করা, বিদেশী মুদ্রার অবৈধ লেনদেনকারী (অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জার), বিদেশী মুদ্রার অবৈধ মজুতদার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করা;
- ৭। পত্রিকায় প্রকাশিত আর্থিক অনিয়ম বিষয়ক সংবাদের পেপার ক্লিপিং সংগ্রহ করা, সংবাদ পর্যালোচনা করা এবং ডাটাবেজ তৈরি করা;
- ৮। শেয়ার বাজার এর কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করা এবং কারসাজির মাধ্যমে শেয়ার বাজারকে অস্থিতিশীলকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো;
- ৯। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে Trade Based Money Laundering (TBML), ওভার ইনভয়েসিং, আন্তর্জাতিক ইনভয়েসিং, মাল্টিপল ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে অর্থপাচারে জড়িত ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ ও নজরদারী করা;
- ১০। মানব পাচারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবৈধ লেনদেন এবং নেটওয়ার্ক সনাক্ত করা। দেশের অভ্যন্তরে মানব পাচার সংক্রান্তে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরী করা; এবং
- ১১। স্পর্শকাতর, জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, ঘটনা বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য শাখার সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

অর্জন

ক্রমিক নং	অর্জন
০১.	বৈদেশিক কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য যাচাইয়ের লক্ষ্যে ২৫টি পত্রে প্রাপ্ত ২৩৭৫ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এর তথ্যাদি যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
০২.	সমকালীন আলোচিত আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্তে ১৩টি বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।
০৩.	বিএফআইইউ থেকে প্রাপ্ত পত্রসমূহ পর্যালোচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
০৪.	বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠানসমূহের যাচাইকৃত তথ্যাদি নিয়মিত সংরক্ষণ করার জন্য Financial Intelligence Management System (Data Base) তৈরির কাজ চলমান।

কর্মপরিকল্পনা

- ব্যাংক পরিচালনা কমিটির সদস্য, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, বাংলাদেশের বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক, বিএসইসি এর সকল কমিশনার, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ডিরেক্টর, এমডি এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পিএফ (PF) তৈরি করা;
- Financial Intelligence Management System (Database) এর মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড এর জন্য মনোনীত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের যাচাইকৃত তথ্যাদি সংরক্ষণ;
- বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি), শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর (সিআইআইডি), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA), বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্ষেপ্টে কমিশন (বিএসইসি), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দুর্নীতি দমন কমিশন, নিবন্ধক যৌথ মূলধনী কোম্পানীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে তথ্য আদান প্রদান ও একসাথে কাজ করার লক্ষ্যে Connectivity তৈরি করা;
- OSINT (Open Source Intelligence) এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগপূর্বক অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হেডে ডাটাবেজ তৈরিকরণ; এবং
- বাংলাদেশ পুলিশের সিআইডি, ডিবি'র সাথে মানিলভারিং এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধ সংক্রান্তে তথ্য শেয়ার করা।

উপসংহার

দেশের সকল আর্থিক সেক্টর ও প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, বীমা, শেয়ার মার্কেট ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান) এর আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি, মানি লভারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন, জঙ্গি অর্থায়নে দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ও যোগসূত্র সনাক্তকরণ, সন্ত্রাসীদের সম্পদের হিসাব, মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সন্দেহজনক অর্থ লেনদেন, মাদক ব্যবসায় অবৈধ আর্থিক নেটওয়ার্ক সনাক্তকরণ, জালনেট তৈরী ও গ্যাং সনাক্তকরণ, ছান্দো, চোরাচালান ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ, সুপারিশমালা প্রণয়ন ও প্রতিবেদন প্রেরণ করাসহ উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করে ক্রমান্বয়ে ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স শাখাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শাখা

শাখা পরিচিতি

চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি, দেশের বাজার ও সরকারের মনিটরিং ব্যবস্থা সুচারূভাবে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে গত ১২-০৭-২০২০ খ্রি. এসবি'র মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শাখার আত্মপ্রকাশ ঘটে, যা এসবি'র স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স উইং এর একটি শাখা হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সরবরাহ করায় এই শাখার গুরুত্ব ও দায়িত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন এসএস-এর অধীনে ২৫ (পঁচিশ) জন সদস্য নিয়ে এই শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

শাখার কার্যক্রম

দেশের সকল মার্কেটিং সংশ্লিষ্ট বিষয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার ব্যবস্থা, বাজার মনিটরিং, আমদানি-রঙ্গানি সংক্রান্ত, খাদ্যে বিষয়ক্রিয়া ও ভেজাল সংক্রান্ত, শুল্ক ও কর সংক্রান্ত, ডিজিটাল প্লাটফর্ম, অনলাইন মার্কেট প্লেস ও ওয়েবসাইট সংক্রান্ত, বাজারে পণ্যের দামের ভারসাম্য রক্ষা, দেশে বিভিন্ন মৌসুম, উৎসব/উপলক্ষ্য ও প্রাকৃতিক দুর্ঘাসহ বিঃবিশ্বের বাজার অবস্থা বিবেচনা করত: দেশের বাজারের চাহিদা, যোগান, উৎপাদন, মজুদ, সরবরাহ, সিভিকেট, প্রতিবন্ধকতা, পরিবহন, জ্বালানী, বিতরণ, বিপণন ইত্যাদি বিশেষগুরুর পূর্বানুমান করে বস্তুনিষ্ঠ গোয়েন্দা তথ্য সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সুপারিশমালাসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করে যাচ্ছে। মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শাখা প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশের সকল নগর বিশেষ শাখা ও জেলা বিশেষ শাখার পাশাপাশি বিএসটিআই, কাস্টমস, ভোক্তা অধিকার, এফবিসিসিআই, চেম্বার অব কমার্স, স্থানীয় বাজারের বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাথে পরম্পর সহযোগিতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহপূর্বক যাচাই-বাচাই ও বিশ্লেষণ করত: বস্তুনিষ্ঠ তথ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে আসছে। শাখার নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি ভিআইপি, ভিভিআইপি ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে এ শাখা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

অর্জন

শাখার কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল সদস্যের নামে বন্টন করা আছে। প্রত্যেক সদস্য, সাধারিত ও মাসিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাদের নিজ নামীয় বিষয়ের উপর বিস্তারিত গোপন অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করে। এ সকল অনুসন্ধান প্রতিবেদনের গুরুত্ব অনুযায়ী বিস্তারিত অনুসন্ধান করে বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্য নির্ভর সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ বিশেষ প্রতিবেদন প্রস্তুত করত: যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে এ শাখার অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

- এই শাখা হতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বাজারের গোপন তথ্য আগাম সংগ্রহপূর্বক ১৯টি বিশেষ প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়েছে।
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মোট ১০টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এসিড লাইসেন্স আবেদন অনুসন্ধানপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে সকল পণ্যের মূল্যে অস্থিরতায় অত্র শাখা সরকারকে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে বস্তুনিষ্ঠ গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে আসছে।
- সকল সবজি, ডিম, আলু, পেঁয়াজ, মসলা, পশুখাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধি ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারী অবৈধ মজুতদার, কালোবাজারী, সিভিকেট ব্যবসায়ীদের সংক্রান্তে তথ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হচ্ছে।
- দেশের সামগ্রিক কৃষি কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে কৃষি উপকরণ, ডেঙ্গুতে অতি প্রয়োজনীয় স্যালাইনসহ অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী, ভেজাল প্রতিরোধে খাবারে মেশানো বিভিন্ন রঞ্জকসুগন্ধি সংক্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যনির্ভর প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান সময়ে ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতারণার বিষয়ে অনুসন্ধান করত: প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী, আমদানিকারক ও সংগঠনের নাম, ঠিকানাসহ তথ্যাদি অত্র মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শাখায় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।
- পবিত্র দৈদ, রমজান, পূজাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বে ও পরে দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে চাহিদা, সরবরাহ ও দাম সম্পর্কে আগাম তথ্য সংগ্রহপূর্বক সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

ব্যবসায়ী, আমদানিকারক ও সংগঠনের তথ্য:

ক্রমিক নং	ব্যবসার ধরন	সমিতির নাম	সংশ্লিষ্ট সদস্য সংখ্যা	মন্তব্য
১.	চাল ও চালকল	চালকল মালিক ও চাল ব্যবসায়ী	১০৭৩৮	বিভিন্ন ব্যবসায়ী, আমদানিকারক ও সংগঠনের নাম, ঠিকানাসহ তথ্যাদি সংগ্রহের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
২.	ভোজ্য তেল	ব্যবসায়ী ও আমদানিকারক	২১	
৩.	পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও অন্যান্য পণ্য আমদানিকারক	আমদানিকারক	৯৭	
৪.	চিনি	ব্যবসায়ী ও আমদানিকারক	২৪	
৫.	মাংস, মুরগী ও ডিম	ব্যবসায়ী	১৬৫	
৬.	কাঁচাবাজার	ব্যবসায়ী	২৭৪	
৭.	সার ও বীজ	ব্যবসায়ী	২০৯৩	
৮.	কোল্ড স্টোরেজ	মালিক	৪২৫	
৯.	চামড়া	চামড়া ব্যবসায়ী সমিতি	১৫৭৫	
১০.	চেম্বার অব কমার্স	চেম্বার অব কমার্স	১২৯১	
১১.	কসমেটিকস আমদানিকারক	কসমেটিকস আমদানিকারক	১০৫	
১২.	মসলা	ব্যবসায়ী ও আমদানিকারক	২০	
১৩.	ব্যবসায়ী মালিক সমিতি	বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী	১১৪	

কর্মপরিকল্পনা

- সকল সিভিকেট ব্যবসায়ীদের সনাক্ত করত: উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত প্রোফাইল (PF) তৈরি ও সংরক্ষণ করা;
- দেশের ভোগ্য পণ্যের সার্বিক চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন, আমদানির পরিমাণ ও এর অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণ;
- বাজার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-সরকারি, বে-সরকারিসহ অন্যান্য দণ্ডের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সমন্বয় করে কাজ করা;
- সকল প্রকার ব্যবসায়ীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয় সংগ্রহ করা; এবং
- উৎপাদক হতে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণে পণ্যের উৎপাদন/আমদানি খরচ ও পরবর্তী খরচসমূহ পর্যালোচনা করে পণ্যের যৌক্তিক দাম নির্ধারণে ভূমিকা রাখা।

উপসংহার

চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতায় দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখতে এসবি'র মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শাখা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করছে। অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের কালোবাজারি, মজুতদারি ও সিভিকেট রূখতে মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শাখাকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে আরও পেশাদার এবং সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজন।



শাখা পরিচিতি

অর্গানাইজেশনাল অ্যাফেয়ার্স শাখাটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকার একটি নবসৃষ্টি শাখা। স্পেশাল ব্রাঞ্চ এর স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.০৮৫.০৮.০০৩.২১/২১ রাজ (পি.এ) তারিখ-১০/০৮/২১ খ্রি. মূলে রাজনৈতিক উইং এর অধীনে বিশেষ পুলিশ সুপার, অর্গানাইজেশনাল অ্যাফেয়ার্স (রাজ-৫) এর পদটি সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিস আদেশ নং-২০০/২০২২ তারিখ ০৮/০৯/২২ খ্রি. এবং স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.০৮৪.১৯.১২২.৭২. ১৮৯৭(৭০), তারিখ-০৮/০৯/২২ খ্রি. মূলে রাজনৈতিক উইং এর নয় (০৯)টি শাখার মধ্যে পাঁচ (০৫)টি শাখা নিয়ে “স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স উইং” নামে নতুন একটি উইং চালু করা হয়। এই স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স উইং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো অর্গানাইজেশনাল অ্যাফেয়ার্স শাখা।

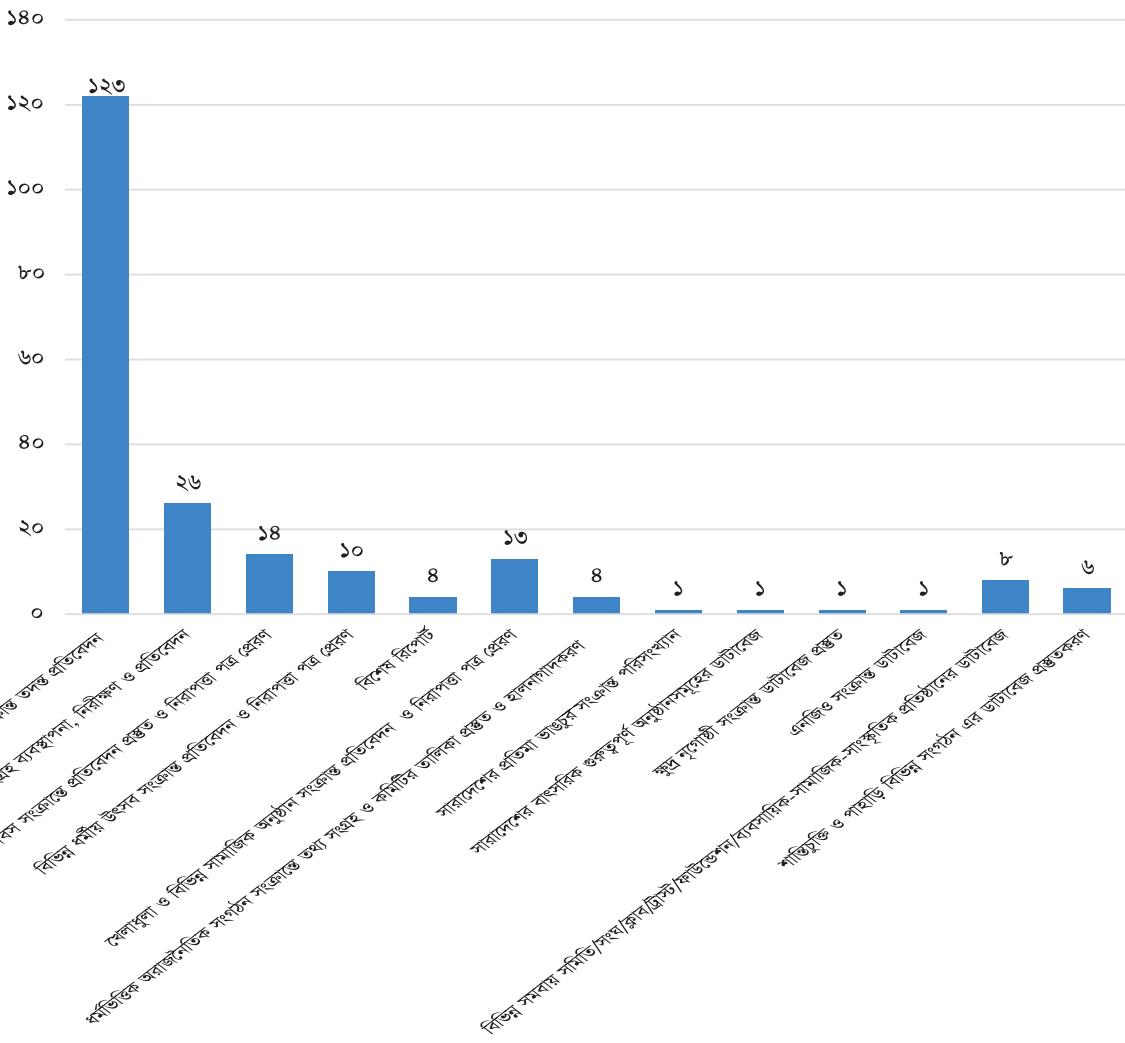
শাখার কার্যক্রম

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন (হেফাজত ইসলাম/তাবলীগ জামাত/ইসকন/সশন্ত্র পাহাড়ি সংগঠন/ ক্ষুদ্র ন্ত-গোষ্ঠী প্রভৃতি), ক্লাব, সংঘ, সমিতি, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, খেলাধুলা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস/ উৎসব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ/মহামারীসহ অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়।

অর্জন

ক্র. নং	বিষয়সমূহ	সংখ্যা
১.	এনজিও সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ	১২৩ টি
২.	গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করণ	২৬ টি
৩.	বিভিন্ন জাতীয় দিবস সংক্রান্তে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও নিরাপত্তা পত্র প্রেরণ	১৪ টি
৪.	বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও নিরাপত্তা পত্র প্রেরণ	১০ টি
৫.	বিশেষ রিপোর্ট	০৪ টি
৬.	খেলাধুলা ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও নিরাপত্তা পত্র প্রেরণ	১৩ টি
৭.	ধর্মাভিত্তিক অরাজনৈতিক সংগঠন-হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ, তাবলীগ জামাত, হিন্দু মহাজোট, ইসকন সম্প্রদায় সংক্রান্তে তথ্য সংগ্রহ ও কমিটির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	০৮ টি
৮.	সারাদেশের প্রতিমা ভাংচুর সংক্রান্ত পরিসংখ্যান	০১ টি
৯.	সারাদেশের বাংসরিক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহের ডাটাবেজ	০১ টি
১০.	ক্ষুদ্র ন্ত-গোষ্ঠী সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রস্তুত	০১ টি
১১.	এনজিও সংক্রান্ত ডাটাবেজ	০১ টি
১২.	বিভিন্ন সমবায় সমিতি/সংঘ/ক্লাব/ট্রাস্ট/ফাউন্ডেশন/ব্যবসায়িক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজ	০৮ টি
১৩.	শাস্তিচুক্তি ও পাহাড়ি বিভিন্ন সংগঠন এর ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ	০৬ টি

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকল্পে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে অত্র শাখার সংখ্যাভিত্তিক অর্জন



কর্মপরিকল্পনা

- অর্গানাইজেশনাল অ্যাফেয়ার্স শাখার সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমকে তুরান্বিত করার জন্য নিজস্ব ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল ফাইল ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ;
- এনজিও এবং আইএনজিও সংক্রান্তে ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ;
- অর্গানাইজেশনাল অ্যাফেয়ার্স শাখার সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আভ্যন্তরীণ বেসিক আইসিটি কোর্স, লিভ ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার কোর্স, মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সময়ের প্রয়োজনে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক/উদ্ভুত অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি রোধকল্পে বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ।

উপসংহার

অর্গানাইজেশনাল অ্যাফেয়ার্স শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্ছের একটি নবগঠিত শাখা হলেও এই শাখার কার্যক্রমের পরিধি ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ। অত্র শাখা হতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে তথ্য-উপাত্তসমূহ সংগ্রহপূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সে অনুযায়ী সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধি আরও সুদৃঢ় করতে পারে। তাই এই শাখার সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শাখাকে দক্ষ ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্র শাখা বদ্ধ পরিকর।

শাখা পরিচিতি

সমসাময়িক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মাদকের ভয়াবহ পরিস্থিতি, চোরাচালান, জঙ্গিবাদ, রাজনৈতিক অস্ত্রিতা, মানব পাচার, রোহিঙ্গা ইস্যু, ধর্মীয় সহিংসতা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাখাতসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের অনিয়ম, অসঙ্গতি ও দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স শাখা সরকারকে তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনাপূর্বক বন্ধনিষ্ঠ প্রতিবেদন সরবরাহ করে আসছে। একজন বিশেষ পুলিশ সুপার এর অধীনে ২৭ জন সদস্য নিয়ে শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

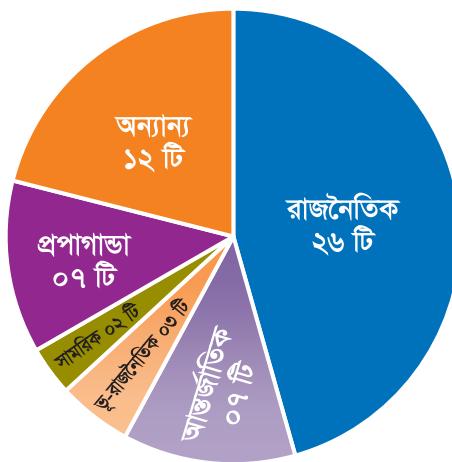
শাখার কার্যক্রম

- স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স, এসবি ঢাকার স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স টহুং এর একটি শাখা। গত ০৮/১২/২০২২ খ্রি. হতে এই শাখা দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বাজার পরিস্থিতি, মাদক পরিস্থিতি, জঙ্গিবাদ, রাজনৈতিক অস্ত্রিতা, মানব পাচার, রোহিঙ্গা ইস্যু, ধর্মীয় সহিংসতা, চোরাচালান, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাখাতসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের বিষয়ে ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন সরবরাহ করে আসছে।
- শাখার নিয়মিত কজের পাশাপাশি ভিডিআইপি, ভিআইপি, ব্যক্তি নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনবল সরবরাহ করে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

অর্জন

সমসাময়িক বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় এই শাখা হতে জানুয়ারি/২৩ হতে ডিসেম্বর/২৩ সময়ের মধ্যে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে পর্যালোচনা ভিত্তিক ও দিক নির্দেশনা মূলক মোট ৫৭টি বিশেষ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। এছাড়াও মাদক পরিস্থিতি, চোরাচালান, মানব পাচার, রোহিঙ্গা ইস্যু, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত অনুসন্ধান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য বিষয়েও প্রতিবেদন প্রদান করে আসছে।

স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স শাখা কর্তৃক ২০২৩ সালে প্রেরিত প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান



কর্মপরিকল্পনা

বর্ণিত কার্যক্রমের তথ্য যাতে বন্ধনিষ্ঠ এবং কার্যকর প্রতিবেদন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স শাখা সকল অফিসার ফোর্সদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। বিভাগীয় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসবি কর্তৃক পরিচালিত স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স-এ শাখা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

উপসংহার

রাজনৈতিক অস্ত্রিতা, মানব পাচার, রোহিঙ্গা ইস্যু, ধর্মীয় সহিংসতা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের অনিয়ম ও দুর্নীতি রূখতে স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স শাখা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকারকে তথ্য প্রতিবেদন দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

অধ্যায় ৯

সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা

সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা, একজন ডিআইজির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ডিআইজি সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চের কাজের সুবিধার্থে তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে দুইজন অ্যাডিশনাল ডিআইজিসহ মোট ১৯ (উনিশ) জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া তাঁর অধীনে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন এসএস এবং ঢাকা মহানগরীকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করে (নর্থ, সাউথ, ইস্ট, ওয়েস্ট) প্রতিটিতে একজন করে এসএস দায়িত্ব পালন করছেন। সিটি এসবি ঢাকাতে সর্বমোট ৮৭৮ (আঠশত আটাত্তর) জন পুলিশ সদস্য কর্মরত আছেন।

অনুচ্ছেদ-৩৫

কর্মপরিধি



পরিচিতি

বাংলাদেশ পুলিশের একমাত্র গোয়েন্দা সংস্থা স্পেশাল ব্রাঞ্চ। স্পেশাল ব্রাঞ্চের বেশ কয়েকটি শাখা রয়েছে যার অন্যতম শাখা হলো সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা যা ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হিসেবে ঢাকা মহানগরী ও আশপাশ এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে রাজনৈতিক, ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিকসহ অন্যান্য সংগঠন ও সংস্থার কার্যকলাপ এবং চলমান, ঘটমান সকল প্রকার ঘটনা, দুর্ঘটনা সম্পর্কে গোয়েন্দা নজরদারীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহপূর্বক পর্যালোচনা করে তাৎক্ষনিকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে আসছে সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা। এর পাশাপাশি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক পর্যবেক্ষণ, মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে থাকে সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা।

বিভাগভিত্তিক কাজের অধিক্ষেত্র

এসএস (উত্তর বিভাগ): ১। ক্যান্টনমেন্ট, ২। গুলশান-১, ৩। গুলশান-২, ৪। বারিধারা, ৫। বনানী, ৬। বাড়ো, ৭। ভাটারা, ৮। খিলক্ষেত, ১৯। পূর্বাচল, ১০। বিমান বন্দর, ১১। দক্ষিণখান, ১২। উত্তরা পূর্ব, ১৩। উত্তরা পশ্চিম, ১৪। তুরাগ, ১৫। আশুলিয়া, ১৬। টঙ্গী ও ১৭। কাশিমপুর কারাগার জোন।

এসএস (দক্ষিণ বিভাগ): ১। রমনা, ২। সুপ্রীম কোর্ট, ৩। প্রেসক্লাব, ৪। সচিবালয়, ৫। বিএসএমএমইউ/বারডেম, ৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭। মেডিকেল, ৮। বুয়েট, ৯। ধানমন্ডি, ১০। নিউমার্কেট, ১১। লালবাগ, ১২। কামরাঙ্গীর চর, ১৩। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৪। কোতয়ালী ও ১৫। সদর কোর্ট জোন।

এসএস (পূর্ব বিভাগ): ১। মতিঝিল, ২। পল্টন-১, ৩। পল্টন-২, ৪। সুত্রাপুর, ৫। ডেমরা, ৬। শ্যামপুর, ৭। সরুজবাগ, ৮। খিলগাঁও ও ৯। নারায়ণগঞ্জ জোন।

এসএস (পশ্চিম বিভাগ): ১। তেজগাঁও, ২। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, ৩। শেরে বাংলা নগর, ৪। পিএম কার্যালয়, ৫। গণভবন, ৬। মোহাম্মদপুর, ৭। মোহাম্মদপুর বিহারী ক্যাম্প, ৮। মিরপুর, ৯। দারুসসালাম, ১০। পল্লবী, ১১। মিরপুর-পল্লবী বিহারী ক্যাম্প ও ১২। সাভার+জাবি: জোন।

কার্যক্রম

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা, সাভার, আশুলিয়া, কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ জেলার কিছু অংশ, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কাশিমপুর কারাগার এবং টঙ্গী শিল্প এলাকায় উদ্যাপিত বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, জাতীয় দিবস ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। এছাড়াও ৪০ টি আবাসিক এলাকা, ১৪৭ টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, হ্যারত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনসহ ৪৮ টি রেলওয়ে স্টেশন, ৩৮ টি বড় ট্রাক স্টেশন, ১১ টি বড় বাস টার্মিনাল, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, ২২০৮ টি ছোট-বড় গার্মেন্টস ও শিল্প কারখানা, ৪৮৩ টি মার্কেট, বাজার, শপিংমল ও মেগাশপ, ২,৬৯৯ টি মসজিদ, ১৩০৭ টি মাদ্রাসা, ২৪৩ টি মন্দির, ৭৫ টি গির্জা তথা চার্চ, ৫৮ টি পেগোডা, ৮৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বারডেম হাসপাতালসহ ছোট বড় ৪০৬ টি হাসপাতাল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ২১২ টি কার্যালয়, ৬৩৬ টি আবাসিক হোটেল, ৬৩ টি বিনোদন

কেন্দ্র, ৮১ টি বন্তি, ৩২৯ টি ছাত্রাবাস, ৩৮২ টি এনজিওসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সকল প্রকার সভা, সমাবেশ, কর্মসূচীতে সিটিএসবি, ঢাকার সদস্যরা নিয়োজিত থেকে সার্বক্ষণিক নজরদারি রেখে অগ্রিম এবং ঘটমান বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত এবং প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন দণ্ডের প্রেরণ করে যাচ্ছে সিটিএসবি, ঢাকা। সিটিএসবি, ঢাকার এসব কার্যক্রম করার ফলে ঢাকা মহানগরী ও আশপাশ এলাকায় বড় ধরনের কোন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড এয়াবৎ সংয়োগ হয়নি এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে।

সিটিএসবি, ঢাকা হতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয় (বঙ্গভবন), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাস ভবন (গণভবন), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী ট্রাইব্যুনাল, সুপ্রীম কোর্ট, হাই কোর্ট, সদর কোর্ট, জাজেস কোয়ার্টার্স, মন্ত্রী পাড়া, মিনিস্ট্রিরিয়াল এপার্টমেন্ট, মিন্টো রোডসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থান সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিরীক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়াও সরকার ঘোষিত যুদ্ধাপরাধী, বিরোধী দলের কার্যালয় ও বাসভবনসহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গতিবিধি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বক্ষণিক শ্যাডো ও নিরীক্ষণ ডিউটি করে আসছে সিটিএসবি, ঢাকা।

ঢাকা মহানগরী এলাকার ৫০ টি থানা এবং ঢাকা মহানগরীর পার্শ্ববর্তী ৯ টি থানা অর্থাৎ মোট ৫৯ টি থানা এলাকাকে ০৪ টি বিভাগ (উত্তর/দক্ষিণ/পূর্ব/পশ্চিম) এবং ৫৩ টি জোনে ভাগ করে প্রতিটি এলাকার রাজনৈতিক, ছাত্র-শিক্ষক, শ্রম ও পেশাজীবী, চাষকল্যানক অপরাধ এবং বিবিধ বিষয় সংক্রান্তে সিটিএসবি, ঢাকার সদস্যগণ সার্বক্ষণিক নিরীক্ষণের আওতায় রেখে তথ্য সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিদিন প্রায় শতাধিক খুদে বার্তা এবং প্রতিবেদন আকারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এবং সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দণ্ডের প্রেরণ করে আসছে।

দ্রুতম সময়ে তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সিটিএসবি, ঢাকা'র বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তা ও সদস্যদের সমন্বয়ে WhatsApp গ্রুপ তৈরী করে গ্রুপের মাধ্যমে জোন এলাকা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি দ্রুতম সময়ে সিটিএসবি কন্ট্রোলরুম, ডিআর শাখাসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও দাপ্তরিক কার্যক্রমে ডি-নথি'র ব্যবহার কার্যকর করা হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধীদের মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ: ২৬ শে মার্চ ২০১০ খ্রি: যুদ্ধাপরাধীদের নামের তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সকল যুদ্ধাপরাধীদের সার্বক্ষণিক শ্যাডো এবং নিরীক্ষণ করে আসছে সিটিএসবি, ঢাকা।

আগস্ট লিস্ট অনুসারে ঢাকা মহানগরীতে রাজনৈতিক সন্তুষ্টি ব্যক্তি যাতে সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড চালাতে না পারে সে বিষয়ে তাদেরকে সার্বক্ষণিক নিরীক্ষণের আওতায় রাখা হয়েছে। এছাড়াও সিটিএসবি, ঢাকা'র আর্কাইভ শাখায় ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে ৬৯ জন ব্যক্তির পিএফ খোলা হয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সম্প্রদায় প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য প্রেরণ: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিটিএসবি, ঢাকা'র আওতাধীন ১৫টি সংসদীয় আসনের আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতসহ অন্যান্য দলের সম্প্রদায় প্রার্থীদের জনসমর্থন, এলাকায় প্রভাব, রাজনৈতিক বিরোধ, দলীয় কোন্দল ও কোন্দল নিরসনে করণীয় সম্পর্কে বিশেষ প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট কেন্দ্র সম্পর্কে তথ্য প্রেরণ: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিটিএসবি, ঢাকা'র আওতাধীন ১৫টি সংসদীয় আসনের ভোট কেন্দ্র সম্পর্কে ভোট কেন্দ্রের অবস্থান, থানা হতে দূরত্ব, ভোট অবকাঠামো, কেন্দ্রের ধরণ (পুরুষ/মহিলা), মোট ভোটার সংখ্যা, সংখ্যা লঘু ভোটার, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ও সম্প্রদায় ঝুঁকি ইত্যাদি সম্পর্কে অগ্রিম প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে।

সভা ও সমাবেশ নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ব্যাহত করতে বিভিন্ন সময়ে বিএনপি ও সময়না অন্যান্য দলের মহাসমাবেশসহ রাজধানী ঢাকা'র বিভিন্ন ভেন্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমাবেশ ও মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সমাবেশ ও মহাসমাবেশ সম্পর্কে অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে যথাসময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছে সিটি স্পেশাল ব্রাংশ, ঢাকা। সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিরীক্ষণ প্রোগ্রাম প্রয়োগ করে যথাসময়ে ফোর্স মোতায়েন পূর্বক ঘটমান তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে কৌশলগত নিরাপদ স্থানে ফোর্স নিয়োজিত করে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্যাদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাত্ম অবহিত করা হয়েছে। ফলে বড় ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়িয়ে মহাসমাবেশের সমাপ্তি ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

হরতাল ও অবরোধের তথ্য প্রেরণ: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সাম্প্রতিক সময়ে দেশের স্বাভাবিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আহবানে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে হরতাল ও অবরোধের নামে বাস, ট্রেনসহ বিভিন্ন যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙ্গুরের ঘটনায় উন্নত ছিল।

এ সকল অপরাধ নিবারণ ও সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিরীক্ষণ প্রোগ্রাম প্রণয়নপূর্বক সার্বক্ষণিক ফোর্স নিয়োজিত রেখে হরতাল ও অবরোধ চলাকালে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর সম্পর্কে তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে করেছে সিটি স্পেশাল ব্রাথও, ঢাকা। বিশেষকরে ২৮ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বিএনপি ও সমমনা অন্যান্য দলের মহাসমাবেশসহ ঢাকা'র বিভিন্ন ভেন্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমাবেশ ও মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সমাবেশ ও মহাসমাবেশ সম্পর্কে অগ্রীম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে যথাসময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছে সিটি স্পেশাল ব্রাথও, ঢাকা। সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিরীক্ষণ প্রোগ্রাম প্রণয়ন করে যথাসময়ে ফোর্স মোতায়েন পূর্বক ঘটমান তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে কৌশলগত নিরাপদ স্থানে ফোর্স নিয়োজিত করে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্যাদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষনাত অবহিত করা হয়েছে। ফলে, বৃহৎ আকারে অগ্রীতিকর ঘটনা এড়িয়ে মহাসমাবেশের সমাপ্তি ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

২০২৩ খ্রি. সিটিএসবি, ঢাকা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	সূচক	কর্মঘন্টা/সংখ্যা
নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন জননিরাপত্তা স্থিতিশীল ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	(ক) সিটিএসবি কর্তৃক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহকরণ ও নিরীক্ষণ।	২৬,২৫,০৮০ কর্মঘন্টা
		(খ) সিটিএসবি কর্তৃক ভিভিআইপি নিরাপত্তা প্রদান।	১,০২,২০০ কর্মঘন্টা
		(গ) সিটিএসবি কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ (রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয়) অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা প্রদান।	২,২৩,২২৪ কর্মঘন্টা
		(ঘ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মানবীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাঁকি সংক্রান্তে অগ্রীম গোয়েন্দা প্রতিবেদন।	১৯০ টি।
		(ঙ) অন্যান্য গোয়েন্দা ও বিশেষ প্রতিবেদন প্রেরণ।	৪১৭ টি।

২০২৩ খ্রি. প্রগতি প্রতিবেদনের তথ্য নিম্নরূপ

রাজনৈতিক গোপনীয় প্রতিবেদন	ছাত্র-শিক্ষক সংক্রান্ত গোপনীয় প্রতিবেদন	গুরুত্বপূর্ণ অগ্রীম বিশেষ প্রতিবেদন	গোয়েন্দা প্রতিবেদন	অন্যান্য প্রতিবেদন
১৬৫ টি	৮০ টি	৪১৭ টি	১৯০ টি	৩৬২ টি

জঙ্গি দমন শাখা: সিটিএসবি, ঢাকা'র জঙ্গি দমন শাখা হতে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে রঞ্জুকৃত ৭৬৮ টি মামলার হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও কাশিমপুর ও কেরাণীগঞ্জ কারাগার থেকে জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত জঙ্গিদের হালনাগাদ তথ্য, কাশিমপুর ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক জঙ্গি সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তিদের তথ্য, আটক নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সদস্যদের আদালতে প্রেরণ সংক্রান্তে তথ্য এবং তাদের দেশের বিভিন্ন কারাগারে স্থানান্তর সংক্রান্তে তথ্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

সিটিএসবি, ঢাকার অন্তর্বর্তী শাখা হতে ঢাকা মহানগরের অন্তর্বর্তী ডিলার (অন্তর্বর্তী দোকানের মালিকেরা) লাইসেন্স অনুযায়ী অন্তর্বর্তী বিক্রয় করছেন কিনা তাহা যাচাই করণ:

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সিটিএসবি ঢাকা কর্তৃক যাচাইকৃত অন্তর্বর্তী পরিসংখ্যান

ক্র.নং	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
১.	৩০	১৮	১৬	২১	১৬	২২	২০	২৩	১৮	৩১	৩০	২২	২৬৭

০১-০১-২০২৩ খ্রি. হতে ৩১-১০-২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২১৫টি আগ্নেয়ান্ত্র বিক্রয় হয়েছে। বিক্রয়কৃত আগ্নেয়ান্ত্র সমূহের মালিকদের লাইসেন্সসহ নাম, ঠিকানা যাচাই সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

সিটিএসবি, ঢাকা'র আওতাধীন এলাকায় ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে নিখোঁজ জিডি'র ব্যক্তিদের মাসগ্রাহী পরিসংখ্যান

ক্র.নং	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
১.	৩০০	২৭০	৩৩২	২৯৫	৩৮১	২৯৯	৩৩৮	৩৭৩	৪৯৪	৪৪০	৩৫৪	৪০৭	৪২৮৩ জন

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সর্বমোট ৪২৮৩ জন নিখোঁজ সংক্রান্তে জিডি'র ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

ভেরিফিকেশন: ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সিটিএসবি, ঢাকা হতে নিম্নবর্ণিত বিষয় সংক্রান্তে ৩৬,১৭৪ টি ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে যা “চুক” আকারে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র. নং	ডেক্ষ এর নাম	নিষ্পত্তির সংখ্যা
০১.	সরকারী ভেরিফিকেশন	১,৭৩৬ টি
০২.	পত্রিকা	৪৩৭ টি
০৩.	বে-সরকারী সংস্থা, এনজিও	২০৭ টি
০৪.	প্রতিষ্ঠান	১৫৩ টি
০৫.	ভেটিং সংক্রান্ত	২৮,৬৪৩ টি
০৬.	পার্ট ভিআর অনুসন্ধান	৪,৬২৪ টি
০৭.	অন্ত্র	৩৭৪ টি
সর্বমোট		৩৬,১৭৪ টি

- সিটিএসবি, ঢাকার আওতাধীন এলাকার বিএনপি-জামায়াতসহ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্ত রাজনৈতিক কর্মকাল, গার্মেন্টস ও বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের অসন্তোষ, নাশকতা ও বিশ্বজ্ঞালামূলক কর্মকাল প্রতিরোধে অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবগত করে যাচ্ছে।
- সিটিএসবি, ঢাকার আওতাধীন এলাকায় ভিভিআইপি গমনাগমনের পূর্বে নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়নপূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তথ্য সরকারকে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে আসছে।
- বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রঞ্জুকৃত মামলা, যুদ্ধাপরাধ মামলাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার কার্যক্রম মনিটরিং করছে সিটিএসবি, ঢাকা।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি (এরশাদ) সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও কাউন্সিল উপলক্ষে নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম নিরীক্ষণ করে আসছে সিটিএসবি, ঢাকা।
- সিটিএসবি, ঢাকা কর্তৃক পুলিশ সঞ্চালন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত সকল কর্মসূচীর সার্বিক নিরাপত্তা ও নিরীক্ষণ ডিউটি পালন করা হয়েছে।
- সিটিএসবি, ঢাকা কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রমের মাধ্যমে উগ্র ধর্মীয় জঙ্গী গোষ্ঠীসমূহের অপতৎপরতা রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।
- ঢাকা মহানগরী এলাকার মাদকাসক্ত, মাদক ব্যবসায়ী, মাদক সেবী ও মাদক সম্বাজীদের সম্পর্কে তথ্য প্রেরণসহ মাদকের বিস্তার রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ঢাকা মহানগরী এলাকার সক্রিয় কিশোর গ্যাং এর নেতা/সদস্যদের তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রেরণপূর্বক তাদের অপকর্ম রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে সিটিএসবি।
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে রায় পরবর্তী জামায়াত শিবিরের সহিংসতা প্রতিরোধে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের উপর সার্বক্ষণিক নজরদারী এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি সরকারকে সঠিক সময়ে সরবরাহ করছে সিটিএসবি, ঢাকা। ফলে তারা এ পর্যন্ত আর কোন বড় ধরনের বিশ্বজ্ঞাল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেনি। এছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর গত ১৪ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. তারিখে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ সংক্রান্তে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটানোর অপচেষ্টা রোধে তথ্য দিয়ে সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সিটি স্পেশাল ব্রাংশ, ঢাকা।

- ২০২৩ খ্রি. বৈশিষ্টিক কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধির দাবি উঠে এবং বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের ইন্দ্রনে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে ক্ষমতাসীন দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা উঠে পড়ে লেগেছিল। ঢাকা মহানগরী ও আশপাশ এলাকায় বন্ধ হয়ে যাওয়া ২১টি গার্মেন্টস কারখানার সাথে সংশ্লিষ্ট ১০,৫০৫ সদস্যের জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা নাম মাত্র অর্থের বিনিময়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করতে পারে এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া গার্মেন্টসের শ্রমিক কর্মচারীরা আন্দোলনে লিপ্ত হলে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা এতে ইন্দ্রন দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি করার চেষ্টা করতে পারে সংক্রান্তে প্রতিবেদন প্রেরণ করে অপতৎপরতা রোধে ভূমিকা রেখেছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া গার্মেন্টস সমূহ দ্রুত খুলে দেওয়া ও শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি এবং দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে তৈরি হওয়া মিশ্র প্রতিক্রিয়া সংক্রান্তে সিটিএসবি, ঢাকা হতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১২ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ১২,৫০০/= নির্ধারণ করায় ভিন্ন মতের কিছু শ্রমিক নেতা বিশ্বঙ্গলা সৃষ্টির চেষ্টা করলেও গোয়েন্দা নজরদারীর ফলে গার্মেন্টস সেস্টের শাস্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান রয়েছে।
 - হেফাজতে ইসলামী বাংলাদেশ সরকারবিরোধী আন্দোলনে গত ৫মে ২০১৩ তারিখ ঢাকাকে অচল করার উদ্দেশ্যে ঢাকা মহানগরে অবস্থান ধর্মঘটের ডাক দেয়। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার পতনের পরিকল্পনা নিয়ে হেফাজতে ইসলামীর কর্মসূচীকে সমর্থন দিয়ে মাঠে নামার বিষয়ে সিটি এসবি ঢাকা অগ্রিম গোয়েন্দা প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারকে অবগত করে। সিটি এসবি'র অগ্রিম গোয়েন্দা প্রতিবেদন দেশকে বড় রকমের বিপর্যয় থেকে রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। হেফাজতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতা কর্মীরা যেন সরকার বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে না পারে সে বিষয়ে সর্তর্ক নজরদারি করে প্রাপ্ত তথ্য সরকারকে অবহিত করে আসছে সিটিএসবি, ঢাকা।
 - BCS পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে সন্দেহভাজনদের ডাটাবেজ তৈরি করত: তাদের উপর ২৪ ঘন্টা নজরদারির ব্যবস্থা করার কারণে ৪৩তম ও ৪৫তম BCS পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করা সম্ভব হয়েছে। PSC এর মাননীয় চেয়ারম্যান এই বিষয়ে এসবি'কে চিঠি দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
 - সিটিএসবি কর্তৃক সার্বক্ষণিকভাবে অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও যথাসময়ে তা উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে অবগত করার মাধ্যমে বিএনপি, জামায়াত কর্তৃক সরকার বিরোধী অপতৎপরতা প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।
- সিটিএসবি, ঢাকা'র জনবল, যানবাহন ও অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্টের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজনৈতিক, ছাত্র-শ্রম, পেশাজীবিসহ অন্যান্য সংগঠনের উপর সার্বক্ষণিকভাবে নজরদারী অব্যাহত রেখে উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ তথ্য সরকারকে প্রতিবেদনের মাধ্যমে অগ্রিম তথ্য প্রেরণ করায় রাজনৈতিক সংগঠনসহ অন্যান্য সংগঠনসমূহ দুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এয়াবৎ সরকারের বিরুদ্ধে তেমন কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি; পারেনি সরকারের অব্যাহত সফলতা এবং উন্নয়নের ধারার অন্তরায় হতে।

কর্মপরিকল্পনা

সিটিএসবির জোনাল অফিসের জন্য নিজস্ব অবকাঠামো তৈরি ও দাপ্তরিক কাজে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সামগ্রী এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সিটিএসবি, ঢাকা'কে আধুনিক গোয়েন্দা সরঞ্জামে সজ্জিত করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে আরো বেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষণের আওতায় আসবে। ফলে এ প্রতিষ্ঠান সরকারকে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

সিটিএসবি, ঢাকার আওতাধীন এলাকার খোলা মাঠ ও রাজপথে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমাবেশ ও মহাসমাবেশসমূহ নিরাপত্তা নিরীক্ষণের আওতায় আনার লক্ষ্যে এসকল সমাবেশ ও মহাসমাবেশসমূহের স্থির চিত্র ও ভিডিও চিত্র ধারণ করা খুবই জরুরী। ইতোমধ্যে খোলা মাঠ ও রাজপথে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমাবেশ ও মহাসমাবেশসমূহের স্থির চিত্র ও ভিডিও চিত্র ধারণ করার লক্ষ্যে সিটিএসবি, ঢাকা কর্তৃক একটি ড্রোন ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে। ফলে সিটিএসবি, ঢাকা'র তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে আরো একধাপ অগ্রগতি হলো।

অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সিটি স্পেশাল ব্রাউঞ্জ, ঢাকা' কে আধুনিক গোয়েন্দা সরঞ্জামে সজ্জিত করার কার্যক্রম চলমান। সিটিএসবি, ঢাকা'র প্রতিটি জোনাল অফিস হতে জরুরী তথ্যাদি তাংক্ষণিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, দাপ্তরিক কাজে ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে গতিশীলতা আনয়ন, Leave Management Software এর ব্যবহারসহ Digitalised Office Management এর লক্ষ্যে ইন্টারনেট সংযোগ এর ব্যবস্থা করা চলমান। সিটি স্পেশাল ব্রাউঞ্জ, ঢাকা এর বেইলী রোডস্থ নির্মানাধীন নিজস্ব ভবনটির কাজ প্রায় শেষের পর্যায়ে। শীঘ্ৰই অফিস কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী করে কাকরাইলস্থ অস্থায়ী কার্যালয় হতে বেইলী রোডস্থ নিজস্ব অফিস স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

সিটিএসবি, ঢাকার আওতাধীন সর্বমোট ৫৩ টি জোন রয়েছে। তন্মধ্যে ২৬ টি জোনাল অফিস ভাড়াকৃত স্থাপনায় পরিচালিত হয়ে থাকে। বাকি ২৭ টি জোনাল অফিস বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা হতে পরিচালিত হয়। জোনাল অফিসের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের চলমান কার্যক্রমের অধীনে ১৯ টি জোনের জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব এসবি, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। ১৭ টি জোনের জমি অধিগ্রহণের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব এসবি ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। সিটি এসবি কাকরাইলস্থ মূল ভবনে চারটি জোনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা সিটি এসবি, ঢাকা বেইলী রোডস্থ নিজস্ব ভবনে চলে গেলেও উক্ত চারটি জোনের কার্যক্রম কাকরাইলস্থ সিটি এসবি ভবনে চলমান থাকবে। গুলশান-২ জোনের জোনাল অফিসের কার্যক্রম গুলশান কাঁচা বাজারস্থ মালিক সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত কক্ষে চলমান আছে। অন্যান্য জোনগুলোর জমির অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।

সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চের জোনাল অফিসসমূহের অফিস ও আবাসন সমস্যা সমাধানকল্পে সিটি এসবি জোনাল অফিসের অনুকূলে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন ০.২৫ একর জমিতে অফিস কাম ব্যারাক/ড্রমিটরী এবং আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণের লক্ষ্যে “মাস্টার প্ল্যান” প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিটিএসবির জোনাল অফিসসমূহের কার্যক্রম ২৪ ঘন্টা পরিচালিত হয়। তাই জোনে কর্মরত অফিসার ও ফোর্সের সার্বক্ষণিক জোন এলাকায় অবস্থান প্রয়োজন। পেশাগত প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক নিরাপদ উপস্থিতির লক্ষ্যে জোন কম্পাউন্ডে দাপ্তরিক ও আবাসিক স্থাপনা নির্মাণ জরুরী।

উপসংহার

সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা তার আওতাধীন এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে সন্ত্রাসী, জঙ্গী গোষ্ঠী, যুদ্ধাপরাধী ও সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণসহ জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসব, দেশি-বিদেশি ভিভিআইপি ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার ও ক্রীড়া, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সংক্রান্তে ঝুঁকি মূল্যায়ন, নিরীক্ষণ ও অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে যাথেষ্ঠ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে আসছে। এছাড়াও দৈনন্দিন চলমান/ঘটমান ঘটনাবলীর উপর নজরদারী রেখে প্রাপ্ত তথ্য তাৎক্ষনিকভাবে যথাস্থানে রিপোর্ট আকারে প্রেরণ করছে। সিটিএসবি, ঢাকা দৈনন্দিন শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও নিরীক্ষণ ডিউটির পাশাপাশি বিশেষ নিরাপত্তা ডিউটি সম্পাদন করে আসছে ফলে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে এবং সরকারের উন্নয়ন অব্যাহত আছে, যার সুফল দেশের জনসাধারণ ভোগ করে আসছে। জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানে দেশের অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে এসবি'র গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট সিটিএসবি সার্বিক গোয়েন্দা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে বদ্ধপরিকর।

অধ্যায় ১০

বিবিধ

প্রশাসনিক কার্যক্রম ও গুরুত্বের দিক বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত কয়েকটি শাখার কার্যক্রম অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল-এর সরাসরি তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদ-৩৬

ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স শাখা



ভূমিকা

ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্চের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই শাখা হতে বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর, অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরে কর্মরত বিভিন্ন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উচ্চতর পদে পদায়নের নিমিত্ত ভেটিং, স্পেশাল ব্রাঞ্চের পক্ষে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন হতে প্রাপ্ত রিট পিটিশনের জবাব ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল হতে আগত পিটিশনের জবাব প্রদান, নেজারত বিভাগ, সিএমএম কোর্ট, ঢাকা হতে প্রাপ্ত হলফনামা এর তদন্ত এবং বিভিন্ন প্রস্তাবিত আইন, সরকারি বিধিমালা বা প্রবিধান এর উপর আইনি মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে। এ শাখায় একজন এসএস ও দুইজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট ৬৪ (চৌষট্টি) জন সদস্য দায়িত্বরত আছেন।

ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স শাখার কার্যাবলি

- ১। বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্ত্বাসিত ও আধা স্বায়ত্ত্বাসিত দপ্তর (পুলিশ বিভাগ ব্যতীত) ও উক্ত দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন।
- ২। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে রাষ্ট্র বা সরকার বিরোধী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের তালিকা প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ।
- ৩। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে রাষ্ট্র বা সরকার বিরোধী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ সূচিকরণ তত্ত্বাবধান করা।
- ৪। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে রাষ্ট্র বা সরকার বিরোধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত নথি (PF) সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ।
- ৫। সময় সময় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সংক্রান্তে স্পর্শকাতর, জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন পূর্বক বিশেষ গোয়েন্দা প্রতিবেদন উপস্থাপন। বিশেষ প্রতিবেদন প্রস্তুতের নিমিত্ত টিম গঠন, প্রশিক্ষণ ও টিমের কর্মকর্তাদের ভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যাবলীর তদারকি।
- ৬। সরকারি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রয়োজনে মতবিনিময়।
- ৭। এজেন্ট কার্ড নথিভুক্তকরণ, পেপার ক্লিপিং, ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স সংক্রান্ত ডিআর, ডেলিভারি সিআর ও এসডিলিভারি ইত্যাদি পরীক্ষা করে সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট শাখার কাজ তদারকি।
- ৮। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সংশ্লিষ্ট হত্যা, সংঘর্ষ ও অপরাধ বিষয়ক তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- ৯। সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গতিবিধি নজরদারি।
- ১০। সরকারি প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা-কর্মচারী সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নথি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ।
- ১১। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ঝুঁকি সম্পর্কিত ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং সংশ্লিষ্ট অফিস/সংস্থার সাথে সম্বয় সাধনপূর্বক ঝুঁকি নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ১২। আদালত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির তথ্য সংগ্রহ ও হালনাগাদ করা।
- ১৩। রিট সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম।
- ১৪। সীমান্তে বিজিবিসহ বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি দপ্তর নিরীক্ষণপূর্বক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- ১৫। বড় ধরণের রেল, সড়ক, নৌ-দুর্যোগ, বিমান-দুর্যোগ ও অগ্নি-দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপন।
- ১৬। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে ক্রয়-বিক্রয়ে অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরি করা।
- ১৭। দেশের কারাগারসমূহের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত সংবাদ অনুসন্ধান। এ বিষয়সমূহ নীতি নির্ধারকদের গোচরীভূত করা ও সুপারিশমালা উপস্থাপন।
- ১৮। ডিএসবি, সিটিএসবি ও আরএসবি থেকে প্রাপ্ত শাখা সংশ্লিষ্ট রিপোর্টসমূহের ফলোআপ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- ১৯। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি ও পদায়নের নিমিত্ত ভেটিং।
- ২০। ডিএসবি ও সিটিএসবি হতে বিষয় ভিত্তিক (চাঁদাবাজি, টেভারবাজি প্রভৃতি ইত্যাদি) তথ্য সংগ্রহ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা।

অর্জন

ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স শাখা স্বচ্ছতার সাথে সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে আসছে। গত ০১.০১.২০২৩ খ্রি. হতে ৩১.১২.২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট ১৩৬ টি স্মারকে ভেটিংয়ের নিমিত্ত পত্র গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৯৬২ (দুই হাজার নয়শত বাষটি) জন কর্মকর্তার ভেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন হতে প্রাপ্ত ১১৭ টি রিটের জবাব, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল হতে প্রাপ্ত ১২ টি পিটিশনের জবাব ও নেজারত বিভাগ, সিএমএম কোর্ট, ঢাকা হতে প্রাপ্ত ১৭৩ টি হলফনামার তথ্য যাচাই এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন সড়ক, নৌ ও অগ্নিদুর্ঘটনাসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও নীতিনির্ধারণী বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। এছাড়াও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর চাহিদা মোতাবেক প্রস্তাবিত আইন, সরকারি বিধিমালা বা প্রবিধান সংক্রান্তে মোট পাঁচটি আইনি মতামত প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের ভেটিং সংক্রান্ত তথ্যাদি সফ্টওয়্যারে ইনপুট দেওয়া হচ্ছে এবং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাটাবেজে সংরক্ষিত হচ্ছে। একই সাথে সফ্টওয়্যার ব্যবহারের পূর্বে সকল ফাইল স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল ফরম্যাটে সংরক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে ভেটিং-এ ব্যবহৃত সফ্টওয়্যারটি আপডেট করা হচ্ছে। এছাড়া নিজস্ব লোকবলের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় ভেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সার্বিকভাবে ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স শাখা অতিরিক্ত আইজিপি মহোদয়ের নির্দেশনায় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

কর্মপরিকল্পনা

- বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত দপ্তরে (পুলিশ বিভাগ ব্যতীত) ও উক্ত দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি ও পদায়নের নিমিত্তে ভেটিং কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পাদন এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি ডাটাবেজে সংরক্ষণ।
- ভবিষ্যতে অত্র শাখার কম্পিউটার বেজড ভেটিং সফ্টওয়্যারটি অনলাইনকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার ডিএসবি'র সাথে সরাসরি সমন্বয় সাধন।
- সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সংক্রান্তে স্পর্শকাতর, জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নপূর্বক চাহিত বিশেষ গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন।
- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সংশ্লিষ্ট হত্যা, সংঘর্ষ ও অপরাধ বিষয়ক তথ্যবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং গতিবিধি নজরদারি।
- সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নথি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ।
- আদালত ও রিট সংক্রান্ত এবং Affidavit বা হলফনামা অনুসন্ধান কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্নকরণ।
- বড় ধরনের নৌ, সড়ক, রেল, বিমান ও অগ্নি দুর্ঘটনা সংক্রান্তে দ্রুততম সময়ে সঠিক তথ্য-উপাত্ত এবং সুপারিশমালাসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন।
- পেপারলেস অফিস নিশ্চিতকরণের আওতায় ডি-নথি সংক্রান্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন।
- সকল অফিশিয়াল ফাইলের সফট কপি প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ।
- শাখার স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিজস্ব লোকবলের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় ভেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

উপসংহার

সীমিত জনবল ও স্বল্প লজিস্টিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বমোট ২৯৬২ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ভেটিং, মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন হতে প্রাপ্ত ১১৭ টি রিট, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলা ১২ টি এবং ১৭৩ জন হলফকারীর হলফনামা সূচারুভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ সংক্রান্তে কার্যক্রম স্বল্প সময়ে এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্নকরণে ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স শাখা অঙ্গীকারাবদ্ধ।



জাতীয় নিরাপত্তা বিবেচনায় কনফিডেন্শিয়াল অ্যান্ড এলআইসি শাখা অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় এ শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে কোন তথ্য সন্নিবেশ করা সম্ভব হলো না।

শাখা পরিচিতি

ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস শাখা স্পেশাল ব্রাফ্ফের নবগঠিত শাখাগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এ শাখা সমগ্র বাংলাদেশে গোয়েন্দা কার্যক্রমে তৎপর থাকা ডিএসবি, সিএসবি, আরএসবি এবং অন্যান্য মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দৈনিক প্রতিবেদন (ডিআর) তৈরি করাসহ আইনশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক ও আরাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, ছাত্র-শ্রমসহ যাবতীয় অপরাধ বিষয়ক পরিসংখ্যান প্রস্তুত এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রস্তুত করে থাকে। অধিকস্তু বাংলাদেশে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা, চলমান ঘটনা, সম্ভাব্য উদ্ভূত পরিস্থিতি সংক্রান্তে অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি করাসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন করে থাকে। ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস শাখায় একজন এসএস ও একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ সর্বমোট ৩১ (একত্রিশ) জন সদস্য দায়িত্বরত থেকে নির্ধারিত কাজ নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করছেন।

শাখার কার্যক্রম

১. রাষ্ট্রীয় শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিবেচনায় চলমান ও অগ্রিম তথ্য সংবলিত বিষয়ে নিরাপত্তা বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত;
২. বিভিন্ন শাখার গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক বক্ষনির্ণয় ও তথ্যবঙ্গল প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন;
৩. দেশের সকল সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ;
৪. দেশে-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় পাঠ করে সম্পাদকীয় বিষয়ের আলোকে প্রাপ্ত ইন্টেলিজেন্সের গুরুত্ব নিরূপণ করে কর্মকৌশল নির্ধারণ;
৫. আইনশৃঙ্খলার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় পর্যবেক্ষণ করে অগ্রিম রিপোর্ট প্রণয়ন;
৬. গণধর্যন এবং চাপ্টল্যকর নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
৭. দৈনিক প্রতিবেদন (এসবি, সিএসবি, ডিএসবি থেকে প্রাপ্ত) পর্যালোচনা ও রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মকাণ্ডের উপর ডিএসবি, সিএসবি ও আরএসবি থেকে দৈনন্দিন, সামাজিক ও বিশেষ রিপোর্ট সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং এসবি প্রধানের নিকট উপস্থাপন করা;
৮. দৈনিক প্রতিবেদন (ডিআর) ও হাইলাইটস্ প্রণয়ন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;
৯. সমগ্র বাংলাদেশের ডিএসবি, সিএসবি ও আরএসবি হতে প্রাপ্ত স্পেশাল ব্রাফ্ফ কর্তৃক সংগৃহীত খবরের সংক্ষিপ্তসার বিজি প্রেসের মাধ্যমে বাঁধাই করে গোপনীয় ‘স্পেশাল ব্রাফ্ফ কর্তৃক সংগৃহীত খবরের সংক্ষিপ্তসার’ নামে সংরক্ষণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন।

অর্জন

রাজনৈতিক, আরাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সম্ভাব্য রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী ইস্যু সৃষ্টি করতে পারে এমন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নথিপত্র সংরক্ষণ তথ্য জাতীয় নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশে স্পেশাল ব্রাফ্ফের অধীনে থাকা ডিএসবি, সিএসবি ও আরএসবি'র সাথে যোগাযোগ করে প্রতিদিনের সংঘটিত ঘটনার বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয় করে ডিআর প্রস্তুতসহ ইন্টেলিজেন্স বিশ্লেষণ করে অগ্রিম প্রতিবেদন প্রস্তুত, সংরক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়।

প্রথমবারের মতো স্পেশাল ব্রাফ্ফ থেকে এসবির কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic Plan) প্রস্তুত করে নীতিনির্ধারক মহলসহ দেশের সকল পুলিশ ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে। কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্পেশাল ব্রাফ্ফের প্রতিটি শাখার সাথে যথাযথ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তার যথাযথ বাস্তবায়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে এ শাখা।

“অফিস পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন” শীর্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দাগুরিক কাজে নিয়োজিত সদস্যদের তিনটি ব্যাচে ৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ডেইলি রিপোর্টের আলোকে সপ্তাহভিত্তিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রস্তুত করে বিজি প্রেস থেকে মুদ্রণের মাধ্যমে এসবি খবরের সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে শাখার অর্জিত ও সম্পাদিত সংখ্যাতাত্ত্বিক কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা
১	আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন	১২ টি
২	গণধর্ষন, চাপ্টল্যকর নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন	১২ টি
৩	জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন	১২ টি
৪	পত্র ধ্রুব	১০৬২ টি
৫	পত্র/প্রতিবেদন প্রেরণ	৮৭৪ টি
৬	দৈনিক প্রতিবেদন (ডিআর) প্রস্তুত ও বিতরণ	৪৬৩৬ সেট
৭	বিশেষ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন	৭৫ টি
৮	সপ্তাহভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	৬২৪০ সেট
৯	স্পেশাল ব্রাথও কর্তৃক সংগৃহীত খবরের সংক্ষিপ্তসার (বাঁধাই পুস্তক)	৫ টি
১০	আগাম সংবাদ প্রস্তুত ও প্রেরণ	৫২ টি

এছাড়াও এ শাখা থেকে স্পেশাল ব্রাথও কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ধারণা সংবলিত একটি ট্রেনিং ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২২ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক নং	গৃহীত পরিকল্পনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	শাখার কার্যক্রমকে কয়েকটি ক্লাষ্টারে বিভক্ত করে কর্মরত সদস্যদেরকে কয়েকটি সেলে বিভক্তকরণ, যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে বিশেষায়িত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়।	বাস্তবায়িত হয়েছে।
২.	একই ধরনের কাজ বিভিন্ন শাখা কর্তৃক যেন সম্পাদিত না হয় এ বিষয়ে সমন্বয় সাধন।	সমন্বয়ের কাজটি শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
৩.	গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সেলের সদস্যদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণে প্রেরণ।	প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
৪.	দেশের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করে একটি তথ্যভান্ডার প্রণয়ন।	এ বছরেই এটি প্রণয়নের কাজ শেষ হবে।
৫.	গণধর্ষণ, চাপ্টল্যকর নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা। স্পেশাল ব্রাথও কর্তৃক সংগৃহীত খবরের সংক্ষিপ্তসার সংকলনে উৎকর্ষ সাধন।	ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণের লক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনা

- ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস শাখার কার্যাদি সম্পাদনের প্রয়োজনে এই শাখাটি আধুনিকায়নের জন্য যুগোপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা;
- দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসবি কর্তৃক পরিচালিত গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা;
- আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসাবে টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য ভান্ডার স্থাপন করা;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারণ;
- স্মার্ট যোগাযোগের অংশ হিসাবে ডি-নথির মাধ্যমে কাগজের ব্যবহার সীমিতকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাদারিত্বের সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করণে বিভিন্ন উভাবনী ধারণাকে উৎসাহিত করা;
- জেলা পর্যায়ে ডিএসবি ও অন্যান্য মহানগর পর্যায়ে সিএসবি ও আরএসবি'র সাথে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরো গতিশীলতা আনা।

উপসংহার

সমগ্র বাংলাদেশের ডিএসবি, সিএসবি, আরএসবি ও অন্যান্য মাধ্যম হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দৈনিক প্রতিবেদন (ডিআর) তৈরি করাসহ রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, ছাত্র-শ্রম সংক্রান্তে এবং যাবতীয় অপরাধ বিষয়ক পরিসংখ্যান প্রস্তুত করে থাকে এ শাখা। এছাড়া রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী বিভিন্ন তথ্য আগাম সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ তথ্য বিবরণী তৈরি, সংরক্ষণ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন করে এই শাখা অপিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। এছাড়াও স্পেশাল ব্রাঞ্চের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (Strategic Plan) এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ধারণা সংবলিত একটি ট্রেনিং ক্যালেন্ডার প্রণয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পাদনে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

